প্রকাশনার ৮২ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ০৩ ❖ ২৩ - ২৯ জানুয়ারি, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

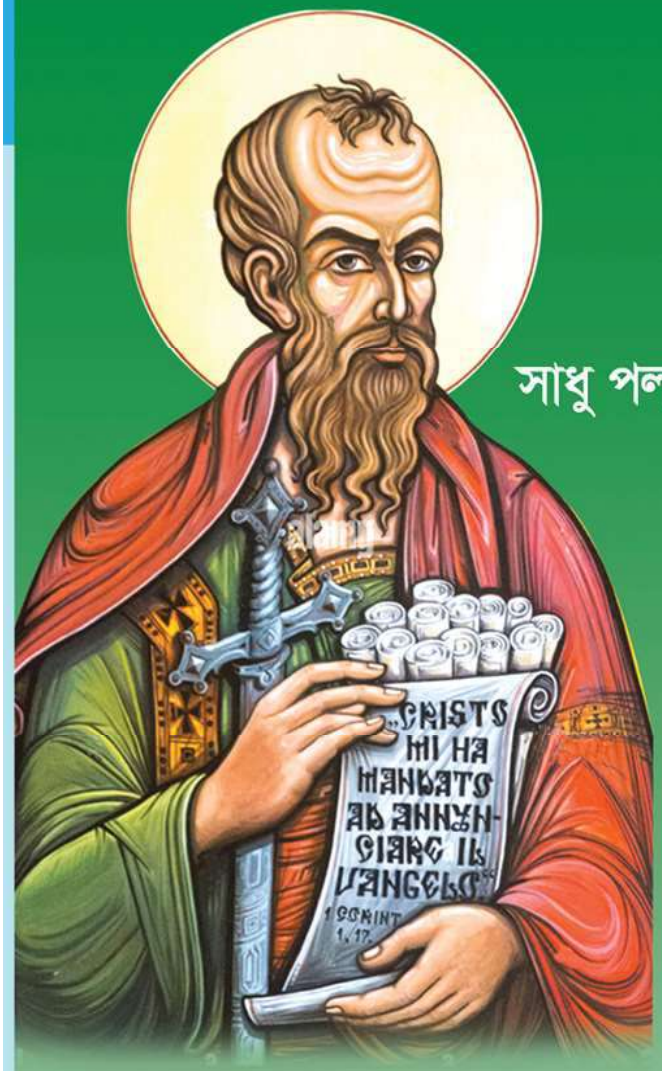

সাধু পল

কারিগরি শিক্ষার বিভিন্ন দিক

মন
পরিবর্তনের
আগে
ও
পরে
সাধু
পল

সৌল

মানুষের মধ্যে মিলন ও ভ্রাতৃত্ব
স্থাপনে যুব সমাজ

‘শান্তি মহাশান্তি মাঝে তুমি আছ
সুন্দর ঐ রম্যদেশে তুমি আছ’

দেখতে দেখতে পাঁচটি বছর পার হয়ে গেল, তুমি আমাদের মাঝে নেই। তুমি ছিলে আমাদের পরিবারে সবার মধ্যমণি। সবার প্রতি ছিল তোমার ভালবাসায় পরিপূর্ণ। প্রকৃতির প্রতি তোমার ছিল অনেক ভালবাসা ও যত্ন । কত ফুল গাছ তোমার বাগানে শোভা পেত। এই নভেম্বর মাসে তোমার দেখা পেয়েছি স্বপ্নে। এক মুহূর্তের জন্যও আমরা তোমাকে ভুলতে পারিনা। তোমার ঘরে তোমার উপস্থিতি পাই মনে হয় তোমার মৃত্যু যেন হয় নাই। তুমি আমাদের আশীর্বাদ করো যেন তোমার আদর্শ ধরে রাখতে পারি। বিশেষভাবে ফাদার রিপনকে ধন্যবাদ দেই আমাদের পাশে থাকার জন্য ও সহযোগীতার জন্য।

তোমাদের সবাইকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি তোমাদের কর্মময় জীবন ও আদর্শের কথা। তোমরা আমাদের সকলের কাছে অমর হয়ে থাকবে। মহান সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থনা করি তোমাদের যেন স্বর্গে স্থান দেন এবং একদিন আমরাও তোমাদের সঙ্গে মিলিত হতে পারি।

‘ওরা মহা ঘুমে ঘুমিয়েছে ডাকিসনেরে আর’

প্রয়াত যোসেফ গমেজ
মৃত্যু: ২০০০ খ্রিস্টাব্দ

প্রয়াত জেভিয়ার গমেজ
জন্ম: ১ ডিসেম্বর, ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ২৫ জানুয়ারি, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

প্রয়াত ক্যাথরিন গমেজ
মৃত্যু: ৩০ জানুয়ারি, ২০০০ খ্রিস্টাব্দ

প্রয়াত হিউবার্ট গমেজ
মৃত্যু: ৭ এপ্রিল, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

প্রয়াত শান্তি গমেজ
মৃত্যু: ২৪ জুলাই, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

বিজ্ঞ/২৪/২০২২

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮২, সংখ্যা : ০৩
২৩ - ২৯ জানুয়ারি, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ
৯ - ১৫ মাঘ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড

ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়

সুনীল পেরেরা
শুভ পাস্কাল পেরেরা
ডেভিড পিটার পালমা
ছনি মজেছ রোজারিও

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি

সংগৃহীত, ইন্টারনেট

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন

মেরী তেরেজা বিশ্বাস
লিটন ইসাহাক আরিন্দা

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স

দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
অংকুর আন্তনী গমেজ

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক
চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার
ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

প্রয়োজন মানসিকতার পরিবর্তন

শুধুমাত্র সর্বশক্তিমান ঈশ্বরই অপরিবর্তনশীল। জগতের সবকিছুই পরিবর্তনশীল। পরিবর্তন জীবনের ধর্ম। টিকে থাকতে হলে পরিবর্তন করতে হয় এবং পরিবর্তিত হতে হয়। তাই পৃথিবীও প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে আপন গতিতে আপন খেয়ালে। যে পরিবর্তনে টিকে থাকার রশদ থাকে। আবার কখনো কখনো মানুষ জোর করে পৃথিবী ও এর ভূ-প্রকৃতিকে পরিবর্তিত করতে গিয়ে প্রকৃতিকে বিকৃত করে ফেলে। আর সে পরিবর্তনে মৃত্যুর হাতছানি থাকে। তাই পরিবর্তনের ক্ষেত্রেও সচেতনতার পরিচয় দিতে হয়। প্রকৃতিকে পরিবর্তন না করে আমাদের নিজেদেরকে পরিবর্তন করতে হয় প্রকৃতির সাথে একাত্ম হয়ে জীবনযাপন করতে। অনেক মানুষের ভোগ ও স্বার্থবাদী মানসিকতার কারণে প্রকৃতি ও প্রান্তিক জনগণ যথেচ্ছভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। যার ফলে সৃষ্ট হচ্ছে বিভিন্ন রকম প্রাকৃতিক ও মানবিক বিপর্যয়। যেমন: মরুকরণ, উষ্ণায়ন, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, তীব্র খড়া, বজ্রপাত, ঋতু পরিবর্তন, মানবপাচার, উদ্বাস্তু ও শরণার্থী হওয়া, শিশুশ্রম, দেহব্যবসা, যুদ্ধ ইত্যাদি। এ সকলের পরিবর্তন ঘটিয়ে স্বাভাবিক ধারা ফিরিয়ে আনতে হলে প্রয়োজন মানুষের মানসিকতার পরিবর্তন।

ইতিবাচক পরিবর্তনের ফলপ্রসূতা আমরা খ্রিস্টমণ্ডলীর ইতিহাসে বারবার প্রত্যক্ষ করি। খ্রিস্টবিশ্বাসের বিস্তার ঘটেছে পরিবর্তনের মধ্যদিয়ে। প্রভুযিশু তাঁর বাণী প্রচারের শুরুতেই আহ্বান রাখেন যেন সকলে স্বর্গরাজ্যের কারণে মন পরিবর্তন করে। পাপের পথ ত্যাগ করে। যিশুর মনোনীত শিষ্যেরা নিজেদের জীবন ও পেশা পরিবর্তন করে হয়ে ওঠেছিলেন যিশুর আপনজন। যিশুর প্রধান ও প্রিয় শিষ্য শিমোন মাছ ধরার জেলে থেকে হয়ে ওঠেছিলেন মানুষ ধরার জেলে; মণ্ডলীর প্রথম পোপ, সাধু পিতর। করগ্রাহক লেবি হয়ে ওঠেছিলেন মঙ্গলসমাচার লেখক মথি। তারই ধারাবাহিকতায় খ্রিস্টযিশুর মৃত্যুর পর খিস্ট্রবিশ্বাসীদের নির্যাতনকারী শৌল পরিবর্তিত হয়ে ওঠেন মহান বাণী প্রচারক সাধু পল। ২৫ জানুয়ারি এই সাধুর পর্ব পালনের মধ্যদিয়ে আমরা ইতিবাচক পরিবর্তনকে উদ্‌যাপন করার সাহস এবং পরিবর্তিত হবার অনুপ্রেরণা পাই। পরবর্তীতে ১ম থেকে ৪র্থ শতাব্দীর অর্ধ পর্যন্ত খ্রিস্টবিশ্বাসীদের নির্যাতনকারী পৌত্তলিক রোমানরা পরিবর্তিত হয়ে খ্রিস্টকে প্রকৃত প্রভু বলে গ্রহণ করে এবং খ্রিস্টবিশ্বাস প্রতিষ্ঠায় বিশেষ ভূমিকা রাখে। বিভিন্ন সাধু-সাধ্বীগণও নিজেদের জীবন ও পথ পরিবর্তন করে নিজ জীবনে ও মণ্ডলীতে ব্যাপকভাবে ফলপ্রসূতা নিয়ে এসেছেন। এদের মধ্যে অন্যতম হলেন জীবন পরিবর্তনকারী হিপ্পোর সাধু আগষ্টিন ও পথ পরিবর্তনকারী পাদুয়ার সাধু আন্তনী। পরিবর্তনের ইতিবাচক এই ধারা সর্বদা চলমান থাকলে মণ্ডলী ও জাতি উপকৃত হবে।

মানুষের মধ্যে পরিবর্তনের সুক্ষ একটা আকাঙ্ক্ষা হয়তো থাকে। তবে সবসময় লক্ষ্য রাখতে হবে সেই পরিবর্তনটা যেন ইতিবাচক হয়। দেশ ও সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের মুখে মুখে শোনা যায়, সিস্টেমের পরিবর্তন না হলে আমাদের দেশে উন্নয়ন হবে না। বিগত দশকে দেশের ঈর্ষণীয় উন্নতি হওয়া সত্ত্বেও সাধারণ জনগণ যখন উপরোক্ত কথা বলেন তখন তা গভীরভাবে বিবেচনা করতে হয়। আমাদের দেশে দৃশ্যমান বা লোক দেখানো হলেও মানসিকতার তো উন্নয়ন ঘটেনি। লোক দেখানোর পরিবর্তন দেখলেও লজ্জা লাগে। বিদেশী অতিথি আসলে আমরা ইট-পাথরের রাস্তার পাশের ফুলের বাগান সাজিয়ে ফেলি। যদিও সারা বছরই তা থাকে বিষাক্ত ধূলাতে সয়লাব। এমনিভাবে আমাদের সমাজের রন্দ্রে রন্দ্রেই যেন মেকি পরিবর্তনের একটা জোয়ার এসেছে। দেশীয় পর্যায় থেকে শুরু করে খ্রিস্টান সমাজের বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনগুলোর নির্বাচনের সময় সকলেই দেশ ও প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তন চান। নির্বাচনের পরে নিজেদের দেওয়া পরিবর্তনের কথা প্রায় সকলেই ভুলে যান। কেননা তারা তো প্রতিষ্ঠান বা দেশের পরিবর্তন চান; নিজেদের নয়। কিন্তু বড় কোন পরিবর্তনের জন্য আগে নিজেকে পরিবর্তন করতে হবে। ব্যক্তির পরিবর্তন হলো সবচেয়ে বড় পরিবর্তন। ভালোর পথে পরিবর্তিত হতে আমাদের অনেক দুর্বলতা ও প্রতিবন্ধকতা আছে। কেননা আপাত দেখা যাচ্ছে, সমাজে খারাপ বা দুষ্টরা বহাল তবিয়তে আছে। তাই ভালোরা নীরবে নিভৃতে সমঝে চলো নীতিতে জীবনপাত করছেন। এই ভালোরা যদি মিলেমিশে একসাথে সমাজে ও দেশে সরব ও সক্রিয় হোন তাহলে তারা নিজেরা যেমন নিজেদের ইতিবাচক পরিবর্তনের নির্মল স্বাদ ও ফলপ্রসূতা দেখবেন ঠিক একইভাবে অনেক দুষ্টেরও ভালোতে পরিবর্তিত হবার পরিবেশ সৃষ্টি হবে।

কিছুদিন আগে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতীয় দৈনিককে বলেন, সরকারের পক্ষ থেকেও ট্রাফিক আইন বিষয়ে শিক্ষা দেওয়ার আবশ্যকতার কথা। ট্রাফিক আইনের সাথে সাথে শিশুকাল থেকেই নীতি-নৈতিকতার বিষয়টিও পড়াশুনার সিলেবাসে অন্তর্ভূক্ত করে তার যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ জোর দিবেন বলে আশা করি। একটি উত্তম, উন্নত ও কল্যাণকামী বাংলাদেশকে গড়ে তুলতে হলে আমাদের মানসিকতার পরিবর্তন যেমনি দরকার ঠিক একইভাবে এখন থেকেই শিশুদেরকে মানবিক করে গড়ে তোলার সকল পদক্ষেপ নিতে হবে। †

তখন তিনি তাদের কাছে কথা বলতে লাগলেন, 'আজই, তোমরা একথা শুনতে শুনতেই, শাস্ত্রের এই বচন পূর্ণতা লাভ করেছে।' - **লুক ১:২১**

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন

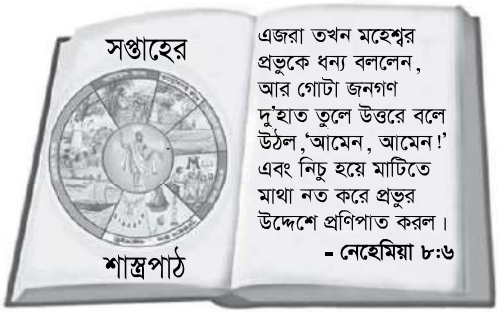

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ২৩ - ২৯ জানুয়ারি, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

২৩ জানুয়ারি, রবিবার

ঐশবাণী রবিবার

নেহে ৮: ১-৬, ৮-১০, সাম ১৯: ৭-৯, ১৪, ১ করি ১২: ১২-৩১ (সংক্ষিপ্ত ১২-১৪, ২৭), লুক ১: ১-৪; ৪: ১৪-২১

২৪ জানুয়ারি, সোমবার

সাধু ফ্রান্সিস দ্য স্যালস্, বিশপ ও আচার্য, *স্মরণ দিবস*

২ সামু ৫: ১-৭, ১০, সাম ৮৯: ১৯-২১, ২৪-২৫, মার্ক ৩: ২২-৩০

২৫ জানুয়ারি, মঙ্গলবার

সাধু পলের মন পরিবর্তন, *পর্ব*

সাধু-সাধ্বীদের পর্বদিবসের বাণীবিতান:

শিষ্যচরিত ২২: ৩-১৬ (অথবা ৯: ১-২২), সাম ১১৭: ১-২, মার্ক ১৬: ১৫-১৮

খ্রিস্টীয় ঐক্য সপ্তাহের সমাপ্তি

২৬ জানুয়ারি, বুধবার

সাধু তিমথি ও তীত, বিশপ, *স্মরণ দিবস*

সাধু-সাধ্বীদের পর্বদিবসের বাণীবিতান:

২ তিম ১: ১-৮ (অথবা তীত ১: ১-৫), সাম ৯৬: ১-৩, ৭-৮ক, ১০, লুক ১০: ১-৯

২৭ জানুয়ারি, বৃহস্পতিবার

সাধ্বী আঞ্জেলা মেরিচি, কুমারী

২ সামু ৭: ১৮-১৯, ২৪-২৯, সাম ১৩২: ১-৫, ১১-১৪, মার্ক ৪: ২১-২৫

বিশপ সেবাষ্টিয়ান টুডু-এর বিশপীয় অভিষেক বার্ষিকী

২৮ জানুয়ারি, শুক্রবার

সাধু টমাস, যাজক ও আচার্য, স্মরণ দিবস

২ সামু ১১: ১-৪ক, ৫-১০ক, ১৩-১৭, সাম ৫১: ১-৫, ৮-৯, মার্ক ৪: ২৬-৩৪

অথবা *সাধু-সাধ্বীদের পর্বদিবসের বাণীবিতান:*

প্রজ্ঞা ৭: ৭-১০, ১৫-১৬, সাম ৩৭: ৩-৬, ৩০-৩১, মথি ২৩: ৮-১২

২৯ জানুয়ারি, শনিবার

ধন্যা কুমারী মারীয়ার স্মরণে খ্রিস্টযাগ

২ সামু ১২: ১-৭ক, ১০-১৭, সাম ৫১: ১০-১৫, মার্ক ৪: ৩৫-৪১

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

২৩ জানুয়ারি, রবিবার

+ ১৯৮৬ ফাদার লুইজ বিগোনি পিমে (দিনাজাপুর)

২৪ জানুয়ারি, সোমবার

+ ১৯৭৬ সিস্টার এডেলট্রুড আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৯১ ফাদার রিনাল্ডো বের্নাক্কী এসএক্স (খুলনা)

২৫ জানুয়ারি, মঙ্গলবার

+ ১৯৯৪ ব্রাদার লুসিয়ান গোপিল সিএসসি (চট্টগ্রাম)
+ ২০১৭ সিস্টার মেরী ইম্মানুয়েল এসএমআরএ

২৬ জানুয়ারি, বুধবার

+ ১৯২০ সিস্টার ফিন্টান আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৯৭ মন্সিনিওর জর্জ ব্রিন সিএসসি

২৭ জানুয়ারি, বৃহস্পতিবার

+ ১৯২৮ ফাদার এমিলিও পিগোনি পিমে
+ ১৯৯৪ সিস্টার কানন ফোরেন্স গমেজ সিআইসি (দিনাজপুর)
+ ১৯৯৪ সিস্টার বাসন্তী রেবেকা গমেজ সিআইসি (দিনাজপুর)

২৮ জানুয়ারি, শুক্রবার

+ ১৯৫৫ সিস্টার এম. স্কলাষ্টিকা আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ২০১০ সিস্টার মেরী জেভিয়ার এসএমআরএ (ঢাকা)
+ ২০১৩ ব্রাদার ব্রুনো দ্রি এসএক্স (খুলনা)

প্রতিবেশী বড়দিন সংখ্যা ২০২১-এর সারকথা

বড়দিন ভালবাসা ও আনন্দের মহোৎসব। ২৫ ডিসেম্বর যিশুর জন্মদিন। বড়দিন পালনের মূলেই রয়েছে মানুষের প্রতি ঈশ্বরের ভালবাসা। যিশু আসছেন আমাদের মাঝে ঈশ্বরের রাজ্য স্থাপন করতে। বড়দিন প্রত্যেকের জীবনে বয়ে আনুক অনাবিল সুখ, শান্তি, ভ্রাতৃত্ব, একতা ও সম্প্রীতি।

ঈশ্বরের পরিকল্পনায় খ্রিস্টের দেহধারণ অর্থাৎ ঈশ্বর তাঁর আপন প্রতিমূর্তিতে মানুষ সৃষ্টি করলেন। বড়দিনের মূল বার্তা, আনন্দ কর। পবিত্র বাইবেল হতে আমরা আনন্দে থাকার অনুপ্রেরণা লাভ করি। রাজার জন্ম গোশালায়। যিশুর গোশালায় জন্ম পারিবারিক জীবনে নতুন দিক নির্দেশনা দান করে। বড়দিন হোক আলোকিত। এবার বড়দিনে প্রার্থনা হবে ভিন্নতর। যিশু, তুমি আমাদের সকলকে আলোকিত কর। বড়দিন, গানে গানে, প্রভুর সংকীর্তনে। কীর্তনের নাচ হবে ঝংকারের তালে তালে বাঙালি কৃষ্টি অনুসারে। বড়দিন উৎসব পালন, সেকাল আর একাল। বড়দিন উৎসবে ছোটবেলার আনন্দ আর বর্তমান যুগে বড়দিন উৎসব পালন।

গোশালা যিশুর প্রথম গৃহ। বড়দিন মানেই যিশুর ক্ষুদ্র আবাসন গোশালা। সেটি ঘিরেই গ্রামবাসীর বড়দিন উৎসব। বড়দিন মানব কৃষ্টিতে স্রষ্টার আগমন উৎসব। সৃষ্টির রহস্যে ঈশ্বরের প্রকাশ। আদিতে ত্রিব্যক্তি পরমেশ্বর আত্মা জলের উপর অবস্থান করেছিল। তাঁর নাম হবে ইম্মানুয়েল অর্থাৎ আমাদের সহায়। এ মহামানবের জন্মতিথি হোক আমাদের আত্মার শুদ্ধি অভিযান। বড়দিন মানেই প্রভু যিশুখ্রিস্টের জন্মদিন। তাই জীবনে তাঁকেই খুঁজে নেবার সুযোগ দিন। হিংসার পরিবর্তে অপরের মঙ্গল কামনায় যোগ দিন। বড়দিন ঈশ্বরের উপচে পড়া ভালবাসার উৎসব উদ্‌যাপন। পবিত্র বাইবেলের পুরাতন ও নতুন নিয়মে উপচে পড়া ভালবাসার কথা। বড়দিন আনন্দের অভিজ্ঞতা। বড়দিন মানেই পরিত্রাণের প্রত্যাশা। জ্যোতির্বিদ পণ্ডিতদের কাছ থেকে পাঁচটি শিক্ষা জীবন চলার পথে মহাবিদ্যা। বড়দিন নাজারেথের পরিবারে মুক্তিদাতার দেহগ্রহণ ও মানব অন্তরে নিবাস। নাজারেথের পরিবার আমাদের পরিবারের জন্য দর্পনস্বরূপ। বড়দিন উৎসব আনন্দ ও মিলনের দিন। ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে মিলন, স্বর্গ মর্তের মিলন, বড়দিন আনন্দের দিন। বড়দিন শুধুই ২৫ ডিসেম্বর। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন সময়ে বড়দিন উৎসব আরম্ভ করে। বড়দিন বড় নয়, যদি না থাকে দেবার-সেবার আনন্দ। মুক্ত হস্তে দান কর, মানুষের সেবার এগিয়ে আসো।

কারিতাস বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর একটি আর্থ-সামাজিক ও আধ্যাত্মিক উন্নয়নমূলক জাতীয় প্রতিষ্ঠান, যা জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের উন্নয়ন ও সমাজে ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করে। ধরিত্রীর প্রতি অনুরাগ ও ধরিত্রী সংরক্ষণ একান্ত প্রয়োজন। কপ ২৬ প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিরূপ প্রতিক্রিয়া, পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে অনেক বেশী হয়ে যাওয়ার পরিণাম হবে ভয়াবহ। একাত্তরের রণাঙ্গনের শেষ ঠিকানায় রয়েছে মুক্তিযুদ্ধের কথা। মহান মুক্তিযুদ্ধের ৫০ বছর পূর্তি মুক্তিযুদ্ধে আদিবাসী সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর কথা। ৭১ এর স্মৃতি থেকে বলা হলো ভয়ঙ্কর ঘটনার কথা। রয়েছে ঈগলের সাতটি নীতি মানব জীবনের শক্তি। পিতামাতা, সন্তান ও পরিবারের ভবিষ্যৎ। পরিবারের যত্নে নৈতিকতা ও মূল্যবোধ চর্চা। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে খ্রিস্টান সংস্কৃতিসেবী সেবা ও শিল্পীদের ভূমিকা। মুক্তিদাতার আগমন, মুক্তিযুদ্ধ প্রতিদিন। সাধু যোসেফকে নিয়ে আমাদের পরিবারের যাত্রা। কাথলিক মণ্ডলী, মিলন, ঐক্য ও ভালবাসার সমাজ। মূল্যবোধের অবক্ষয় ও আমাদের করণীয়। খ্রিস্টমণ্ডলীর পথ চলায় ভক্তসমাজের অংশগ্রহণ। পরিবেশ সংরক্ষণ, উদ্দীপ্ত অধ্যাত্মিকতা। মুখল চিত্রকলায় শিশুযিশু ও কুমারী মারীয়া। ধৈর্যের চাবি সুখের দরজা খুলে দেয়।

রাষ্ট্র বির্নিমাণে যুবারা। সাদা-কালো জীবন-৫, অস্ট্রেলিয়া ভ্রমন। মুক্তিযুদ্ধ ও বীরাঙ্গনা সাহসিনীর গল্প। স্বাধীনের গল্প। বাকরখানি। পরানের গহীনে। কোভিড নাইনটিন। হবু শ্বশুরের বাড়ি। প্রভুযিশু আমার জিপিএস। আমাদের বিরুদার বিয়ে। ডোন্ট ওয়েস্ট ইয়ার টাইম। দশটি বিশ শব্দের গল্প। রহস্যমানব। শ্রদ্ধেয় রুবেন গমেজ, একজন স্পষ্টবাদী ও যুক্তিবাদী মানুষ ছিলেন। খ্রিস্টীয় সমাজের নীরব কর্মী, বাংলা মায়ের এক কৃতি সন্তান, প্রয়াত জোনাস ডি'রোজারিও। সিস্টার পলিন নাডো সিএসসি বাংলাদেশে ম্যারেজ এনকাউন্টার আন্দোলন প্রতিষ্ঠার পথিকৃৎ। মানসিক চাপ নিয়ন্তন ও ব্যবস্থাপনা। ছানি বা ক্যাটারাক্ট অপারেশন। খ্রিস্টমণ্ডলীতে পিতৃগণের শিক্ষা। রোমান কলসিয়াম গৌরবের না নৃশংসতার। বড়দিন বড় হবার দিন। বড়দিনের উপহার। বড়দিনের গল্প। বিশ্বনেতা পোপ ফ্রান্সিসের ২০২১ খ্রিস্টাব্দের পথচলা। এ হলো প্রতিবেশী বড়দিন ২০২১ এর শেষ সংখ্যার মালা॥

মাস্টার সুবল, বাঙ্গালহাওলা

অভিষেক বার্ষিকীতে অভিনন্দন

২৭ জানুয়ারি, দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশের বিশপ সেবাষ্টিয়ান টুডু ডিডি- এর পদাভিষেক বার্ষিকী। ২০১২ খ্রিস্টাব্দের ২৭ জানুয়ারি তিনি বিশপ পদে অভিষিক্ত হয়েছেন। "খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ও "সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র সকল কর্মী, পাঠক-পাঠিকা এবং শুভানুধ্যায়ীদের পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আমরা তার সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু ও সুন্দর জীবন কামনা করি।

- সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

মন পরিবর্তনের আগে ও পরে সাধু পল

ফাদার উত্তম রোজারিও

ভূমিকা

খ্রিস্টপ্রেমিক সাধু পল মণ্ডলীর ইতিহাসে চিরকাল স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে আছেন। সাধু পলের নাম ও অবদানের কথা জানেন না এমন কোন খ্রিস্টভক্ত খুঁজে পাওয়া কঠিন। প্রতি বছর কাথলিক মণ্ডলীতে ২৫ জানুয়ারি তাঁর মন পরিবর্তনের মহাপর্ব পালন করা হয়। মন পরিবর্তনের আগে তিনি ছিলেন একজন গোঁড়া ইহুদী এবং মন পরিবর্তনের পরে তিনি হয়ে ওঠেন একজন খাঁটি খ্রিস্টানুসারী। যে খ্রিস্টনাম ও খ্রিস্টবিশ্বাসের জন্য তিনি খ্রিস্টানদের উপর নির্যাতন করতেন সেই খ্রিস্টকেই তিনি তাঁর মন পরিবর্তনের পরে মনে-প্রাণে ভালবাসেন এবং পরবর্তীতে খ্রিস্টের নামেই তিনি তাঁর জীবন উৎসর্গ করেন।

১. সাধু পলের পরিচয়

পবিত্র মঙ্গলবার্তা বাইবেল অনুসারে, সাধু পলের জন্ম হয় সিসিলিয়া প্রদেশের তার্সাস নগরে আনুমানিক ৫-১০ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে এক গোঁড়া ইহুদী পরিবারে। ৩০ খ্রিস্টাব্দের দিকে জেরুসালেমে বিধানাচার্য গামালিয়েলের নিকট তিনি ইহুদী ধর্মশিক্ষা গ্রহণ করেন।

২. মন পরিবর্তনের আগে সাধু পল

মন পরিবর্তনের আগে সাধু পলের নাম ছিল সৌল। ছোটবেলা থেকেই ইহুদী পারিবারিক ও সামাজিক কৃষ্টি-সংস্কৃতিতে বেড়ে ওঠেন তিনি। পরবর্তীতে গুরু গামালিয়েলের কাছে ইহুদী ধর্মশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে তিনি ইহুদী ধর্মের গোঁড়া সমর্থক হয়ে ওঠেন। গালাতীয়দের কাছে পত্রে সাধু পল বলেন: "আগে আমি যখন ইহুদী ধর্ম পালন করতাম তখন আমি কিভাবে দিন কাটাতাম, তোমরা নিশ্চয়ই তা শুনে থাকবে। আমি তখন ঈশ্বরের ভক্তমণ্ডলীর ওপর চরম অত্যাচার চালাতাম, তাকে ধ্বংস করতে চেষ্টা করতাম। ইহুদী ধর্ম পালনের ব্যাপারে আমার সমবয়সী বেশীরভাগ ইহুদীকে আমি ছাড়িয়ে যেতাম। কারণ পিতৃপুরুষদের প্রবর্তিত রীতিনীতির প্রতি আমার ছিল অনেক বেশী উৎসাহ *(গালাতীয় ১:১৩-১৪)*।"

স্তেফানের শহীদ মৃত্যুবরণের সময় তিনি ছিলেন একজন টগবগে যুবক। যারা স্তেফানকে পাথর ছুঁড়ে মারছিল তাদের পোশাকগুলি তখন তিনি নিজের হেফাজতে রাখেন *(শিষ্যচরিত ৭:৫৮)*। এমনকি স্তেফানের হত্যায় তাঁরও সম্মতি ছিল *(শিষ্যচরিত ৮:১)*। স্তেফানের শহীদ মৃত্যুবরণের পর জেরুসালেমের মণ্ডলীর উপর যে কঠোর নির্যাতন শুরু হয় সেই নির্যাতনের সময় তিনিও একজন নির্যাতনকারী হিসেবে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। খ্রিস্টানুসারী সকলকে ধরে এনে তিনি কারাগারে নিক্ষেপ করতে থাকেন *(শিষ্যচরিত ৮:৩)*। খ্রিস্টবিশ্বাসীদের তিনি শেষ করে ফেলবেন বলে হুমকি দিতেন। তিনি দামাস্কাসের সমাজগৃহগুলির সদস্যদের কাছে অনুমতিপত্র চান যেন তিনি খ্রিস্টের প্রতি বিশ্বাসীদের বন্দী করে জেরুসালেমে নিয়ে যেতে পারেন *(শিষ্যচরিত ৯:১-৩)*।

৩. সাধু পলের মন পরিবর্তন

দামাস্কাসে যাবার সময়ে হঠাৎ এক উজ্জ্বল আলো এসে তার চারিদিকে জ্বলতে থাকে। তিনি মাটিতে পড়ে যান এবং একটি কণ্ঠস্বর শুনতে পান: 'সৌল, সৌল, কেন আমাকে নির্যাতন করছ?' তিনি জিজ্ঞেস করেন: 'আপনি কে, প্রভু?' উত্তর আসে: 'আমি যিশু, যাকে তুমি নির্যাতন করে যাচ্ছ।' এভাবে স্বয়ং প্রভু যিশু তাঁকে দর্শনদান করেন এবং তাঁর মন পরিবর্তন করেন ও তাঁকে কয়েকটি নির্দেশ দেন। সেই নির্দেশ অনুসারে, আনানিয়াস নামে একজন ঈশ্বরভক্ত মানুষের কাছে গিয়ে তিনি নব দৃষ্টিশক্তি লাভ করেন, কেননা দিব্যদর্শনের পরে তিনি আর চোখে দেখতে পাচ্ছিলেন না। নব দৃষ্টিশক্তি পেয়ে সৌল দীক্ষাস্নান গ্রহণ করেন। পরে তিনি নানা সমাজগৃহে গিয়ে যিশুনাম প্রচার করতে থাকেন। যিশুর কাছ থেকে দিব্যশক্তি লাভ করে সৌল সাহসী বাণীপ্রচারক হয়ে ওঠেন। যিনি ছিলেন খ্রিস্টধর্মের ঘোর বিরোধী সেই সৌলই হয়ে ওঠেন খ্রিস্টধর্মের ঘোর সমর্থক ও প্রচারক। ধীরে ধীরে প্রেরিতশিষ্যদের সাথে তাঁর হৃদ্যতা ও সখ্যতা গড়ে ওঠে। প্রভুযিশুর নির্দেশে প্রেরিতদূতেরা তাঁকে বাণী প্রচারের কাজে নিযুক্ত করেন। সৌলের আরেকটি নাম পল। মন পরিবর্তনের পর তিনি এই নামেই সকলের কাছে পরিচিত হন।

৪. মন পরিবর্তনের পরে সাধু পল

সাধু পল মন পরিবর্তন করে খ্রিস্টের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। খ্রিস্টের শিষ্য হয়ে তিনি তাঁর মন-প্রাণ খ্রিস্টের চরণে সঁপে দেন। অন্তর থেকে খ্রিস্টকে ভালবেসে তিনি খ্রিস্টের নামে সর্বপ্রকার দুঃখ-কষ্ট ও নির্যাতন সহ্য করার শক্তিও লাভ করেন। তিনি মন পরিবর্তন করে হয়ে ওঠেন খ্রিস্টের সৈনিক। খ্রিস্টেতে দীক্ষা লাভ করে তিনি খ্রিস্টকেই তাঁর জীবনের প্রভু ও রাজা হিসেবে গ্রহণ করেন এবং খ্রিস্টের সৈনিক হিসেবে খ্রিস্টনামের জন্য আত্মত্যাগ ও আত্মোৎসর্গ করেন।

৪.১ খ্রিস্টপ্রেমিক

সাধু পল মন পরিবর্তন করে একজন প্রকৃত খ্রিস্টপ্রেমিক হয়ে ওঠেন। খ্রিস্টই ছিল তাঁর সমস্ত ধ্যান জ্ঞানের উৎস। খ্রিস্টকে কেন্দ্র করেই তিনি তাঁর জীবন পরিচালনা করেন। খ্রিস্টাদর্শে দীক্ষিত হয়ে তিনি সর্বত্র খ্রিস্টের সুসমাচার প্রচার করেন এবং মানুষকে খ্রিস্টের প্রেমের আশ্রয়ে নিয়ে এসে খ্রিস্টেতে দীক্ষা প্রদান করেন। তাঁর কথা, কাজ, চিন্তা-চেতনা ও লেখার মধ্যে সর্বদা খ্রিস্টের কথাই প্রাধান্য পেত। তিনি নিজেকে খ্রিস্টের প্রেরিতদূত ও খ্রিস্টের সেবক বলে অভিহিত করতেন: "ঈশ্বরের ইচ্ছায়, তাঁরই আহ্বানে খ্রিস্টযিশুর প্রেরিতদূত আমি পল . . ." *(১ করিন্থীয় ১:১)*; "আমি, খ্রিস্টযিশুর সেবক, ঐশ আহ্বানে প্রেরিতদূত পল . . . *রোমীয় ১:১)*।"

৪.২ খ্রিস্টের কষ্টভোগী সেবক

খ্রিস্টের বাণী প্রচার ও বিভিন্নস্থানে মণ্ডলী প্রতিষ্ঠা করার কাজ করতে গিয়ে সাধু পল কত যে কষ্ট করেছেন তা তাঁর রচিত পত্রাবলী পড়লেই বোঝা যায়। করিন্থীয়দের কাছে তাঁর লেখা ২য় পত্রের ১১:২৩-৩৩ পদে তিনি বলেন: "আমি ওদের চেয়ে পরিশ্রম করেছি অনেক বেশী, সহ্য করেছি অনেক বেশী কারাবাস, অনেক-অনেক বেশী প্রহার! বহুবার পড়েছি প্রাণ-সঙ্কটে। ইহুদীরা আমাকে পাঁচ পাঁচবার সেই ঊনচল্লিশ কশাঘাত করেছে।

তাছাড়া তিন-তিনবার আমাকে বেত মারা হয়েছে, এমনকি একবার পাথর ছুঁড়েও মারা হয়েছে। তিনবার নৌকাডুবি হয়েছে আমার; অকূল সমুদ্রে ভেসেই আমাকে একবার একটি দিন একটি রাত কাটাতে হয়েছে। বহুবার পথযাত্রাও করেছি আমি। বিপন্ন হয়েছি নদীর বুকে, বিপন্ন হয়েছি দস্যুডাকাতের হাতে, বিপন্ন হয়েছি স্বজাতি মানুষের হাতে, বিপন্ন হয়েছি বিজাতীয়দের হাতে, বিপন্ন হয়েছি শহরে, হয়েছি নির্জন প্রান্তরে, হয়েছি সাগরের বুকে; বিপন্ন হয়েছি ভণ্ড যত ধর্মভাইয়ের হাতে। কত পরিশ্রম, কত কঠিন কাজই না করেছি আমি! কতবার রাত জেগেছি আমি, হয়েছি ক্ষুধার্ত, পিপাসিত! বহুবার থেকেছি অনাহারে, সয়েছি শীতের কষ্ট আর বস্ত্রাভাব।" এছাড়া নিত্য মানসিক চাপ আর প্রতিটি মণ্ডলী প্রতিষ্ঠার সেই দুশ্চিন্তা তো তাঁর ছিলই।

৪.৩ বিজাতীয়দের নিকট সর্বশ্রেষ্ঠ ঐশবাণী প্রচারক

সাধু পল সর্বযুগের বাণীপ্রচারকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বাণীপ্রচারক। নিজের বিষয়ে সাধু পল বলেন: "ঈশ্বর আমার জন্মের আগে থেকেই আমাকে স্বতন্ত্র করে রেখেছিলেন এবং অনুগ্রহ করে তাঁর নিজের কাজে আমাকে ডেকেওছিলেন। একদিন তিনি প্রসন্ন হয়ে আমার কাছে তাঁর পুত্রকে অলৌকিকভাবে প্রকাশ করলেন, যাতে আমি বিজাতীয়দের কাছে তাঁর সেই পুত্রের মঙ্গলবার্তা প্রচার করি *(গালাতীয় ১:১৫-১৬)*। প্রভুযিশুর স্পর্শে হৃদয়-মনের আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে সাধু পল ঐশরাজ্যের মঙ্গলবার্তা প্রচারে নেমে পড়েন কোন মানুষের পরামর্শ না নিয়েই। এমনকি যিশুর প্রেরিতশিষ্যদের সাথে দেখা করতে জেরুসালেমে না গিয়েই তিনি বাণী প্রচারের জন্য সোজা রওনা হন আরব দেশে এবং পরে সেখান থেকে আবার দামাস্কাসে। এরপর তিন বছর পার হওয়ার পর তিনি জেরুসালেমে প্রেরিতদূতদের সাথে দেখা করেন এবং প্রেরিতদূতেরা তাঁকে যিশুর শিষ্য হিসেবে গ্রহণ করে নেন।

গালাতীয়দের কাছে সাধু পলের পত্রের ২ অধ্যায় ৭-১০ পদে আমরা দেখতে পাই যে, ইহুদীদের কাছে বাণী প্রচারের দায়িত্ব যেমন দেওয়া হয়েছিল পিতরের হাতে তেমনি অনিহুদীদের কাছে বাণীপ্রচারের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল পলের হাতে। যাঁর সক্রিয় প্রেরণায় পিতর ইহুদীদের কাছে বাণীপ্রচারক হয়েছিলেন, তাঁরই অনুপ্রেরণায় পলও হয়ে উঠেছিলেন বিজাতীয়দের কাছে বাণীপ্রচারক। অনিহুদীদের কাছে বাণীপ্রচারের জন্য সাধু পল মোট তিন তিনবার বাণীপ্রচারের যাত্রা করেন। তাঁর প্রথম প্রচার যাত্রার সময় হল ৪০-৪৪ খ্রিস্টাব্দ এবং এর বিবরণ পাওয়া যায় শিষ্যচরিত ১৩:১-১৪:২৮ পদে। তিনি ২য় প্রচার যাত্রা করেন ৪৯-৫২ খ্রিস্টাব্দে যার বিবরণ শিষ্যচরিত ১৫:৩৬-১৮:২২ পদে রয়েছে। ৫৩-৫৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি তৃতীয়বার বাণী প্রচারের উদ্দেশে যাত্রা করেন এবং এই প্রচার যাত্রার কাহিনীর উল্লেখ রয়েছে শিষ্যচরিত ১৮:২৩-২১:২৬ পদে। এছাড়া তিনি ৪৪ খ্রিস্টাব্দে এক বছর ধরে বার্ণাবাসের সাথে আন্তিয়োক নগরে, ৫০-৫২ খ্রিস্টাব্দে আঠারো মাস ধরে করিন্থ নগরে, ৫৪-৫৭ খ্রিস্টাব্দে মোট ৩ বছর এফেসাস নগরে এবং ৫৭-৫৮ খ্রিস্টাব্দে তিন মাস করিন্থ নগরে প্রভুযিশুর মঙ্গলবাণী প্রচার করেন।

৪.৪ বিভিন্ন স্থানে মণ্ডলী প্রতিষ্ঠাতা

সাধু পল শুধু বিভিন্ন স্থানে বাণীপ্রচার করেই ক্ষান্ত থাকেননি। তিনি মানুষকে পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মায় দীক্ষাস্নাত করেন। মণ্ডলী স্থাপন করেন। লোকদের খ্রিস্টবিশ্বাস সুদৃঢ় করার জন্য তাদের মাঝে তাদের মতোই জীবন যাপন করেন। তাদের দেখাশোনা করেন। খোঁজ-খবর নেন। যোগাযোগ রাখেন। তাদের ছেড়ে অন্যত্র বাণীপ্রচারের উদ্দেশে যাওয়ার পরও তাদের খবরাখবর নিতেন ও নানা দিক-নির্দেশনা এবং ধর্মশিক্ষা দিয়ে তাদের উদ্দেশে পত্র লিখতেন।

৪.৫ ধর্মপত্র রচনা

সাধু পল যেসব স্থানে ঐশবাণী প্রচার করেন সেসব স্থানের ভক্তদের উদ্দেশে বেশ কয়েকটি পত্র লিখেন। ঐতিহ্য অনুসারে বলা হয় যে, তিনি সর্বমোট ১৩টি ধর্মপত্র রচনা করেন। এগুলি রচনার প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল খ্রিস্টভক্তদের নানা ব্যাপারে ধর্মশিক্ষা দেয়া, নানা দিক নির্দেশনা দেয়া এবং আদর্শ খ্রিস্টীয় জীবন যাপনের জন্য তাদের উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দান করা। তিনি তাঁর পত্রের মাধ্যমে মাঝে মাঝে কোন কোন মণ্ডলীর ভাই-বোনদের নানা কথাও তুলে ধরেন এবং তাদের প্রয়োজনীয় সংশোধনও দান করেন। এই পত্রগুলির মাধ্যমে তিনি অনেকবার ঈশ্বরের প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করেন, কারো কারো প্রশংসা করেন, কাউকে কাউকে ধন্যবাদ জানান, যিশুখ্রিস্টের গুণকীর্তন করেন, পবিত্র আত্মার নানা গুণের কথা বলেন এবং আদর্শ খ্রিস্টীয় জীবন যাপনের কথা ব্যক্ত করেন। তাঁর রচিত পত্রগুলির নাম ও পত্রগুলি রচনার আনুমানিক সময়কাল হল: ১ ও ২ থেসালোনিকীয়: ৫১ খ্রিস্টাব্দ; ১ করিন্থীয় ৫৬ খ্রিস্টাব্দ; ২ করিন্থীয়: ৫৭ খ্রিস্টাব্দ; রোমীয়: ৫৭/৫৮ খ্রিস্টাব্দ; কলসীয়, ফিলেমন, এফেসীয় ও ফিলিপ্পীয়: ৬১-৬৩ খ্রিস্টাব্দ; ১ তিমথি ও তীত: ৬৪-৬৫ খ্রিস্টাব্দ এবং ২ তিমথী: ৬৬/৬৭ খ্রিস্টাব্দ।

৪.৬ কারাবন্দী পল

বিভিন্ন স্থানে সফলভাবে বাণীপ্রচার ও মণ্ডলী প্রতিষ্ঠার পর সাধু পল দীর্ঘকাল বন্দীত্বকালীন জীবন যাপন করেন। রোমীয় সেনাদলের অধিনায়ক তাঁকে জেরুসালেম নগরে গ্রেপ্তার ও বন্দী করেন। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মহাসভা ও বিচারকের সামনে তাঁর বিচার হয়। সম্ভবত ৫৮ থেকে ৬০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি সিজারিয়ায় বন্দী থাকেন। ৬০-৬১ খ্রিস্টাব্দে বন্দী হিসেবে তাকে রোমে যাত্রা করতে হয়। ৬১-৬৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি রোমে নজরবন্দী থাকেন। মোট কথা হল এই যে, ৫৮ থেকে ৬৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি বন্দীত্বকালীন জীবন অতিবাহিত করেন। এর পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যায় শিষ্যচরিত ২১:২৭-২৮:৩১ পদে। ৬৩-৬৫ খ্রিস্টাব্দে সাধু পল শেষ বারের মতো বাণীপ্রচারের উদ্দেশে যাত্রা করেন। এরপর ৬৬-৬৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি ২য় বার বন্দী হন। এ সময় তাঁকে রোমে আটক রাখা হয়।

৪.৭ ধর্মশহীদ

খ্রিস্টধর্মের বাণীপ্রচার ও খ্রিস্টকে বিশ্বাস করার কারণে সাধু পল তাঁর জীবনে নানা অত্যাচার ও নির্যাতনের মুখোমুখি হন। রোমীয় সৈন্যরা তাঁকে বন্দী করে দুই-দুইবার। পরিশেষে, তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। তিনি যেহেতু রোমীয় নাগরিক ছিলেন তাই তাঁকে সাধু পিতরের মতো ক্রুশে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়নি। সম্ভবত ৬৭ খ্রিস্টাব্দে শিরশ্ছেদ ঘটিয়েই তাঁর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। রোম নগরীর কাছে যেখানে তাঁর শিরশ্ছেদ ঘটে সেখানে পরবর্তীতে নির্মিত হয় এক বিশাল ব্যাসিলিকা যাকে বাংলায় সাধু পলের মহামন্দির বলা হয়।

উপসংহার

মন পরিবর্তনের আগে যে লোক খ্রিস্টের কথা শুনলেই তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠতেন সেই একই ব্যক্তি প্রভুযিশুর প্রেমের স্পর্শ পেয়ে মন পরিবর্তন করেন এবং শয়নে-স্বপনে ও ধ্যানে-জাগরণে সর্বদাই খ্রিস্টের কথা প্রচার করা শুরু করেন। সেই ব্যক্তি হলেন মহান বাণীপ্রচারক সাধু পল। তাঁর একটি বিখ্যাত কথা হল: "হায় রে আমি, মঙ্গলসমাচার যদি না প্রচার করি!" তাঁর এই কথার সাথে বাস্তবেও মিল পাওয়া যায়। তিনি সব প্রতিকূলতা দূর করে বিভিন্ন শহরে, নগরে ও বন্দরে ছুটে বেড়ান এবং মানুষের মাঝে ঈশ্বরের প্রেমের বাণী প্রচার করেন। তাঁর প্রচারে বিভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয় খ্রিস্টমণ্ডলী। দলে দলে মানুষ তাঁর কাছে এসে খ্রিস্টবিশ্বাসে দীক্ষিত হয়। তিনিও তাদের পরম মমতা দিয়ে গ্রহণ ও বরণ করেন। তাদের যত্ন নেন। স্বর্গরাজ্যের পথ দেখান। পরিশেষে, খ্রিস্টনামের জন্য নিজ জীবন উৎসর্গ করেন। খ্রিস্টের জন্য দীক্ষাগুরু যোহনের মতোই রোমীয় শাসনকর্তার আদেশে তাঁর শিরশ্ছেদ করা হয়।

সাধু পল আমাদের সকলের জন্য আদর্শ ও অনুকরণীয় এক মহান বাণীপ্রচারক। তিনি সকল বাণীপ্রচারকদের আদর্শ ও স্বর্গীয় প্রতিপালক। তাই তাঁর মধ্যস্থতায় সকল বাণীপ্রচারকদের জন্য ও আমাদের সবার জন্য ঐশ অনুগ্রহ যাচনা করি: আমরাও যেন প্রতিদিন আমাদের কথা, কাজ ও জীবনাচরণ দিয়ে সকলের কাছে প্রভুযিশুর প্রেমের বাণী প্রচার করি॥

বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলীর কি একজন প্রতিপালক সাধু-সাধ্বী থাকতে/ঘোষিত হতে পারে না?

ফাদার সুশীল লুইস

লেখার প্রসঙ্গ- মণ্ডলীতে অনেক প্রাচীন কাল থেকে মহাদেশের, দেশের, স্থানীয় মণ্ডলীর, প্রতিষ্ঠানের, ধর্মপল্লীর, ব্যক্তির প্রতিপালক সাধু সাধ্বী রাখার প্রচলন আছে। কিন্তু কেন এটা? যেন আমরা তাদের মহৎ আদর্শ অনুকরণ করতে, তাঁদের মধ্যস্থতায় ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে আর তাদের ভাল জীবন দেখে উৎসাহিত হতে পারি। সহজ কথায় তারা আমাদের মত মানুষ হয়েও যদি ভাল এত কিছু করতে পারেন তবে আমাদের পক্ষেও সেরূপ করা সম্ভব আর স্ব স্ব সাধুতার পথে তীর্থযাত্রা করতে পারব। বর্তমান বাস্তবতায় বাংলাদেশে আমরা খুবই কম সংখ্যক খ্রিস্টান, বিভিন্ন কারণে আমরা দুর্বল, ভীত আমরা অনেক বার আমাদের আদর্শ ঠিক রাখতে পারছি না। তাই বার বার আমাদের মহান সাধুদের আদর্শ ধ্যান, মধ্যস্থতা প্রার্থনা, সহায়তা, প্রেরণা প্রভৃতি অনেক প্রয়োজন। আমাদের দেশের ভক্তগণ স্থান কাল ভেদে তাদের পছন্দের বিভিন্ন সাধু বা সাধ্বীর দিকে তাকান আর তাদের মধ্যস্থতায় প্রার্থনা করেন। সেখানে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নির্ধারিত কোন সাধু নেই। কোন সাধু বা সাধ্বীকে যদি মণ্ডলীর পরিচালকবর্গের দ্বারা আনুষ্ঠানিকভাবে এদেশের কাথলিক মণ্ডলীর প্রতিপালক বা প্রতিপালিকা ঘোষণা করা হত তবে প্রার্থনায়, আদর্শ অনুকরণে, অন্তরে সাহসী হতে কত না মঙ্গলের আশা করা যেত! এমন বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতেই আধ্যাত্মিক সম্পদ, চেতনা লাভের প্রত্যাশায় এ লেখার অবতারণা। প্রথমে দেখা যাক সাধু শব্দ ও সাধুতার বিভিন্ন দিক।

সাধু শব্দ ও সাধু হবার বিভিন্ন দিক–সাধু বলতে অভিধানে বিভিন্ন শব্দ আছে: সজ্জন, সদাশয়, সন্ত, ধার্মিক, ধর্মাত্মা, মহাপ্রাণ, মহামতি, পবিত্র জন, সৎ, সুশীল [সু+শীল (স্বভাব) যার], মহৎ, সচ্চরিত্র প্রভৃতি। অন্যদিকে সাধুর স্ত্রীলিঙ্গ হল সাধ্বী। মার্কাস অরিলিয়াস এভাবে সাধুর পরিচয় দেন: "সাধু ব্যক্তির বিশেষত্বটি এই যে, তার বিবেক-বুদ্ধিই তাঁর জীবনের নেতা; তাঁর ভাগ্যে যা কিছু আসে, তাতেই তিনি সন্তুষ্ট; বহির্বিষয়ের কোলাহলে অবিচল থেকে, তিনি তাঁর অর্ন্তদেবতাকে পরিশুদ্ধ রাখেন, শান্ত রাখেন এবং তাঁর আদেশবাণী দেববাণীর ন্যায় পালন করেন। বাক্যে তিনি সত্যপরায়ণ কার্যে তিনি ন্যায়পরায়ণ হয়েন।" প্রয়াত ফাদার সিলভানো গারোল্লো সম্পাদিত খ্রিস্টধর্মীয় শব্দার্থ বইয়ের ৪৯৩ নং শিরোনামে এ বিষয়ে এভাবে লিখা হয়: "ব্যাপক অর্থে খ্রিস্টীয় পবিত্রতার জন্য খ্যাত যে কোন ব্যক্তি। সীমিত অর্থে এমন একজন ব্যক্তি যিনি তাঁর জীবনকালে উল্লেখযোগ্যভাবে খ্রিস্টীয় গুণাবলীর অধিকারী হয়েছেন এবং যাঁকে স্বর্গীয় বলে মণ্ডলী আনুষ্ঠানিকভাবে সম্মান দিয়ে থাকেন এবং যার মাধ্যমে ঈশ্বর আশ্চর্য কাজ ঘটিয়ে থাকেন।" একজন পরলোকগত যিশুভক্ত যিনি স্বর্গে ঈশ্বরের কাছে থাকেন এবং জগত ও মণ্ডলীর ভক্তদের সামনে ভালবাসা, বিশ্বাস ও পবিত্রতার উজ্জ্বল আদর্শ রেখেছেন তাঁকে পোপ মহোদয় বিশেষ প্রক্রিয়ায় আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিয়ে সাধু শ্রেণীভুক্ত করেন। তারা যে সৎ, ঈশ্বরের কৃপার প্রতি বিশ্বস্ত তা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন। তারা পিতার ইচ্ছা পালনের মধ্যদিয়ে পারস্পরিক সেবায় পবিত্র জীবন যাপন করেন। তারা খ্রিস্টান জীবনের পূর্ণতা ও প্রেমের পবিত্রতা লাভ করতেই ডাক পেয়েছেন। সাধু পোপ ২য় জন পলের প্রৈরিতিক প্রেরণাপত্র অনুসরণ ক'রে কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষার ৮২৮ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়: "খ্রিস্টমণ্ডলীর ইতিহাসের সবচাইতে কঠিন মুহূর্তগুলিতেও সাধু-সাধ্বীগণ সর্বদাই নবীকরণের উৎস ও সূচনা হয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে, পবিত্রতা হচ্ছে তার প্রৈরিতিক কার্যক্রম ও মিশনকর্মমুখী উদ্যমের প্রচ্ছন্ন উৎস ও অভ্রান্ত মানদণ্ড।" মণ্ডলীতে যুগে যুগে বিভিন্ন পর্যায়ের অনেক সাধুসাধ্বী রয়েছেন। খ্রিস্টমণ্ডলীর ঐতিহ্য অনুসারে স্থান-কাল ভেদে তাঁদের প্রতি ভক্তদের অনেক ভক্তি-ভালবাসা রয়েছে, তাঁদের মাধ্যমে তারা ঈশ্বরের কাছে বিভিন্ন অনুনয় করেন। জানা যায় কোন সাধু-সাধ্বীর প্রতি অখ্রিস্টানদেরও ভক্তি-শ্রদ্ধা রয়েছে; যেমন পাদুয়ার সাধু আন্তনী, আসিসির সাধু ফ্রান্সিসের প্রতি। কাথলিক মণ্ডলী ১ নভেম্বর তাঁর দ্বারা ঘোষিত এবং অঘোষিত সাধুদের স্মরণে সমুদয় সাধু-সাধ্বীর এক মহাপর্ব আবশ্যিকভাবে পালন ক'রে থাকেন। এখন দেখা যাক প্রতিপালক সাধু/ সাধ্বী রাখার বা থাকার কিছু উদ্দেশ্য।

প্রতিপালক-প্রতিপালিকা সাধু-সাধ্বী থাকা বা রাখার কিছু উদ্দেশ্য – সাধু-সাধ্বীরা হলেন যিশুখ্রিস্টের বন্ধু, তাঁর সহ-উত্তরাধিকারী, আমাদের সহায়তাকারী ভাইবোন ও উপকারী বন্ধু। স্থান-কাল-পাত্র ভেদে তাদের মধ্যস্থতা প্রত্যাশা, পর্বপালনের ধরন বিভিন্ন হতে পারে তাদের জীবন, গুরুত্ব ও অবদান অনুসারে। নানাভাবে তাঁদের স্মরণ ও সম্মান করা এবং নম্রভাবে তাদের অনুনয় যাচ্না করা আমাদের জন্য অনেক কল্যাণকর। কোন সাধুর পর্বে শুধু মাত্র কোন ব্যক্তি বা ঘটনাকে স্মৃতিচারণ করাই আসল উদ্দেশ্য নয় বরং এই নাম স্মরণে পর্ব পালন আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনে ভক্তিভাব বৃদ্ধিতে সক্রিয় হতে সাহায্য করে। প্রতিপালক সাধু রাখা ও তাদের পর্ব পালনের মূল উদ্দেশ্য হল ভক্তমণ্ডলী যেন সেই বিশেষ দিনে সেই সাধু বা সাধ্বীর প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করেন এবং তাদের গুণাবলী সর্বদা নিজেদের জীবনে অনুসরণ করতে অনুপ্রাণীত হন। সাধুগণ আমাদেরই মত পৃথিবীর মানুষ ছিলেন, তাঁদের কাছ থেকে আমরা সাধুতার আদর্শ গ্রহণ করি, ধর্মপথে চলার অনুপ্রেরণা লাভ করি। কোন সাধু রাখা ও তার পর্ব পালনের কিছু কারণ হতে পারে:

১- তাঁদের কাছে আমরা সাধুতা শিখি: আমরা যেন আমাদের জীবনপথের বাস্তবতায় সাধুদের আদর্শরূপে রাখতে পারি, তাঁদের অনুসরণ ও অনুকরণ করতে পারি। মারীয়ার নাম স্মরণ, নাম উচ্চারণ ও তাঁর পর্ব উদ্‌যাপনের মাধ্যমে মণ্ডলী বিশেষ ভালবাসা সহকারে ঈশ্বরজননী ধন্যা মারীয়াকে সম্মান ক'রে তাঁর মধ্যে সন্ধান পান পবিত্রতার আদর্শ ও উৎস। কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষার ২০৩০ নং অনুচ্ছেদ অনুসারে জানি: "খ্রিস্টীয় ভক্তসমষ্টিতে খ্রিস্টভক্তগণ পুণ্যময়ী কুমারী মারীয়া ও সকল সাধুসাধ্বীর কাছ থেকে সাধুতার দৃষ্টান্ত শিখে নেন।"

২- তাঁদের কাছে আমরা প্রার্থনা করতে শিখি: তাঁরা আমাদের ও সারা জগতের জন্য ঈশ্বরের কাছে বরাবর প্রার্থনা করেন। তাদের অবিরাম ও প্রাণবন্ত প্রার্থনার ঐতিহ্য আমাদের জীবন পথে ভরসাপূর্ণ প্রার্থনা করতে শিখায়। কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষার ২৬৮৩-৮৪ নং অনুচ্ছেদ বলে: তাঁদের প্রার্থনা আমাদের প্রার্থনার দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়ায়। জগতের জন্য তাঁদের মঙ্গল প্রার্থনা হল ঈশ্বরের পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য মহান উচ্ছ্বসিত সেবা। খ্রিস্টমণ্ডলীর ইতিহাস-ক্রমে অনেক সাধুসাধ্বী বিচিত্র 'অধ্যাত্ম-মার্গ' নির্দিষ্ট করেছেন: আমরা তাদের কাছে শিখে নিতে পারি কেমন ক'রে প্রার্থনার চর্চা করা হয়, কেমন ক'রে আমাদের সারা জীবন প্রার্থনার সৌরভে আমোদিত হতে পারে। পর্বদিনে বা কোন বিশেষ সময়ে, স্থানে, অবস্থায় পছন্দমত কোন সাধুসাধ্বীর মধ্যস্থতায় অনেকবার প্রার্থনা করা হয়। আমরা সাধুদের বার বার এ অনুরোধ করতে শিখি: আমাদের জন্য ও সমগ্র জগতের জন্য প্রার্থনা কর। আর এভাবেই উপস্থিত ভক্তসাধারণ ঈশ্বরের বিশেষ কৃপা ও আশীর্বাদ লাভ করতে পারেন।

৩- ঈশ্বরই আমাদের জীবনের প্রভু: মণ্ডলীর শিক্ষা ও প্রেরণায় ভরসা রেখে ভক্তগণ দেহ-মনে-প্রাণে খ্রিস্ট ও সাধুগণের সাথে স্বর্গীয় উপাসনায়/আরাধনায় যোগ দিয়ে ঈশ্বরের পবিত্রতার মাহাত্ম্য কীর্তন করতে করতে জীবন পথে এগিয়ে চলতে চান। আমরা যখন এ পৃথিবীতে উপাসনা করি বিশেষভাবে খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করি তখন আমরা আরও ঘনিষ্ঠভাবে স্বর্গের উপাসনার সঙ্গে মিলিত হই; কুমারী মারীয়া ও সাধুসাধ্বীদের স্মরণ করি তাদের প্রতি ভক্তি-ভালবাসা, সম্মান প্রকাশ করি। আর সেভাবে নিজেদের তাঁর কাছে নিবেদন করি ও তাঁর প্রশংশা করি।

৪- তাঁদের কাছ থেকে আমরা উৎসাহ ও সাহস পাই: নিজেদের কঠিন সময়ে তাঁদের কাছ থেকে আমরা অনুপ্রেরণা লাভ করি। ২য় ভাটিকান মহাসভার পুণ্য উপাসনা বিষয়ক সংবিধানের ১০৪ নং অনুচ্ছেদে সাধুসাধ্বীদের বিষয়ে বলা হয় : "নানাবিধ ঐশ প্রসাদের গুণে সম্পূর্ণ পবিত্রতায় উন্নীত হয়ে এবং চিরন্তন মুক্তির অধিকারী হয়ে তাঁরা স্বর্গলোকে ঈশ্বরের পরম স্তুতিগান করেন এবং আমাদের জন্য প্রার্থনা নিবেদন করেন। তাঁদের বার্ষিক পর্বগুলি উদ্‌যাপন করার মাধ্যমে মণ্ডলী নিস্তার রহস্যের অবদান ঘোষণা করে সকল সাধু-সাধ্বীর মধ্যে, যাঁরা কষ্টভোগ করেছেন এবং খ্রিস্টের সঙ্গে মহিমান্বিত হয়েছেন। মণ্ডলী ভক্তদের নিকট উদাহরণরূপে তুলে ধরে সাধুসাধ্বীদের, যাঁরা সব মানুষকে খ্রিস্টের মাধ্যমে পিতার নিকট টেনে আনেন এবং তাঁদের গুণাবলীর মাধ্যমে মণ্ডলী ঈশ্বরের অনুগ্রহ যাচ্না করে থাকে।" ভালবাসার শক্তিতে অনুপ্রাণিত ও পরিচালিত হয়ে সাধু ধর্মশহীদগণ মৃত্যুবরণ করতে কুণ্ঠাবোধ করেননি। খ্রিস্টমণ্ডলীর ইতিহাসের কঠিনতম সময়েও তারা সর্বদাই নবীকরণের পথ দেখিয়েছেন। কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষার ৮২৮ নং অনুচ্ছেদ বলে: "কোন কোন খ্রিস্টবিশ্বাসীকে সিদ্ধশ্রেণীভুক্ত করণের মাধ্যমে, অর্থাৎ তারা যে বীরোচিত সদ্‌গুণের জীবন-যাপন করছেন ও ঈশ্বরের কৃপার প্রতি বিশ্বস্ত থেকে সারা জীবন কাটিয়েছেন, সেকথা ঐকান্তিকতার সঙ্গে ঘোষণাপূর্বক মণ্ডলী তার মধ্যকার পবিত্রকারী আত্মার ক্ষমতাকে স্বীকৃতি দান করে এবং সাধু সাধ্বীদেরকে জীবনের আদর্শ ও অনুনয়কারী হিসেবে তুলে ধরে, বিশ্বাসীদের প্রত্যাশাকে সঞ্জীবিত করে তোলে।"

৫- কোন সাধু বা সাধ্বীর স্মরণে, তাদের পর্ব পালনে আমরা নিজেদের মধ্যে **সম্পর্ক ও একতার বন্ধন উপলব্ধি করি।** তাদের জীবন, আদর্শ, বিজয় ঘিরে আমরা আনন্দ করি, ভালবাসায় সাহসী হই। সাথে সাথে নিজেদের মধ্যে ধর্মীয় অনুভূতি ও গভীরতা বাড়ে। স্বর্গীয় সাধুদের স্মৃতিচারণ করার উদ্দেশ্য শুধু তাদের সম্মান দেখানোই নয় বরং নিজেদের মধ্যে ভ্রাতৃ প্রেম বৃদ্ধি ক'রে সবার মধ্যে একতা শক্তিশালী ক'রে তোলা। এই মিলন বন্ধন আমাদের যিশুর কাছে নিয়ে যেতে পারবে আর একইভাবে সাধুদের সাথে আমাদের সংযোগ মণ্ডলীর মস্তক যিশুর সাথে আমাদের যুক্ত করবে। ১ নভেম্বর নিখিল সাধুসাধ্বীর পর্বদিবসের ধন্যবাদিকা স্তুতির এক অংশে আমাদের জীবনে সন্তদের আনন্দ ও আদর্শের ভূমিকা বিষয়ে আছে: "স্বর্গমহিমায় বিভূষিত আমাদের সেই ভ্রাতা-ভগিনীদের সর্বজয়ী আনন্দ আমাদের চলার পথের পাথেয়; তাঁদের অপূর্ব আদর্শ আমাদের উৎসাহ- উদ্দীপনার উৎস।"

বাংলাদেশে কেন প্রতিপালক সাধু-সাধ্বীর ঘোষণা প্রয়োজন?

এদেশে আমরা খ্রিস্টানগণ সংখ্যায় খুবই কম, আমাদের চলার পথে আছে অনেক সমস্যা, দুর্বলতা, চ্যালেঞ্জ, ভয় ইত্যাদি। আমরা সন্তদের সঙ্গে, তাঁদের অনুসরণে, আদর্শে, প্রার্থনায় অবশ্যই এসব জয় ক'রে ভবনদী অতিক্রম করতে পারব। অনেকবার আমাদের জীবন কঠিন ও ঝুঁকিপূর্ণ হলেও তাদের জীবন ও আদর্শ আমাদের স্বর্গসুখের পথ দেখায়, সাহস যোগায়। একজন বিশ্বাসী মানুষ একদিন কথা প্রসঙ্গে বলছিলেন: সাধুগণ হলেন আমাদের অনুপ্রেরণা ও অদৃশ্য শক্তি, তারা আমাদের ভরসা। সত্যিই সাধুগণ নানাভাবে আমাদের অনেক সাহায্য করতে পারেন যেন আমরা এদেশে ভাল খ্রিস্টান হতে পারি।

পৃথিবীর অনেক দেশের মত (যেমন ফ্রান্স-স্বর্গোন্নীতা মারীয়া প্রধান সাধ্বী, সহ প্রতিপালক সাধু বা সাধ্বী আছেন সাধু ডেনিস, টুরের সাধু মার্টিন, জন দ্যার্ক, ক্ষুদ্রপুষ্প সাধ্বী তেরেজা প্রমুখ) আমাদের দেশের মণ্ডলীতেও একজন বা একাধিক প্রতিপালক সাধু থাকা প্রয়োজন বলে মনে হয় যেন আমরা তাঁর/তাঁদের মাধ্যমে মণ্ডলী ও দেশের জন্য সর্বদা প্রার্থনা করতে পারি, তাঁর বা তাঁদের আদর্শ অনুকরণ করতে চেষ্টা করতে পারি, তাঁকে/তাঁদের আমাদের চলার পথে সামনে রাখতে পারি আর সেভাবে আমরা অনুপ্রেরণা, চেতনা, উৎসাহ, উদ্দীপনা লাভ করতে পারি, আমাদের জীবনকে আরো সুন্দর ও যিশুর আদর্শে গড়ে তুলতে পারি। হতে পারে এ বিষয়ে আরো চিন্তা, আলোচনা ও পরিকল্পনা করা মঙ্গলজনক হতে পারে। কোন সাধু থাকলে সব সময় তাঁকে স্মরণ করা যাবে, তাঁকে ডাকা যাবে, তার স্মরণ দিবসে বা তার উপলক্ষে ঘটা করে পর্ব করা যাবে। আর আমরা জানি, উৎসব হলে মানুষের মনে সেই সাধুর বিষয়ে আকর্ষণ থাকবে আর থাকবে তাদের জীবনে সেই সাধুর আদর্শ অনুসরণসহ নানা প্রভাব। এটি অমাদের ধর্মীয় জীবনে এক বাস্তব ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হতে পারে।

তাদের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে আমরা তাদের মত পবিত্রতার পথে চলতে নতুনভাবে উদ্দীপিত হতে পারব। তাদের পথ অনুসরণ ক'রে আমরা আমাদের অবস্থা ও আহ্বান অনুযায়ী চ'লে খ্রিস্টের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত হতে পারব। এসব ধার্মিক ব্যক্তি আমাদেরই মত পৃথিবীর মানুষ ছিলেন তারা নিজেরা মঙ্গলবাণী নিজেদের জীবনে গ্রহণ, বহন, প্রকাশ ও পূর্ণ করেছেন। তারা ঈশ্বরের রাজ্য, উপস্থিতি ও পরিচয়ের চিহ্ন হয়েছেন। তারা মানুষ হিসাবে আমাদের সামনে পবিত্রতার পথ প্রদর্শক, ভ্রাতৃপ্রেমের অনুপ্রেরণাদাতা। মণ্ডলী আমাদের আহ্বান করেন আমরা যেন ভক্তিযুক্তভাবে সর্বদা তাঁদের অনুসরণ ক'রে সাধু-সাধ্বী হতে পারি, তার বাণী

প্রচার করতে পারি। দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার দলিলের খ্রিষ্ট-মণ্ডলী বিষয়ক সংবিধানের ৫০ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়: "মণ্ডলী সর্বদা বিশ্বাস করে আসছে যে, প্রেরিতদূতগণ এবং নিজের রক্ত দিয়ে যারা তাদের বিশ্বাস ও প্রেমের মহান সাক্ষ্য দিয়েছেন, সেই ধর্মশহীদেরা আজও খ্রিস্টেতে আমাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত। ধন্যা কুমারী মারীয়া এবং পবিত্র দূতগণের সাথে মণ্ডলী তাদেরকে বিশেষ প্রেমপূর্ণ সম্মান দিয়ে আসছে এবং তাদের প্রার্থনার সাহায্য ভক্তিভরে যাচ্না করছে। অনতিবিলম্বে আরও যুক্ত হয়েছেন সেই সমস্ত মানুষ, যারা খ্রিস্টের দরিদ্র ও ব্রহ্মচর্য জীবন অনুকরণ করতে ব্রতী হয়েছিলেন এবং সেই সমস্ত ভক্ত যারা খ্রিস্টীয় গুণাবলী এবং ঐশ অনুগ্রহ অনুশীলনে বিশেষ আদর্শ রেখে গেছেন। মণ্ডলী বিশ্বাসীবর্গকে উৎসাহিত করছে যেন তারা সেই সাধু ব্যক্তিদের অনুকরণ করেন এবং তাদের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করেন।" দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার দলিলের মণ্ডলী বিষয়ক সংবিধানের ৫০ নং অনুচ্ছেদে সাধুদের মাধ্যমে প্রার্থনার সুন্দর প্রভাব বিষয়ে বলা হয়: "সাধুসাধ্বীদেরকে ভক্তি করা এবং তাঁদের জন্যে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দে'য়া আমাদের কর্তব্য, নম্রভাবে তাঁদের নিকট প্রর্থনা করা, তাঁদের প্রার্থনায় সাহায্য যাচ্না করা, ঈশ্বরের কাছ থেকে তাঁর পুত্র এবং আমাদের মুক্তিদাতা প্রভু যিশুর মাধ্যমে আমাদের মঙ্গলজনক সকল প্রয়োজন তুলে ধরতে তাঁদের সহায়তা যাচ্না করা আমাদের জন্য হিতকর। স্বর্গবাসীদের নিকট অর্পিত আমাদের সকল অকপট ভক্তি সমুদয় "সাধুর মুকুট" সেই খ্রিস্টের দিকেই আমাদের নিয়ে যায় এবং তাঁরই মাধ্যমে তা উপনীত হয় ঈশ্বর সমীপে, যিনি তাদের মধ্যে বিরাজমান এবং মহিমান্বিত।" সাধুগণের নাম ও জীবন আমাদের অন্তরে থাকলে সেসব আমাদের সুন্দর জীবন ও পবিত্রতার পথে চালাতে পারে। তাঁরা আমাদের সামনে ভালবাসার মূর্ত প্রতীক হতে পারেন। আমরা প্রতি মুহূর্তে তাঁদের মধ্যস্থতার নিশ্চয়তা লাভ করতে পারি। প্রতিপালকের নামগুলি নানাভাবে আমাদের খ্রিস্টান গুণ ও মূল্যবোধসমূহ প্রকাশ করতে সাহায্য করে ও ভবিষ্যতে করতে পারবে।

সাধুদের অনুসরণে পথ চলতে গুরু যিশু তার শত আশীর্বাদে আমাদের ধন্য করেন, পুণ্য করেন, জীবন দেন। বাংলাদেশে আমাদের সবল থাকতে খ্রিস্টবিশ্বাসীদের একতা ও সুসম্পর্ক খুবই প্রয়োজন। আর পরস্পরের মিলনের এ পথ ও আদর্শ দেখাতে পারেন আমাদের সম্মানিত সাধুবর্গ।

কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা ২৬৮৩ বলে: "সাধু-সাধ্বীগণ তাঁরা তাদের জীবনাদর্শ দ্বারা, তাদের রচনা-সম্ভার দ্বারা এবং বর্তমানে তাদের মিনতি দ্বারা প্রার্থনার প্রাণবন্ত ঐতিহ্যে অংশগ্রহণ করেন।.. তাদের মধ্যস্থতাসূচক প্রার্থনা হল ঈশ্বরের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য মহান উচ্ছ্বসিত সেবা। তাদেরকে আমাদের জন্য ও সমগ্র জগতের জন্য অনুনয় করতে বলতে পারি, আর তা আমাদের করাই উচিৎ।"

সাধু-সাধ্বীগণ স্বর্গে থেকে আমাদের জন্য সাহায্যকারী ও মঙ্গলজনক অনেক মধ্যস্থতা করেন। আর বাংলাদেশের জন্য বিভিন্ন পরিস্থিতিতে এটা খুবই দরকারী ও কার্যকরী। ২য় ভাটিকান মহাসভার খ্রিষ্টমণ্ডলী বিষয়ক সংবিধানের ৪৯ অনুচ্ছেদের কথা নিয়ে কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা ৯৫৬ বলে: "যারা স্বর্গে বাস করেন, তারা খ্রিস্টের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত হ'তে পেরেছেন বলে সমগ্র খ্রিষ্টমণ্ডলীকে পবিত্রতায় দৃঢ় থাকতে সাহায্য করেন... তারা আমাদের জন্য স্বর্গস্থ পিতার কাছে অনুনয় করতে ক্ষান্ত হননা। এই যে অনুগ্রহ তারা পৃথিবীতে থাকতে ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে একমাত্র মধ্যস্থতাকারী যিশুখ্রিস্টের মাধ্যমে লাভ করেছেন, তা তারা অন্যদের জন্য কামনা করেন। তাদের এই ভ্রাতৃসুলভ সাহায্যের দ্বারা আমাদের দুর্বলতা বহুল পরিমাণে লাঘব হয়ে থাকে।"

সাধু ডমিনিক মৃত্যুকালে তাঁর অনুসারীদের কাছে লিখেছিলেন: তোমরা কেঁদো না, কারণ আমি মৃত্যুর পরই তোমাদের কাছে আরো বেশী সাহায্যকারী হব এবং মৃত্যুর পরই তোমাদের জন্য আমার সাহায্য বর্তমান সময়ের চেয়ে আরো বেশী ফলপ্রসূ হবে।" একইভাবে ক্ষুদ্র পুষ্প সাধ্বী তেরেজা তাঁর জীবনের শেষের দিকে লিখেছিলেন: আমি পৃথিবীতে ভাল কাজ ক'রে স্বর্গের সময় কাটাতে চাই।" ভক্তগণ স্বর্গ ও পৃথিবীর মণ্ডলী থেকে অনেক কিছু গ্রহণ করেন ও সে অনুসারে দয়ায়, বাণীতে জীবন যাপন করেন। কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা ২০৩০ অনুচ্ছেদে পাই: খ্রিষ্টমণ্ডলীর কাছ থেকে সে শিখে পবিত্রতার দৃষ্টান্ত এবং সর্বময় পবিত্রা কুমারী মারীয়ার মধ্যে সন্ধান পায় সেই পবিত্রতার আদর্শ ও উৎস; যারা পবিত্রতার আদর্শে জীবনযাপন করে তাদের মধ্যে সে দেখতে পায় পবিত্রতার খাঁটি সাক্ষ্যদান; সে পবিত্রতা আবিষ্কার করে আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যে এবং সাধু সাধ্বীদের দীর্ঘ ইতিহাসের মধ্যে, যারা ছিলেন তার অগ্রগামী এবং যাদেরকে উপাসনা-অনুষ্ঠান স্মরণ করে সাধু সাধ্বীদের সুবিন্যস্ত পর্বচক্রে।" তাদের সাহস আমাদের সাহস দিতে পারবে, তাদের বিশ্বাস আমাদের বিশ্বাস শিখাতে পারবে।

তাই এবিষয়ে সবার চিন্তা, তৎপরতা, আলোচনা প্রভৃতি দরকার। প্রভু যদি আমাদের দেশের জন্য কোন প্রতিপালক সাধু বা সাধ্বী চান তবে তিনি আমাদের সে পথে পরিচালনা করুন, তার জ্ঞান বুদ্ধি দান করুন। সকলে মিলে সিদ্ধান্ত নিয়ে সবার মধ্যে তা প্রচলন করলে সেভাবে সবাইকে অভ্যস্ত করলে সকলে প্রতিপালকের মাধ্যমে অনেকবার প্রার্থনা করতে পারতেন। এটি সবার জন্য এক ভাল বিষয় হতো। কারণ দেশে আমরা বিচ্ছিন্নভাবে বাস করি, আমাদের আছে নানা সীমাবদ্ধতা এবং সেখানে আসে নানা ধরনের জটিলতা, বিশ্বাস করি সেসব ক্ষেত্রে আমাদের একতা আসবে এবং প্রার্থনায় আমরা শক্তিশালী থাকব। যেমন ভারতের প্রতিপালিকা সাধ্বী হলেন স্বর্গোন্নীতা মারীয়া সেভাবে আমাদের দেশে কোন একজনকে ঘোষণা করা, আরো ব্যাপকভাবে প্রচলন করা, বলা দরকার। আর সেজন্য আমার মনে হয় প্রথমে একজন রাখা বা থাকা দরকার এবং প্রয়োজনে এক বা একাধিক সহ-প্রতিপালক বা সহ-প্রতিপালিকা (যেমন ইউরোপের বিভিন্ন দেশে আছে) থাকতে পারে। এটা করা যেতে পারে বিভিন্ন পর্যায়ে আলোচনা, পর্যালোচনা, বিবেচনা, বিশ্লেষণ প্রভৃতির মাধ্যমে। আর ভক্তগণ সেভাবে তাদের প্রতি ভক্তি প্রকাশ করতে পারবেন। অবশ্য সে ক্ষেত্রে প্রথমে ভালভাবে বিভিন্ন পরিসরে ঘোষণা দিতে হবে, ভক্তমণ্ডলীকে জানাতে হবে। পরে ভক্তি শ্রদ্ধা প্রকাশের জন্য কিছু নির্দেশনা, সঠিক পরামর্শ ও সহায়তা দিতে হবে; আমাদের দেশের অনেক ভক্ত সেসব ভালভাবে জানেন না। আমাদের দেশের মানুষ লৌকিকভাবে সাধুদের প্রতি অনেক ভক্তি দেখান এবং তাদের অনেকের প্রতি মানুষের টান, ভালবাসা অনেক বেশী। বার বার তাদের নাম ডাকা, তাদের পর্ব ও স্মরণ দিবস পালন করা, নভেনা করা, তাদের মূর্তি রাখা ও স্পর্শ করা, তাদের বিষয়ে পাঠ, সভা সম্মেলন, নির্জন ধ্যান, উপদেশ, আলোচনা, লেখালেখি, ছবি প্রদর্শন প্রভৃতি মানুষদের অনেক সহায়তা করতে পারবে। ভবিষ্যতে দেশের কাথলিক মণ্ডলীর জন্য কোন সাধু বা সাধ্বী ঘোষণা বিষয়ে কিছু কথা লিখতে চেষ্টা করছি। **(চলবে)**

পরলোকে - স্বর্গধামে প্রয়াত যোসেফ ডি'কস্তা

জন্ম : ১০ ডিসেম্বর ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দ, মৃত্যু : ২৭ ডিসেম্বর ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

প্রয়াত যোসেফ ডি'কস্তা (কানাডার স্থায়ী বাসিন্দা) মাউছাইদ মিশনের হারবাইদ গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তিনি গত ২০১৮ খ্রিস্টাব্দের ২৬ ডিসেম্বর রাত ১:১০ মিনিটে (২৭ ডিসেম্বর) কানাডার টরেন্টো-র "স্কারবোরো গ্রেস" হাসপাতালে বার্ধক্যজনিত কারণে ৮৮ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

তিনি যৌবনে ১৯ বছর চট্টগ্রামের কাপ্তাই-এ পানি উন্নয়ন বোর্ডে সরকারী চাকরী করেন ও পরবর্তীতে ১৯ বছর মধ্যপ্রাচ্যের বাহরাইনে বড় কোম্পানিতে চাকুরী করেন। তিনি একজন দক্ষ হেভী ক্রেন অপারেটর ছিলেন। দীর্ঘ ৩৮ বছর চাকুরী জীবন শেষে ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে তিনি অবসর নেন। তিনি ৩ পুত্র ও ৩ কন্যা সন্তানের জনক। সব ছেলে-মেয়েদের সঠিকভাবে লেখাপড়া ও বিয়েশাদী দেওয়ার পর, সব দায়িত্ব পালন শেষে ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে স্ত্রীক কানাডায় বড় ছেলের পরিবারের সাথে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন।

অত্যন্ত মৃদুভাষী, সদালাপী, দয়ালু, সৎ মানুষ হিসাবে তিনি পরিচিত ছিলেন। তিনি এক বর্ণাঢ্যময় জীবনের অধিকারী ছিলেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তিনি ভ্রমণ করেছেন। গত ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে তার মেঝো পুত্র ড. ফাদার লিন্টু ডি'কস্তার Phd-র পাবলিক ডিফেন্স অনুষ্ঠানে স্ত্রীক রোম যান। সে সময় তিনি পাদুয়ার সাধু আন্তনীর তীর্থস্থানে যান। তাছাড়া রোম, ভতিকান, ভেনিস, ফ্লোরেন্স ও বলোনিয়া ইত্যাদি এলাকা পরিদর্শন করেন। প্রার্থনায় তার ছিল অগাধ বিশ্বাস।

মৃত্যুকালে তিনি রেখে যান ২ ভাই, ২ বোন, বিধবা স্ত্রী, ৩ পুত্র, ৩ কন্যা, ১১ জন নাতি-নাতনী ও ১ নাতবৌ। দেশ-বিদেশে তার রয়েছে অসংখ্য গুণমুগ্ধ আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধব। তিনি প্রয়াত ফাদার ইগ্নাসিয়াস কমল ডি'কস্তার বড় ভাই ও বর্তমান শুলপুর ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার লিন্টু ডি'কস্তার বাবা। ঈশ্বর তাকে ঐশজীবন দান করুন।

তার মৃত্যু পরবর্তী সময়ে যারা যেভাবে দেশ-বিদেশে আমাদের সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রত্যেকের প্রতি রইল কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ। তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার কাজে যারা সহযোগিতা করেছেন বিশেষতঃ ফাদার, ব্রাদার, সিস্টার ও গ্রামবাসী সবাইকে জানাই ধন্যবাদ।

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে ও কৃতজ্ঞতায় —
স্ত্রী : আগ্নেশ ডি'কস্তা

বড় ছেলে : লিও ডি'কস্তা ও পরিবার (কানাডা প্রবাসী)
বড় মেয়ে : লিলি ডি'কস্তা ও পরিবার (কানাডা প্রবাসী)
মেঝো মেয়ে : লিপি ডি'কস্তা ও পরিবার (লক্ষীবাজার)
মেঝো ছেলে : ফাদার লিন্টু ডি'কস্তা (শুলপুর ধর্মপল্লী)
ছোট মেয়ে : লাকী ডি'কস্তা ও পরিবার (মনিপুরীপাড়া)
ছোট ছেলে : লিটন ডি'কস্তা ও পরিবার (লন্ডন প্রবাসী)

প্রয়াত ফাদার ইগ্নেসিয়াস কমল ডি'কস্তা

জন্ম : ৯ সেপ্টেম্বর ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২০ জানুয়ারি ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ

বছর ঘুরে আবার ফিরে এলো সেই ২০ জানুয়ারি যেদিন তুমি সবাইকে ফাঁকি দিয়ে কাঁদিয়ে না ফেরার দেশে চলে গেলে। বিগত বছরগুলোতে প্রতিটি মুহূর্তে তোমার কথা অনুভব করেছি। স্বর্গ থেকে আমাদের ও সবার জন্য আশীর্বাদ কর যেন একদিন আমরা ঈশ্বরের পথে থেকে প্রভুর রাজ্যে তোমার সাথে মিলিত হতে পারি। ঈশ্বর তোমাকে চিরশান্তি দান করুন।

ফাদার লিন্টু এফ কস্তা
ও পরিবারবর্গ

বিজ্ঞ/২৭/২২

কারিগরি শিক্ষার বিভিন্ন দিক

(১২ পৃষ্ঠার পর)

(PKSF)। এছাড়া অতি সম্প্রতি Winrock International এর আশ্বাস প্রকল্পের সাথে Skills ট্রেনিং বাস্তবায়নের জন্য মট্স সমঝোতা স্বাক্ষর করে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করছে।

কর্মসংস্থান কার্যক্রম: মট্স হতে পাশকৃতদের কর্মসংস্থান/আত্মকর্মসংস্থানে সহায়তা করার জন্য একটি জব প্লেসমেন্ট সেল রয়েছে। ঢাকাসহ সারাদেশের স্বনামধন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/ কোম্পানীর সাথে এই সেলের যোগাযোগ রয়েছে। প্রতিনিয়ত কোম্পানীসমূহ তাদের কর্মী চাহিদা মট্সকে জানায় এবং মট্স প্রশিক্ষণ সম্পন্নকারীদের চাকুরীর বিষয়ে তথ্য সরবরাহ করে তাদের চাকুরী সংস্থানে সহায়তা করে।

বর্তমানে কারিতাস টেকনিক্যাল স্কুল প্রকল্পের মাধ্যমে যে সকল প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালিত হচ্ছে-

কারিতাস টেকনিক্যাল স্কুল প্রকল্পের কথা উঠলেই যে মানুষটির কথা হৃদয়পটে ভেসে উঠে তিনি হলেন প্রয়াত ব্রাদার ডোনাল্ড বেকার, সিএসসি। প্রয়াত ব্রাদার দেশের আনাচে-কানাচে ঘুরে বেরিয়েছেন এবং নিজের চোখে দরিদ্র মানুষদের কষ্ট ও দুর্দশা দেখেছেন। এই কষ্ট ও অশান্তি হতে মানুষ যেন নিষ্কৃতি পেতে পারে, যুবকরা যেন সমাজে বোঝা না হয়ে সম্পদ হতে পারে সে জন্য তিনি কারিগরি শিক্ষার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। ব্রাদারের প্রতিষ্ঠিত সেই কারিগরি বিদ্যালয় আজ কারিতাস টেকনিক্যাল স্কুল হিসেবে সারাদেশে সেবা দিয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে কারিতাস টেকনিক্যাল স্কুল কারিগরি শিক্ষা বিষয়ক যে সকল প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে:

১. আঞ্চলিক টেকনিক্যাল স্কুল: স্থায়ী ক্যাম্পাসে ছয়মাস/ এক বছর ও দুই বছর মেয়াদী প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

২. মোবাইল টেকনিক্যাল স্কুল: এলাকার চাহিদা অনুযায়ী ছয় মাস/ তিন মাস মেয়াদী প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

উল্লেখিত প্রকল্পে প্রশিক্ষণার্থীদের ভর্তির যোগ্যতা: শিক্ষাগত যোগ্যতা: ৫ম শ্রেণি হতে ১০ম শ্রেণী, বয়সসীমা: পুরুষ: ১৬ হতে ২২ বছর, মহিলা: ১৬ হতে ৩৫ বছর। এছাড়া দরিদ্র ও আদিবাসীদের অগ্রাধিকার দেয়া হয়। এখানে বিভিন্ন ধরণের ট্রেডে প্রশিক্ষণ দেয়া হয় যেমন অটো মেকানিক, ইলেকট্রিক্যাল এন্ড মটর রি-ওয়্যান্ডিং, ওয়েল্ডিং এন্ড স্টীল ফেব্রিকেশন, ইলেকট্রনিক্স এন্ড মোবাইল ফোন সার্ভিসিং, টেইলারিং এন্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল সুইং, বিউটিফিকেশন, ইত্যাদি।

ভর্তি বিষয়ক তথ্য: মট্স ও কারিতাস পরিচালিত টেকনিক্যাল স্কুল সমূহে বিভিন্ন টেকনোলজিতে/ ট্রেডে ভর্তির যোগ্যতা ও অন্যান্য বিষয়ে বিস্তারিত জানতে মট্স ওয়েবসাইট, ফেইসবুক, কারিতাসের আঞ্চলিক ও অন্যান্য অফিসে এতদবিষয়ে তথ্য পাওয়া যাবে। এছাড়া ভর্তির পূর্বে সাপ্তাহিক প্রতিবেশীতে ভর্তি বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হয়। এসএসসি ফলাফলের পর একই সাথে কলেজ এবং ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং ভর্তি কার্যক্রম শুরু হয়।

মট্স/ কারিতাস পরিচলিত টেকনিক্যাল স্কুলগুলোতে কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি মূল্যবোধ শিক্ষা দেয়ার কারণে প্রাপ্ত শিক্ষা তাদের আচার-আচরণের ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটিয়ে থাকে। একজন মানুষ যেন সার্বিকভাবে- পূর্ণাঙ্গরূপে মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে পারে আমরা সেদিকে নজর দিয়ে থাকি। আমার বিশ্বাস ও আশা প্রতিটি মানুষ যেন সমাজে পরিবারে করুণা বা দয়ার পাত্র না হয়ে ভালবাসার পাত্র হয়ে নিজের আত্মসম্মান নিয়ে চলতে পারে। যে সুখ সমৃদ্ধি ও শান্তির কথা শুরুতে উল্লেখ করেছি তার সুবাতাস আশা করি বইতে শুরু করবে। আমরা যারা কর্মী হিসেবে সহায়তাকারীর ভূমিকায় আছি সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠায় তারা যেন মাদার তেরেজার মত ভালবাসাপূর্ণ সেবা সকল ভাই মানুষের জন্য দিতে পারি॥

কারিগরি শিক্ষার বিভিন্ন দিক

ডমিনিক দিলু পিরিছ

প্রায় প্রতিদিনই শিক্ষার্থী (ছাত্র/ছাত্রী) ভর্তি সংক্রান্ত বিষয়ে একাধিক ফোন-কল রিসিভ করে থাকি। এতে করে একটি বিষয় ভাল লাগে যে মানুষ কারিগরি শিক্ষার গুরুত্ব বুঝতে পারছে। আমার এ ধারণা হয়েছে যে কারণে, যারা ফোন কল করেন তারা বলতে থাকেন সাধারণ পড়াশুনা করে কি করবে, চাকুরীর কোন নিশ্চয়তা নেই। আরেকটা বড় দিক হল আর্থিক দিক। কারণ সাধারণ শিক্ষায় যে সময় ও অর্থ খরচ হবে তার চেয়ে স্বল্প সময়ে কম খরচে কারিগরি শিক্ষা শেষে কর্মসংস্থানের একটা নিশ্চিত ব্যবস্থা হবে। এছাড়া অনেকেই ফোন করে বলেন আমার ছেলে/মেয়ে ইন্টারমিডিয়েট পড়ছে বা শেষ করেছে। পরিবারের সকলের ইচ্ছা বা ছেলে/মেয়ের ইচ্ছা মট্স এ পড়বে। এ ধরণের ফোন কল পাবার পর আমার মনে হয়েছে কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের অনেক ছেলে/মেয়ে ও অভিভাবক কোন পর্যায়ে কোন শ্রেণী পাশ করে ভর্তি হতে হয় সে বিষয়টি পরিষ্কারভাবে জানেন না। তাই কারিগরি শিক্ষার বর্তমান বিভিন্ন দিক ও মট্স/কারিতাস পরিচালিত কারিগরি শিক্ষার তথ্য ও সুযোগ সুবিধা সংক্ষেপে আলোকপাত করছি।

মোটাদাগে বা সাধারণভাবে টেকনিক্যাল বা কারিগরি কথাটির অর্থ হল, যে শিক্ষা দ্বারা শিক্ষার্থীকে শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি ও কল কারখানার যন্ত্রপাতি ব্যবহারের বৈজ্ঞানিক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়, সেই শিক্ষাকে কারিগরি শিক্ষা বলে। বর্তমানে বাংলাদেশে সরকার ও বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কারিগরি শিক্ষা প্রদান করছে। নিম্নে কারিগরি শিক্ষার বিভিন্ন বিষয় আলোকপাত করা করা হল:

কারিগরি শিক্ষার কাঠামো

বাংলাদেশের কারিগরি শিক্ষাকে কয়েকটি ধাপে ভাগ করা হয়েছে। কারিগরি শিক্ষায় রয়েছে এসএসসি ভোকেশনাল, এইচএসসি বিএম, পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট এবং ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ। এসএসসি ভোকেশনাল এর জন্য ০২ বছর, এইচএসসি বিএম এর জন্য ০২ বছর, পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের জন্য ০৪ বছর এবং ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের জন্য ০৪ বছর। এছাড়া কারিগরি শিক্ষার আওতায় উচ্চ শিক্ষা উচ্চ মাধ্যমিকের পর থেকে শুরু হয়। প্রকৌশলী, ব্যবসা এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি হল কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রধান ক্ষেত্র। কারিগরি শিক্ষার মধ্যে কৃষি, ইঞ্জিনিয়ারিং, মেডিক্যাল, টেক্সটাইল, লেদার এবং আইসিটি অন্তর্ভুক্ত।

কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর

কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়াধীন কারিগরি ও মাদ্‌রাসা শিক্ষা বিভাগের একটি অধিদপ্তর। কারিগরি শিক্ষার সম্প্রসারণ ও মানোন্নয়নের মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টির লক্ষ্যে ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। গত অর্ধশতকে কারিগরি শিক্ষা ও প্রশাসনের বহু শাখা-প্রশাখার বিস্তার ঘটেছে। অধিদপ্তরের মূল কাজ ৪টি যথা-মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা, উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা, একাডেমিক কার্যক্রমের তদারকীকরণ এবং কারিগরি শিক্ষা সংশ্লিষ্ট দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে সংযোগ সৃষ্টি করা। অধিদপ্তরাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা মোট ১১৯টি। তিনটি স্তরে পাঠদান কার্যক্রম পরিচালিত হয় যথা-সার্টিফিকেট, ডিপ্লোমা ও ডিগ্রী স্তর। সার্টিফিকেট পর্যায়ে রয়েছে ৬৪টি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ। ১টি ভোকেশনাল টিচার্স ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট। ডিপ্লোমা পর্যায় ৪৯টি পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট এবং ডিগ্রী পর্যায় টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং কলেজ-১টি, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ-৪টি। কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রধান কাজ হচ্ছে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সার্বিক গুণগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নীতি, প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন নিশ্চিত করা। এছাড়া শিক্ষকের জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির উন্নয়ন, স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের চাহিদা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা, কর্মসূচী ও প্রকল্প প্রণয়ন করা।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড

কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের নিয়ন্ত্রণ, পরীক্ষা পরিচালনা ও সনদপত্র প্রদানের জন্য ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে "ইস্ট পাকিস্তান বোর্ড অব এক্সামিনেশন ফর টেকনিক্যাল এডুকেশন" নামে একটি বোর্ড স্থাপিত হয়। উদ্দেশ্য ছিল দেশের কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সংগঠন পরিচালনা, তদারকি, নিয়ন্ত্রণ এবং উন্নয়নের দায়িত্ব পালন, পরীক্ষা পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ ও বোর্ড কর্তৃক গৃহীত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ব্যক্তিবর্গকে ডিপ্লোমা/ সার্টিফিকেট প্রদান। অতঃপর ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রেক্ষিতে এবং ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং ও ট্রেড পর্যায়ের পাঠ্যক্রম প্রণয়ন, উন্নয়ন, নিয়ন্ত্রণ, সনদপত্র প্রদান, পরিদর্শন ও মূল্যায়নের জন্য একটি সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। ফলে ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দের ৭ মার্চ গেজেট নং -১৭৫ এল.এ. প্রকাশিত এবং ১ নং সংসদীয় আইনের বলে "ইস্ট পাকিস্তান টেকনিক্যাল এডুকেশন বোর্ড" নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়, যার বর্তমান নাম বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড। এই বোর্ড কারিগরি ডিপ্লোমা পরীক্ষা অনুষ্ঠানের দায়িত্ব পালন করে থাকে। এছাড়াও বেসরকারি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং ভোকেশনাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার তদারকি দায়িত্ব পালন করে থাকে।

পূর্ব অভিজ্ঞতার স্বীকৃতি (Recognition of Prior Learning-RPL)

চাকুরি বা অনানুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ বা জীবনের অভিজ্ঞতা অথবা এই তিনটির সংমিশ্রণের মাধ্যমে অর্জিত বা শেখা জ্ঞান এবং দক্ষতার আনুষ্ঠানিক বা আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি হল আরপিএল এর স্বীকৃতি। অনেক নাগরিক/ ব্যক্তি আনুষ্ঠানিক শিক্ষা বা প্রশিক্ষণ ছাড়াই কাজ এবং অন্যান্য জীবনের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে দক্ষতা এবং জ্ঞান অর্জন করে। অর্জিত দক্ষতা ও জ্ঞানকে স্বীকৃতি দেয়ার জন্য এবং শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের আরও উন্নত উপায় প্রদান করার জন্য, রিকগনিশন অফ প্রায়র লার্নিং (আরপিএল)। RPL সিস্টেম আনুষ্ঠানিকভাবে পূর্বশিক্ষার (দক্ষতা এবং জ্ঞান) স্বীকৃতি প্রদান করে যেন স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করতে পারে এবং এভাবে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি তাদের কর্মসংস্থান বাড়াতে পারে। আরপিএল-এর যোগ্যতা স্বীকৃত সার্টিফিকেটের মাধ্যমে দেশে বা বিদেশে চাকরি চাওয়া ব্যক্তিরাও উপকৃত হতে পারে।

জাতীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ধাপ (NTVQF)

National Technical and Vocational Qualification Framwork ছয়টি ধাপ রয়েছে। সম্ভবত পরবর্তীতে আরও ধাপ বৃদ্ধি করা হবে। ১ ও ২ জাতীয় দক্ষতা সনদ হচ্ছে অতি সীমিত বা সীমিত সাধারণ জ্ঞান সম্পন্ন যারা কারিগরি শিক্ষার প্রাথমিক ভিত্তিমূলক শিক্ষা প্রাপ্ত প্রশিক্ষণার্থী, জাতীয় দক্ষতা সনদ ৩ হচ্ছে মধ্যম মানের জ্ঞান সম্পন্ন করে তোলা অর্থাৎ আধা দক্ষতা সম্পন্ন কর্মী। জাতীয় দক্ষতা সনদ ৪ এ হচ্ছে নির্দিষ্ট পড়াশুনার দ্বারা বৃহৎ জ্ঞানসম্পন্ন ধারণা, মূলনীতি ও পদ্ধতিতে জ্ঞানের ভিত গড়ে তোলা অর্থাৎ তারা দক্ষ কর্মী। জাতীয় দক্ষতা সনদ ৫ হচ্ছে নির্দিষ্ট পড়াশুনার মাধ্যমে তুলনামূলক বৃহৎ জ্ঞানসম্পন্ন ধারণ অর্থাৎ নির্দিষ্ট পড়াশুনার মাধ্যমে তুলনামূলক বৃহৎ জ্ঞানসম্পন্ন ধারণ। সর্বশেষ ৬ ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং/সমতুল্য অর্থাৎ মধ্যম লেভেল ব্যবস্থাপক/ উপসহকারী প্রকৌশলী।

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (NSDA)

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রম বাজারের চাহিদার ভিত্তিতে দক্ষতা উন্নয়ন সম্পর্কিত যাবতীয় কার্যক্রমের পরিকল্পনা ও সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদ তৈরি জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের অভিলক্ষ্য।

২০০৮ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশ সরকার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন পরিষদ গঠন করে। ১৬ জানুয়ারি ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে সরকার জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন পরিষদ ভেঙে দেয় এবং জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ গঠন করে। ন্যাশনাল স্কিলস ডেভেলপমেন্ট অথরিটি অ্যাক্ট-২০১৮ এর অধীনে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ গঠিত হয়েছিল, যা সংসদে পাস হয়েছিল। জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ প্রধানত দক্ষতা উন্নয়ন নীতি, কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে। এ ছাড়া দেশীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রম বাজারের জন্য দক্ষ মানব সম্পদ তৈরির লক্ষ্যে অভিন্ন প্রশিক্ষণ পাঠ্যক্রম প্রণয়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করা, পেশার পূর্ব অভিজ্ঞতার স্বীকৃতি প্রদান করা, প্রশিক্ষণের মান উন্নয়ন, সনদায়ন ও পারস্পরিক স্বীকৃতির ব্যবস্থা গ্রহণ করাসহ বিভিন্ন কাজ এই কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব।

কারিগরি শিক্ষা সম্প্রসারণে মট্স এর ভূমিকা

মিরপুর এগ্রিকালচারাল ওয়ার্কসপ এন্ড ট্রেনিং স্কুল (মট্স), কারিতাস বাংলাদেশের একটি ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠান। ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে মট্স এর যাত্রা শুরু হয়। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের ত্রাণ ও পুনর্বাসন কাজ বাস্তবায়নের জন্য ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করে 'দ্য খ্রীষ্টান অর্গানাইজেশন ফর রিলিফ এন্ড রিহ্যাবিলিটিশন' (CORR) যা বর্তমানে কারিতাস বাংলাদেশ নামে পরিচিত। এই কর্মসূচির আওতায় CORR গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর কল্যাণে পুনর্বাসন ও উন্নয়নমূলক কাজের জন্য বিভিন্ন প্রকার কৃষি সংক্রান্ত প্রকল্প গ্রহণ করে। এই সমস্ত প্রকল্প বাস্তবায়নে বহু ধরনের কৃষি ও সেচ যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয়, যা CORR বিদেশ থেকে আমদানি করে। এছাড়া উক্ত উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে বিভিন্ন ধরনের যানবাহনও ব্যবহৃত হয়। একটা সময় পর প্রকল্পে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও যানবাহনের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ প্রয়োজন হলে দক্ষ জনবলের অভাবে তা অচল হতে থাকলে উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বিভিন্ন ভাবে বাধাগ্রস্ত হয়। এরই প্রেক্ষিতে এ দেশের দরিদ্র বেকার যুবকদের কারিগরি প্রশিক্ষণ দিয়ে স্বাবলম্বী করা ও প্রকল্পে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও যানবাহনকে সচল রাখার জন্য ওয়ার্কশপ তথা ট্রেনিং সেন্টার স্থাপনের সিদ্ধান্ত হয়। সেই সময় কারিতাস বাংলাদেশ কারিতাস সুইজারল্যান্ডের সহায়তায় একটি ট্রেনিং সেন্টার স্থাপন করেন যা মিরপুর এগ্রিকালচারাল ওয়ার্কশপ এন্ড ট্রেনিং স্কুল (MAWTS) নামে পরিচিতি অর্জন করেছে। মট্স এর প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছে গ্রামীণ ও পিছিয়ে থাকা যুবক ও যুবমহিলাদের চাহিদা সম্পন্ন কারিগরি শিক্ষায় প্রশিক্ষিত করা, স্বল্প মেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দেশে ও দেশের বাইরে কর্মসংস্থানে সহায়তা করা, মানসম্মত নতুন প্রোডাক্ট উদ্ভাবন ও গবেষণা করা এবং দেশের উন্নয়নের জন্য সরকার ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে পার্টনারশীপের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ সহায়তা ও প্রকৌশল দ্রব্য উৎপাদন ও উন্নয়ন করা। মট্স একটি ট্রাস্টি বোর্ডের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। এই ট্রাস্টি বোর্ড মট্স পরিচালনার জন্য যাবতীয় পলিসি তৈরী করেন, পলিসি মোতাবেক মট্স কার্যক্রম পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করেন এবং বার্ষিক বাজেট অনুমোদন করেন।

বর্তমানে মট্স এ যে সকল প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালিত হচ্ছে-

তিন বছর মেয়াদি কারিগরি প্রশিক্ষণ কোর্স (এলটিএমসি): ১৬ থেকে ২০ বছরের তরুণদের জন্য কারিতাস সুইজারল্যান্ডের সহযোগিতায় তিন বছর মেয়াদি কারিগরি প্রশিক্ষণ কোর্স ডিজাইন করা হয়েছে। এসএসসি পাশকৃত শিক্ষার্থীরা অটোমোবাইল ও মেশিনিষ্ট দুটি ট্রেডে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারে। এই কোর্সের সেশন জানুয়ারি মাস থেকে শুরু হয়। কোর্স সম্পন্নকারী প্রশিক্ষণার্থীরা দেশের ভিতরে কর্মসংস্থানে/ আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত হচ্ছে এবং দেশের বাইরে সুনামের সঙ্গে তাদের দক্ষতা প্রদর্শন করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে।

চার বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স: মট্স ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে কারিগরি শিক্ষাবোর্ড এর অনুমোদন নিয়ে ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স পরিচালনা শুরু করে। এসএসসি পাশকৃত শিক্ষার্থীরা এই কোর্সে ভর্তি হয়। এই কোর্সের পাঠ্যক্রম এবং একাডেমিক কার্যক্রম কারিগরি শিক্ষা বোর্ড দ্বারা পরিচালিত হয়। দক্ষ সুপারভাইজার এবং মধ্যস্তরের ব্যবস্থাপক তৈরীর লক্ষ্যে এই কোর্সটি পরিচালিত হয়। মট্স এ বর্তমানে অটোমোবাইল, সিভিল, ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স এবং মেকানিক্যাল টেকনোলজি রয়েছে। মট্স হতে পাশকৃত ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশের স্বনামধন্য সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত হচ্ছে। এখানে উল্লেখ্য যে, অনেকের ধারণা বা প্রশ্ন ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সে কোন ক্লাস পাশ করে ভর্তি হতে হয়? এর সহজ এবং সাদামাটা উত্তর হচ্ছে এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় পাশ করার পর। কিন্তু আমাদের অনেক ছাত্র এবং অভিভাবকের ধারণা এইচএসসি পাশ করার পর ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ভর্তি হতে হয়। হ্যাঁ এইচএসসি পাশ করার পর ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সে অবশ্যই ভর্তি হওয়া যাবে। এমনকি যে কোন শাখার (বিজ্ঞান, মানবিক বা ব্যবসা শিক্ষা) শিক্ষার্থীগণ ভর্তি হতে পারবে। বর্তমানে যারা এইচএসসি গণিতসহ বিজ্ঞান বিভাগ হতে পাশ করে আসবে তারা সরাসরি ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং এর ২য় বর্ষে ভর্তি হতে পারবে।

মডুলার (শর্ট) কোর্স: মডুলার কোর্স বেকার ও কম যোগ্যতাসম্পন্ন তরুণদের জন্য পেশাগত প্রশিক্ষণের একটি অন্যতম কোর্স। ১০টি প্রধান ট্রেডের অধীনে ৮০টি ট্রেডের স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা হয়। ন্যূনতম পঞ্চম শ্রেণী পাশ ১৬ বছর বয়সী তরুণ এই কোর্সের জন্য আবেদন করতে পারে। এই কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীরা এনজিও অথবা ব্যক্তিগত ভাবে প্রশিক্ষণ নিতে আসে। এছাড়া বিদেশি নিয়োগ সংস্থা বা কর্পোরেট অফিসের অনুরোধে গ্রুপ ভিত্তিক মডুলার কোর্সের ব্যবস্থা করা হয়।

ট্রেড টেষ্ট কার্যক্রম: ট্রেড টেষ্ট কার্যক্রমটি মট্স প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা বিভাগের একটি অন্যতম বহুল প্রচলিত ও প্রশংসিত কাজ। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কারিগরি নির্দিষ্ট পেশায় নিজের দক্ষতা প্রমাণের পরীক্ষায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীরা সনদ অর্জন করে থাকে। মট্স প্রদত্ত সনদটি দেশের বাইরে বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্য গমনেচ্ছু কর্মীদের মূল্যায়ন সনদ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এই সনদটি প্রাপ্তির জন্য ব্যক্তি নিজ উদ্যোগে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারে। ক্ষেত্র বিশেষে বাংলাদেশের জনশক্তি রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানগুলো বিদেশী নিয়োগ দাতাদের মাধ্যমে মট্স এ পরীক্ষার আয়োজন করে থাকে।

কর্পোরেট প্রশিক্ষণ কার্যক্রম (সমঝোতা চুক্তি): কারিগরি ও প্রকৌশল প্রশিক্ষণ প্রদানে মট্স সুনাম অর্জন করায় বাংলাদেশের খ্যাতনামা সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সমূহ তাদের কর্মকর্তা ও কর্মী বাহিনীর কারিগরি দক্ষতা অর্জনের জন্য মানসম্মত প্রশিক্ষণ ও সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে মট্সকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ এয়ার ফোর্স, বাংলাদেশ পুলিশ, জাতীয় যুব অধিদপ্তর, বিভিন্ন কর্পোরেট অফিস যেমন কোকা-কোলা, বৃটিশ আমেরিকা টোবাকো, ঢাকায় আমেরিকান দূতাবাস, জনশক্তি রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানসমূহ মট্স এর কারিগরি প্রশিক্ষণ সেবা গ্রহণ করে থাকে। ইতোমধ্যে এ উপমহাদেশের সবচেয়ে বড় ক্রেডিট ইউনিয়ন দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, ঢাকার সাথে মট্স এর সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। যার মাধ্যমে সদস্য ও সদস্যদের ছেলে-মেয়েরা বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করতে পারবে।

সরকারি প্রশিক্ষণ প্রকল্প বাস্তবায়ন: দক্ষ জনশক্তি উন্নয়নে বাংলাদেশ সরকার যে ব্যাপক প্রশিক্ষণ প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে, তার মধ্যে Skills for Employment Investment Program (SEIP) অন্যতম। SEIP প্রজেক্টের কারিগরি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম মট্স একাধিক এজেন্সির সহায়তায় বাস্তবায়ন করে চলেছে। এজেন্সিগুলো হল Bangladesh Association of Construction Industry (BACI), Bangladesh Engineering Industry Owners Association (BEIOA) এবং Palli Karma-Sahayak Foundation

(১০ পৃষ্ঠায় দেখুন)

মানুষের মধ্যে মিলন ও ভ্রাতৃত্ব স্থাপনে যুবসমাজ

বাণী ম্যাগডেলিন রোজারিও

"মানুষের মধ্যে মিলন ও ভ্রাতৃত্ব স্থাপনে যুবসমাজ"- এ বিষয়টি আলোচনার পূর্বে আমরা কয়েকটি শব্দ এবং শব্দগুলোর অর্থ জেনে নিব। প্রথমত মিলন বলতে কী বুঝি? মিলন বলতে একে অপরের সাথে দেখা বা সাক্ষাৎ করা বা আনন্দ করাকে বুঝি। তারপর ভ্রাতৃত্ব বলতে কি বুঝি? ভ্রাতৃত্ব হলো বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক। সর্বশেষ শব্দটি হলো স্থাপন বলতে কি বুঝি? স্থাপন হলো তৈরী করা বা করা। অর্থাৎ মানুষের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরী হয় বা করা। অর্থাৎ মানুষের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরী করাই হলো যুবসমাজের কাজ। এ ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা অপরিসীম। সাধারণত ১৮ বছর থেকে ৩৫ বছর বয়স পর্যন্ত সময়কে যুবাবয়স বলা হয়। সমাজের যুবকদের দায়-দায়িত্বের অন্ত নেই। প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রাখার ক্ষেত্রে যুবসমাজের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। যুবারাই পারে অসাধ্যকে সাধন করতে, অজানাকে জানতে এবং অদেখাকে দেখতে। প্রত্যেক সমাজেই কলহ, বিবাদ, ঝগড়া, দ্বন্দ্ব রয়েছে যা থাকা মোটেই উচিত নয়। প্রত্যেক মানুষ চায় সমাজে সুস্থ ও সুন্দর ভাবে বাঁচতে। এক্ষেত্রে যুবসমাজের অবদান অপরিসীম। তারাই পারে সমাজ থেকে কলহ বিবাদ দূর করে মানুষের মধ্যে মিলন ও ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করতে। আমাদের সমাজের কলুষিত অধ্যায় দূর করে শান্তিময় স্বর্গ রচনা করতে পারে এই যুবসমাজ।

যুবা মানে আশার আলো। যুবা মানে শক্তির আধার। সমাজের অন্যায় অত্যাচার নিংড়ে দিয়ে তারাই পারে মানুষের মধ্যে মিলন ও ভ্রাতৃত্বের সেতু রচনা করতে। তারাই একে অপরকে পারস্পরিক বন্ধনে আবদ্ধ রাখতে পারে। আমরা জানি, যুবসমাজকে বাদ দিয়ে কোন কিছু কল্পনা করা যায় না। এদেশকে, এ জাতিকে এবং এ সমাজকে মাথা উঁচু করে এই পৃথিবীর বুকে বাঁচিয়ে রাখতে সাহায্য করছে এ যুবসমাজ। সারা বিশ্বের যত ঝড়-ঝঞ্ঝা তা কেবল যুবসমাজই পারে উপড়ে ফেলতে। তারাই হলো যেকোন দেশের বা জাতির প্রাণ। তাদের কাজ-কর্ম, পথ চলা সবই অকল্পনীয়। তারা সমাজের কথা ভাবে, আর ভাবে দেশ ও দশের কথা। আমরা তাকিয়ে থাকি যুবসমাজের দিকে। তাদের উপেক্ষা করে চলা মুশকিল। মানুষের প্রতিটি ধাপেই রয়েছে যথেষ্ট গুরুত্ব। কিন্তু 'যুবা' বয়সটা হলো সোনার হরিণ হাতে পাওয়ার মতো। এই সময়টা নষ্ট করা যাবে না। এ বয়সটা যথাযথ বা সঠিক পথে অধিষ্ঠিত করতে হবে। দেশ বা সমাজ থেকে পাপ কলঙ্ক দূর করে সমাজের মানুষের মধ্যে শান্তি, আনন্দ ও সম্প্রীতি ফিরিয়ে আনতে পারে একমাত্র যুবসমাজ।

পবিত্র বাইবেলে আমরা দেখতে পাই, প্রভু যিশুখ্রিস্ট যুব বয়সেই তাঁর সকল কাজ সম্পন্ন করেছেন।

শিশু থেকে শুরু করে সব বয়সের মানুষের সাথে পথ হেঁটেছেন। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আশ্চর্য কাজ করেছেন। তা আমরা প্রত্যক্ষ করে থাকি। যিশু তার প্রতিনিধি করে প্রত্যেক মানুষকে এ পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন এবং আমরা মানুষ প্রত্যেকেই স্বর্ণালী সময় অর্থাৎ 'যুবা' বয়সটা অতিক্রম করে থাকি। এ সময়টাতে যিশুকে অনুসরণ করে সমাজ থেকে সব বাঁধা বিপত্তি দূর করে দিয়ে সুন্দর সমাজ গড়ার প্রত্যয়ে এগিয়ে যাই। যেখানে অন্ধকারের কালো ছায়া সেখানে আলোর কিরণ ফুটিয়ে তুলতে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে আমাদের এই যুবসমাজ। যত হানাহানি, রেষারেষি, হিংসা-বিদ্বেষ দূর করে মসৃণ ও স্বচ্ছ সমাজ গড়ে তুলে মানুষের মধ্যে মিলন ও ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করে যাচ্ছে তারাই, যারা আমাদের খুব কাছের সমাজ যুবসমাজ। যারা তাদের চিন্তা-চেতনা ও মনন দ্বারা আগলে রাখছে এই সমাজকে তাদেরকে জানাই সাধুবাদ। প্রত্যেক মানুষের রয়েছে বেঁচে থাকার অধিকার। কিন্তু সে বাঁচাটা হতে হবে সুস্থ ও সুন্দর পরিবেশে।

আমাদের সমাজের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখতে পাই যে, যুবকরা তাদের চিন্তা-চেতনা বুদ্ধি দিয়ে সমাজের মানুষকে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের ও সভা সমিতির মাধ্যমে সকল বয়সের সাথে মিলন ও ভ্রাতৃত্ব স্থাপনে এক সুনিশ্চিত জীবনের খোঁজ দিয়ে থাকেন। বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে যুবসমাজই একমাত্র মানুষের মধ্যে সুন্দর একটি মিলনমেলা তৈরি করে থাকে। আমরা জনসাধারণ অপেক্ষা করে থাকি এ রকম আয়োজনের জন্য। এ আয়োজন আমাদেরকে আনন্দ দিয়ে থাকে এবং আত্মীয় পরিজনদের সাথে সাক্ষাতের সুযোগ করে দেয়। তাই তো বলা হয়, যুবসমাজই পেরেছে, পারে এবং পারবে মানুষের মধ্যে ভালোবাসার ও দায়িত্বশীলতার ভিত্ রচনা করতে। একজন শিশু ধীরে ধীরে তার পরিবারের সদস্যের সাথে বড় হয়ে ওঠে এবং পর্যায়ক্রমে সে তার জীবনের বিভিন্ন ধাপগুলো অতিবাহিত করে সুন্দর স্বর্ণালী সময়টাতে বিভিন্ন সেবামূলক ও গঠণমূলক কাজের জন্য নিযুক্ত করে । জীবনের স্বাদ অনুভব করে এই সন্ধিক্ষণে। তাই তারা তাদের বিচার বুদ্ধি দিয়ে সমাজটাকে অতি যত্ন করে লালন করে থাকে। তারা চায় না তাদের এই সমাজ, সমাজের মানুষগুলো দিশেহারা হয়ে দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে ফেলুক। তাই তো তারা এগিয়ে আসে এবং মানুষের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রাখার ক্ষেত্রে অপরিসীম ভূমিকা পালন করে থাকেন।

সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা তাদেরকে উৎসাহ উদ্দীপনা দিয়ে থাকে, তারা যেন তাদের এই ধারাগুলো অব্যাহত রাখে এবং প্রতিটি পরিবারের সদস্যদের মাঝে সুনিবিড় সম্পর্ক রক্ষায় কাজ করে যেতে পারে। বিভিন্ন প্রতিকূল পরিবেশকে তারা অনুকূলে নিয়ে আসতে পারে। এই কর্মব্যস্ততার সময়ে আমাদের আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে যখন খোঁজ-খবর নেওয়া হয়ে ওঠেনা তখন আমরা অপেক্ষায় থাকি বিভিন্ন সংঠনের অনুষ্ঠান গুলোতে যোগদান করে সকলের সাথে মিলন মেলায় আবদ্ধ হতে। আজকাল গ্রামে কিংবা শহরে দেখা যায় যে, বৃদ্ধরা কোথাও যেতে পারে না, ঘরে বসে থাকে। অন্যরা তাদেরকে সমাজের বোঝা মনে করে। তারাও অধীর আগ্রহে বসে থাকে, যেকোনো একটা অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করতে। কারণ অনুষ্ঠানগুলোতে গিয়ে তারা পরিচিতজনদের সাথে দেখা করতে পারে এবং কুশল বিনিময় করে মিলনের স্বাদ অনুভব করতে পারে। এই যে এত বড় একটা পাওয়া-এ লোভ সামলাতে পারে না। ঘরে তাদের কেউ সময় দিতে চায় না। সবাই ব্যস্ত। এজন্যই বৃদ্ধরা আশায় বুক বাঁধে কখন আসবে এ ধরনের মিলনমেলা। আমরা আমাদের ধর্মপল্লীগুলোতে দেখে থাকি যে, যুবক-যুবতীদের নিয়ে বিভিন্ন সভা, সেমিনার ও ধ্যান প্রার্থনার আয়োজন করা হয় এবং এখানেই তাদের নেতৃত্ব দান, আধ্যাত্মিকতা, দায়িত্ব-কর্তব্য ইত্যাদি সম্পর্কে শেখানো হয়। তাই তো যুবসমাজ আজ সমাজের ও মণ্ডলীর মধ্যে সম্প্রীতি, ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব বজায় রেখে সুদীর্ঘ পথ পাড়ি দিচ্ছে।

যুবসমাজ আজ থেমে থাকেনি। তারা গতিশীল। তারা খুঁজে বেড়ায় মানুষের সুখ ও শান্তি। কোথাও যদি অশান্তি বিরাজ করে তাহলে যুবসমাজকেই এগিয়ে আসতে হবে সেখানে শান্তি স্থাপন করতে। কোন যুবক যদি ভাবে আমি কিছুই করতে পারব না বা আমার দ্বারা কিছুই হবে না এটা সম্পর্ণ ভ্রান্ত ধারনা। যুবারাই পারে অসম্ভবকে সম্ভব করতে এবং হতাশার মাঝে আশা জাগাতে। তাই তো এক যুবক অন্য

যুবকদের মাঝে মিলন ও ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করতে পেরে আনন্দিত ও গর্ব অনুভব করে। আমরা বাইবেলে দেখতে পাই, যুবাযিশু তাঁর বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে এমনকি তাঁর যুবাশিষ্যদের মধ্যে মিলন ও ভ্রাতৃত্ব স্থাপনে ভূমিকা রেখেছেন। যুবাদের নিয়ে তিনি তৃপ্তিভরে এগিয়ে গেছেন। তাদেরকে দিয়ে গেছেন বিভিন্ন দায়িত্বভার। যা তারা নিষ্ঠার সাথে পালন করেছেন। আরো দেখি যিশু ক্রুশবিদ্ধ হয়েছেন এই যুবক বয়সেই। এই সময়টা জীবন থেকে কোন প্রকারেই সরিয়ে দেওয়া যাবেনা। তাই আমরা যুসমাজের জয়গানে গেয়ে উঠি- "হে যুবসমাজ দেখাও তোমার দূরদর্শিতা, আর জয় করে নাও হাজারো মানুষের স্বপ্ন ও ভালোবাসা এবং মুখরিত করে তোল চারিদিক তোমাদের জয়গানে।" দুর্নীতি ও অন্যায় মোকাবেলায় যুবসমাজ অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকে। তারা চায় সমাজ থেকে এসব দূর করে দিতে এবং সমাজের মানুষের মধ্যে মিলন ও ভ্রাতৃত্ব স্থাপনের ধারা বজায় রাখতে।

যুবারা অন্যের কল্যাণে নিজেদেরকে নিবেদিত করে। কেউ বিপদে পড়লে কখনো তারা ঘরে বসে থাকে না। বরং বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিদেরকে নিয়ে সমস্যা সমাধানের জন্য উপায় খুঁজে বের করেন। তপস্যাকালে যিশুর যাতনাভোগের কাহিনী, 'কিংবা জীবন্ত ক্রুশের পথ' এই অনুষ্ঠানগুলোতে যুবারাই অংশগ্রহণ করে থাকে বেশি এবং মানুষের মধ্যে মিলন ও ভ্রাতৃত্ব স্থাপনে মূখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। আবার দেখি যে, 'ক্রিকেট' কিংবা 'ফুটবল' খেলায় যুবাদের অংশগ্রহণ বেশি। তারাই জাতির ও দেশের জন্য সুনাম বয়ে নিয়ে আসে। এতে সব বয়সের জয়গান খুশিতে আত্মহারা হয়ে পড়ে এবং চারিদিকে যুবাদের জয়গান শোনা যায়। এখানেও মিলন ও ভ্রাতৃত্ব স্থাপনে তাদের ভূমিকা অগ্রগণ্য। এই সব বিষয় ছাড়াও পর্যালোচনা করে দেখতে পাই যে, যুবা বয়সটা হলো সংগ্রামে বলীয়ান নেতার মতো হাল ধরে রাখা। কখনো পিছু হটে না যাওয়া। বরং সকলকে একত্রিত করে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে বলিষ্ঠ ভূমিকা বজায় রাখা। কখনো কখনো সমাজে দেখা যায় কারো কারো পরিবারে মারামারি, খুনাখুনি ইত্যাদি। একজন বিচক্ষণ ও শিক্ষিত যুবকই পারে পরিবারের সাথে বসে একটি মীমাংসায় আসতে এবং সুন্দর ও ন্যায়ের পথে হাঁটতে এবং সকলের মাঝে সুসম্পর্ক তৈরী করতে শেখাতে। এটা অসম্ভবের নয়। তারা চাইলে সবই সম্ভব হবে।

যুবা বয়সটা সযত্নে লালন করে আনন্দপূর্ণ ভাবে উপভোগ করা যায়। এ বয়সটা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। এ অধ্যায়ের স্মৃতি কেউই ভুলতে পারবে না। এ সময়ে অনেক ধরনের কাজ করা যায় যা হবে গঠনমূলক। শরীর ও মনে থাকে প্রবল আগ্রহ, ইচ্ছা ও শক্তি এবং পরোপকার করার নেশা। সমাজের অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনাগুলো মুছে দেওয়া এবং প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে শৃঙ্খল ও সুন্দর জীবন সৃষ্টি করা। এ সময়টাতে ভালো কাজ করার লোভ কেউ সামলাতে পারে না। প্রায় প্রত্যেকেই কোনো না কোনো ভাবে ভাল কাজ করে থাকে এবং তা জীবনের শ্রেষ্ঠ কাজ বা সময় বলে মনে করে থাকে। কাউকে অবহেলা বা অবজ্ঞা করাটাকে তারা বেয়াদবী বলে ধারণা করে। তাইতো তারা সকলকে একত্রিত করে একটু বাঁচার ও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। আর মানুষের মধ্যে মিলনমেলার আয়োজন করে থাকে।

আমাদের ক্রেডিটগুলোতে দেখি যুবাদের বিচরণ। তারাই সমাজের মাথা এবং মা-বাবার মতো ক্রেডিটের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড বুক দিয়ে আগলে রেখেছে। এ সংস্থাগুলো বছরে কয়েকবার অন্তত মানুষের মধ্যে মিলন ও ভ্রাতৃত্ব স্থাপনে কাজ করে যাচ্ছে। সমাজের মানুষ অনুষ্ঠানগুলোতে যেন প্রাণ ফিরে পায়। তারা মন খুলে তাদের কথা তুলে ধরতে পারে এবং যুবাদের প্রশংসিত করে থাকে। গ্রামের বাড়িতে বেশিরভাগ দেখা যায় বয়স্করা থাকে। গ্রামের যুবকরা তাদের জন্য চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা করে থাকে এবং ভালোভাবে সুস্থ পরিবেশে বেঁচে থাকার আশ্বাস জুগিয়ে থাকে। যেমন: বৈশাখী মেলা, চৈত্র সংক্রান্তি ইত্যাদির আয়োজন মানুষের মধ্যে মিলন ও ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করে। যুবাদের অবহেলা কিংবা কোন কিছু থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। তাদেরকে সকল গঠনমূলক কাজে কিংবা ন্যায়ের পথে চলে কাজ করার জন্য সর্বদাই উৎসাহ দিতে হবে। তবেই তারা হবে সকলের বন্ধু।

অন্য একটি ঘটনা তুলে ধরা যাক। যেমন: কোন সড়ক দুর্ঘটনায় কেউ আহত হলে তাকে নিয়ে হাসপাতালে যাওয়া কিংবা বাড়ীর মানুষকে খবর দেওয়ার ব্যাপারে বেশিরভাগ সময় যুবকদের ভূমিকা বেশি। তখন তারা এ ঘটনা দেখে হাতা পা গুটিয়ে রাখে না। তারাই সর্ব প্রথম এগিয়ে যায়। আর এ ভাবেই একটি পরিবারের সাথে তাদের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরী হয়ে যায়। আরো বলা যায় যে, পাড়ায় বা মহল্লায় যখন ট্রান্সমিটার থেকে আগুন লাগে তখন যুবকরাই দৌড়াদৌড়ি করে পানি ছিটিয়ে কিংবা ফায়ার সার্ভিসে খবর দিয়ে আগুন নিভানোর ব্যবস্থা করে থাকে। এ কাজটা কেউ দায়িত্ব নিয়ে করতে চায়না কিংবা একজন আরেকজনকে ঠেলাঠেলি করে থাকে। অথবা মহল্লায় কারো সাথে কারো সুসম্পর্ক নেই। এখানেই দেখা যায়, যুবকরাই পেরেছে তা করতে এবং সকলের মধ্যে সুসম্পর্ক তৈরী করতে। যুবসমাজ মানুষের মধ্যে মিলন ও ভ্রাতৃত্ব স্থাপনে অনেক দৃষ্টান্ত দিয়ে যাচ্ছে- যা পরিবারের, সমাজের, দেশের, মণ্ডলীর এবং রাষ্ট্রের উপকার হচ্ছে। বিচ্ছিন্ন সম্পর্ককে একত্রিত করে থাকে। মা-বাবা, ভাই-বোনদের সম্পর্ক সুদৃঢ় করে তোলে। যুবাদের জয়গানের শেষ নেই।

যুবারা প্রতিটি সমাজে ছিল, আছে এবং থাকবে। তাদেরকে বাদ দিয়ে কোনো সমাজ কল্পনা করা যায় না। সমাজের হালচাল তারাই ধরে আছে। তাই বলা যায়, প্রত্যেক ব্যক্তিই এই সোনালি সময়টার সঠিক ব্যবহারে সতর্ক থাকে এবং তা করেছে, করছে এবং করবে। আফসোসের কিছুই নেই। তবে মন্দকে পরিহার করে ভালোকে গ্রহণ করতে হবে। সত্যের পথে চলতে হবে এবং যিশুর দেখানো পথে চলতে সকলকে উৎসাহিত করতে হবে। বাল্যকাল থেকেই পরিবারের মধ্যে সকল ভালোর চর্চা করতে হবে, নৈতিকতা শিখতে হবে এবং সব ভালোকে সম্বল করেই ধীরে ধীরে জীবনের প্রতিটি পর্যায় অতিক্রম করে 'যুবা বয়সে' মিলিত হতে হয়। তার পর পরবর্তী ধাপে বা পর্যায়ে উপনীত হতে হয়। জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়টা যথাযথ ভাবে সম্মানের সাথে পাড়ি দিতে হয় এবং সক্রিয় সময় থেকে এই সময়টাকে 'বন্ধু' হিসেবে বেছে নিলে কেউই দুর্ঘটনার শিকার হয়না। বন্ধুর সাথে কেউ ছলনা করতে চাইলে অনেক ভাবতে হয়। তাই 'যুবসমাজ' তোমারই হোক জয়। তুমি সবকিছু পেরেছ, পারছ এবং পারবে- এই প্রত্যয়ে বলতে চাই, মানুষের মধ্যে মিলন ও ভ্রাতৃত্ব স্থাপনে যুবসমাজের কার্যক্রম অতুলনীয়। 'বন্ধু' বা 'সোনালী সময়টা' চিরস্মরণীয় ও বরণীয়। কারো উপেক্ষা করার সাহস নেই। এগিয়ে যাও যুবসমাজ, এগিয়ে যাও॥

ফ্ল্যাট বিক্রয়

৯৭/২ গ্রীণরোড ফার্মগেইট ঢাকা-১২১৫
(১১০০ স্কয়ার ফিট-এর ফ্ল্যাট) ২য় তলা
৩ বেড রুম, এটাস্ট বাথরুম,
১টি ব্যালকোনি, ড্রয়িং, ডাইনিং।
মোবাইল : ০১৮৫৪-৪৪৯৮২৪

হোস্টেলের জন্য ভাড়া দেয়া হবে

৯৭/২ গ্রীণরোড ফার্মগেইট, আনন্দ সিনেমা হলের বিপরীতে বিস্তারিত জানতে **এই নাম্বারে যোগাযোগ করুণ।**
মোবাইল : 01854449824, 01835914562

বিজ্ঞ/২৮/২২

এ আমার ঠিকানা

ভ্যালেন্টিনা অপর্ণা গমেজ

সচল জীবনধারা আজ যেন অচল হবার পথে। মানুষের কর্মব্যস্ততা হঠাৎ করেই স্থবির হতে বসেছে। লকডাউন দেওয়াতে অনেকেই আটকা পরে গেছে ভিন্ন ভিন্ন আবাসে। যারা প্রবাসে তারাও করোনাকালীন সময়ে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন। বেকার হয়ে পরেছে অনেকেই, শূন্য হাতে বাড়ি ফিরে এসেছে। তাদের মাঝে প্রবীণ একজন। যার বয়স বায়ান্ন বছর। পরিবারে চার ছেলে-মেয়ে। সাথে বুড়ি মা। প্রবীণেরা পাঁচ ভাই, মাকে তারা ছয়মাস করে রাখে। বেচারী মায়ের চিরস্থায়ী কোন আবাস নেই। প্রবীণ বেকার হয়ে পরাতে ইদানীং স্ত্রীর মেজাজ-মর্জি খুব একটা ভাল নেই আর তার মেজাজের ঝাঁঝটা সবচেয়ে বেশী ইফেক্টেড করছে বেচারী শাশুড়িকে। প্রবীণ নিজেও খুব চিন্তিত। তার খুব বেশী জমাপুঞ্জিও নেই। বড় দুই মেয়েকে বিয়ে দিয়েছে। মাসে যা আয় করে তা থেকে কোন রকমে সংসারটা চলে যেত। কেউই আসলে ভাবেনি এমন দিন দেখতে হবে। যদিও সবাই ইফেক্টেট তবুও মধ্যবিত্ত সংসারগুলোর অবস্থা মনে হয় বেশী শোচনীয়। না পথে নামা যায়, না কারো কাছে হাত পাতা যায়। নিজের ভেতরেই যেন ডুকরে মরা। তাই বলে প্রবীণ তার মাকে কখনোই বোঝা ভাবেনা। সে তার স্ত্রীকে বোঝাতে চেষ্টা করে। প্রবীণের মা সব বুঝতে পারেন। তাই নাতী সজলকে ডেকে অনুরোধ করেন, দাদুভাই তোমার ছোট কাক্কুকে ফোন করে লাইনটা লাগিয়ে দিবে? আমি একটু কথা বলব।

সজল মাঝে সাজে দাদীর কথা শোনে। সজলের মা যখন রান্না ঘরে ব্যস্ত তখন দাদী কথা বলতে চান তার ছোট ছেলের সাথে। সজল দাদীকে লাইনটা লাগিয়ে তার পড়াশোনায় ব্যস্ত হয়ে যায়। গলার স্বর নামিয়ে ফোনটা কানের কাছে নিয়ে দাদী বলেন,

- হ্যালো রঞ্জুবাবা, কেমন আছিস তোরা? আমার রিমিমনি কেমন আছে?
- ওরা সবাই ভালো আছে মা। তুমি কেমন আছ?

মা এদিক ওদিক তাকায় তারপর জবাব দেয়

- আছি মোটামুটি। তোর সাথে একটু কথা ছিল বাবা।
- হ্যাঁ মা বল কি কথা?
- তোর বাসায় আমাকে নিয়ে যাবি?
- কেন মা? ওখানে কি তোমার কষ্ট হচ্ছে? তাছাড়া ওখানে তো মাত্র তিনমাস ধরে গেছ। আমার এখানে ডিসেম্বরে আসার কথা।

ছোট ছেলের কথা শুনে মার বুকের ভেতরটা কেঁদে ওঠে। বৃদ্ধ বয়সে তার নিজস্ব ঠিকানা নেই। ছয়মাস ছয়মাস করে সময়ের তালিকায় ঠিকানা বদলায়। কিছুক্ষণ নীরব থাকায় ছোট ছেলে হ্যালো হ্যালো বলতে থাকে। মা কষ্টটা বুকে চেপে জবাব দেন।

- হ্যারে বাবা, তোদের জন্য মনটা কাঁদছিল তাই। শহরে খুব একটা ভাল লাগেনা। তোর যদি অসুবিধা হয় থাক।

- না মা অসুবিধা কেন হবে, তুমি এলে তো রিমি খুব খুশিই হয়। ঠিক আছে আমি তোমার বৌমার সাথে কথা বলে তোমাকে ফোন করছি।

মা ফোনটা রেখে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে থাকেন। ছোট ছেলের কাছে তিনি যেতে চান এই কারণে ওটাই তার আসল ঠিকানা ছিল, তার স্বামীর ভিটে। একবেলা না খেয়ে থাকলেও তার কষ্ট হয়না। ষোলো বছর বয়সে বিয়ে হয়ে এতগুলো বছর কাটিয়েছেন ওখানে। ছেলে মেয়েকে বড় করেছেন, কত স্মৃতিঘেরা। প্রবীণ তার মাকে উদাস হয়ে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করে, মা কি দেখছ ওখানে? মা আঁচলে তার চোখের জল মুছে ছেলের সামনে স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করেন।

- নারে বাবা ঐ একটু বাইরে দেখছিলাম। আমগাছে পাখির বাসাটা কে যেন ভেঙ্গে দিয়েছে।

- কে আর করবে আছে না কিছু দুষ্ট ছেলে। চলো মা বাজার থেকে গরম গরম জিলেপি এনেছি খাবে। প্রবীণ তার মার কাঁধে হাত রেখে সাথে করে রান্নাঘরে যায়। টেবিলে একটা প্লেটে জিলেপি ঢেলে সজল আর পলাকে ডাকে। স্ত্রী রান্নায় ব্যস্ত থাকায় প্রবীন একটা জিলেপি তার মুখে তুলে খাওয়ায়। স্ত্রী তাকে বলে কি করছ মা দেখছে। প্রবীন হেসে বলে বারে দেখুক মা-ই তো দেখছে। আমাদের বাবাকেও দেখতাম মাকে খাইয়ে দিত তাই না মা। ছেলের কথা শুনে মা যেন লজ্জা পায়। আচ্ছা মা, বাবার মৃত্যুবার্ষিকী তো এসে গেল। আগামী সপ্তাহে। হঠাৎ মা কথাটি শুনেই মনে মনে ভাবলেন মৃত্যুবার্ষিকীতে ছোট ছেলের কাছে তার যাবার একটা সুযোগ তো আছেই। তাই মা কথাটি বলেই ফেললেন।

প্রবীন আমাকে তোর বাবার মৃত্যুবার্ষিকীতে রঞ্জুর ওখানে পাঠিয়ে দে। তোর বাবার মৃত্যুর দিনটিতে আমি ওখানেই থাকতে চাই।

শাশুড়ি মার কথা শুনে কিছুটা খুশি হয়ে ওঠে নীলা প্রবীনের স্ত্রী। রান্না থামিয়ে এগিয়ে এসে বলে, - মা যখন চাইছে তাহলে তাই কর। তাতে মারও ভাল লাগবে। আজই রঞ্জুকে ফোন করে দাও। মাকে দু'এক দিনের মধ্যেই নিয়ে যাক।

প্রবীন না বুঝলেও মা ঠিকই অনুভব করলেন তার ছেলেবৌ মনে মনে খুশিই হল তার এই চলে যাওয়াতে। প্রবীন ছোট ভাইকে ফোন করে বলে দিল। মার মন স্বস্তিবোধ করল। শত হলেও স্বামীর ভিটে। একটা নারীর জীবনে এর যে কতটা গভীর অনুভব সেটা শুধু সেই নারীই বোঝে। ছেলের বাড়িতে সোনার থালায় ভাত দিলেও সে সুখ মেলেনা, যে সুখ পান্তাভাতে ও স্বামীর ভিটেতেই মেলে। বাড়িতে ফিরবে শুনে মা তার ব্যাগ গুছিয়ে নিলেন। একটা বাক্স সব সময় তার রেডি করা থাকে। ছমাস ছমাস করে তাকে এই বাক্সসহ চলতে হয়। বাক্সের ভেতরে তার কিছু কাপড়, কিছু পুরনো ছবি। একটা ছবির ফ্রেম তার স্বামীর স্মৃতি সব সময় সাথে সাথে রাখেন। বাক্সে আরেকটা জিনিস তিনি রাখেন যার কথা কেউ জানেনা। তার স্বামীর একজোড়া স্যাণ্ডেল আর একটা পাঞ্জাবী যেটা খুব পছন্দ করে তিনি ব্যবহার করতেন। এই স্মৃতিগুলো নিঃসঙ্গতায় তাকে শক্তি যোগাত। বাড়ির ভিটেতে সর্বত্রই তার স্বামীর স্মৃতি ঘেরা। যে ছ'মাস ছোট ছেলের কাছে থাকেন তিনি যেন আত্মবিশ্বাস ফিরে পান, মানসিক ভাবে সবল থাকেন। এই বিষয়টা আর কেউ লক্ষ্য না করলেও ছোটবৌ শিখা ঠিকই লক্ষ্য করেছে। তার মাও নিজের বাড়িতে থাকে তাকে মাস শেষে এঘরে ও ঘরে যেতে হয় না। তাই সে কিছুটা হলেও শাশুড়ির দিকটা অনুধাবন করতে পারে। তাই শিখা এবার শাশুড়িমাকে তার সাথেই রাখবে ভাবছে। বিষয়টা একটু হলেও অবাক হবার মত যেখানে একজন সন্তানের বোঝার কথা সেখানে শিখা পরের বাড়ির মেয়ে হয়ে বুঝতে পারছে বিষয়টা। তবে শিখা নিজেও একজন নারী একজন মা সেই আঙ্গিকেই বোধহয় তার ভেতরে আরেকজন নারীর কষ্টটা অনুভূত হয়েছে। মা যখন তার ব্যাগ গোছাচ্ছিলেন প্রবীন দরজার কোনে দাঁড়িয়ে শুনতে পেল মা গুন গুন করে গান করছেন। আপন খেয়ালে তিনি অনেকটা বাচ্চাদের মতই আচরণ করছেন। প্রবীন বুঝতে পারল মাকে সে এতোটা খুশি এতোটা উচ্ছসিত হতে দেখেনি আগে। তবে কি বাড়িতে যাবার খুশিতে? কেমন যেন মায়া হল তার। নিজেকে তার অপরাধী মনে হতে লাগল। এই ছ'মাসের হিসেবে তার খুশিটা কিসে একবারও কেউ ভাবেনি, বোঝেনি। প্রবীনের স্ত্রী পাশ থেকে হঠাৎ কাঁধে হাত রাখতেই প্রবীনের ধ্যান ভাঙ্গে সে কিছুটা চমকে ওঠে।

- কি ব্যাপার এখানে দাঁড়িয়ে কি দেখছ?

- প্রবীনের চোখ ছল-ছল করছিল, কোন রকমে মাথাটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে জবাব দিল

- কই না তো কি করছি? মা যাবে তো তাই দেখছিলাম মা কতটা খুশি আজ।

- হবেই তো শত হলেও নিজের বাড়িতে ফিরছে।

- ঠিক বলেছ নীলা নিজের বাড়ি তো নিজের বাড়ি। আমরা এভাবে তো কখনো ভেবেই দেখিনি যে মায়েরও নিজস্ব একটা ইচ্ছা আছে, মতামত আছে। আর আমরা কিনা আমাদের সুখ সুবিধার জন্য তাকে টানাহেঁচড়া করছি। কত সময় মা উদাস থেকেছে অথচ কখনো তার আসল কারণই বুঝতে চেষ্টা করিনি। নীলা দেখ, আজ মাকে কতটা উচ্ছসিত দেখাচ্ছে অথছ এই খুশিটাই আমরা উপলব্ধি করিনি।

প্রবীন কথাগুলো বলতে বলতে কিছুটা ইমোশনাল হয়ে পড়ে। তার স্ত্রী তাকে সরিয়ে নিয়ে বারান্দায় চেয়ারে বসায়।

- তুমি এতোটা ভেঙ্গে পরছ কেন? তোমার মা তো যাচ্ছেই তার বাড়িতে।

- নীলা তোমার তো স্বামীর ভিটে নেই আর থাকলেও সেখানে তোমার শেকড় গড়েনি। তাই হয়ত তুমি আমার মায়ের কষ্টটা বুঝতে পারছনা। আমিও এতদিন বুঝিনি আমার মা স্বশরীরে এখানে থাকলেও তার মনটা কেঁদেছে তার নিজের ঘরের জন্য যেখানে তার শেকড়। তাকে কিনা আমরা তুলে এনে এখানে ওখানে রাখছি। তার ভেতরের কষ্টটা একবারও ভাবিনি। আমি আজই রঞ্জুর সাথে কথা বলব। এখন থেকে মা তার নিজের বাড়িতেই থাকবে। বড়ভাইকেও আমি বলব। তবে এখন মাকে কিছু বলবনা। বাবার মৃত্যুবার্ষিকীতে আমরা সবাই বাড়িতে যাব। মাকে আমরা সারপ্রাইজ দেব, দেখো মা কতটা খুশি হয়, তুমি দেখো। দু'দিন পর রঞ্জু মাকে নিতে এলো। রঞ্জুকে দেখে মা যে কি খুশি। খুশিতে ছেলেকে জড়িয়ে ধরলেন। প্রবীন সেটা দেখে মাকে বলল, দেখ মা তার ছোট ছেলেকেই বেশী ভালবাসে। মা কথাটা শুনে হেসে বললেন,

- তোরা সবাই আমার কাছে সমানরে বাবা। আয় তুইও বুকে আয়।

প্রবীন এগিয়ে গেল। মা তাকেও জড়িয়ে ধরলেন। নাতী সজলও দৌড়ে গেল দাদী আমিও আছি কিন্তু। সবাইকে জড়িয়ে ধরে মা কেঁদে ফেললেন। প্রবীনের স্ত্রী বলল,

- মা তুমি কাঁদছ কেন?

চোখ মুছতে মুছতে তিনি বললেন- এতো খুশির জল মা, খুশির কান্না।

অনেক গল্প করে, সেই পুরনো দিনের কথা বলতে বলতে মধ্যরাত গড়াল। সবাই ঘুমালেও মায়ের চোখে যেন ঘুম নেই। বেশী খুশিতে যা হয়। সকাল হলেই নিজের বাড়ি ফিরছেন। কথায় বলে, রাজভোগেও সেই তৃষ্ণা মেটেনা যেটা ভাঙ্গা ঘরে নিজের ছাউনিতলে মেলে। সব ছেলের ঘরেই আরাম আছে, সুখ সুবিধা আছে কিন্তু তবুও মায়ের পরাণ স্বামীর ভিটের জন্যই হাহাকার করে। ভোর পাঁচটা নাগাদ পাখির কিচির মিচির শুরু হয়ে গেল। মাইকে আযান দিচ্ছে। মা বিছানা থেকে উঠে পড়লেন। সবাই তখনো ঘুম। বাথরুম সেরে হাত মুখ ধুয়ে মা একদম রেডি। ব্যাগ গুছিয়ে দরজার কাছে রাখলেন। নয়টা বাজতে বিশ মিনিট বাকি নীলা মাকে নাস্তা করতে ডাকল। ততক্ষণে সবাই টেবিলে এসে গেছে। প্রবীন মার কাছেই বসে গেল। মা তার মাথায় হাত রেখে হাসল। প্রবীন বলল,

- মা আমাদের ঘরটা খালি করে যাচ্ছ। তাড়াতাড়ি ফিরবে কিন্তু।

মা হেসে উত্তর দেয় পাগল ছেলে আসবই তো। ঘুরে ফিরে তোরাইতো আমার সব।

ঘড়িতে তাকিয়ে রঞ্জু তাড়াহুড়া করে উঠে পড়ে।

- মা তোমার খাওয়া হল, সাড়ে দশটার বাস কিন্তু ধরতেই হবে।

নীলা দেবরকে বলে, মাকে খেতে দাও। মা তুমি ধীর ধীরে খাও।

- আমি আর খাবনা বৌমা। পেট ভরে গেছে।

- একটা মাত্র চাপাতি খেলে রাস্তায় ক্ষুধা লাগবে তো।

প্রবীন নীলাকে বলে, মার জন্য দু'তিনটা কলা আর বিস্কেট ব্যাগে দিয়ে দাও। আর সাথে দু'বোতল পানি। আর শোন রঞ্জু রাস্তায় মাকে কোন বাইরের খাবার দিবিনা।

- তোমার কি মাথা খারাপ দাদা আমি নিজেই খাইনা আর মাকে খাওয়াব। চলো মা বের হতে হবে।

সজল দাদীর গলা ধরে মন খারাপ করে বলল,

- দাদী আবার কবে ফিরবে? আমি তো একা হয়ে গেলাম।

- কি যে বল সোনা, সবাই আছেনা।

- হু সবাইতো আর তুমি না। খুব শীঘ্রই ফিরবে কিন্তু।

- আগে যাই তো। তুমি এতোরাত জাগবেনা দাদু। কথা শুনবে সবার।

ঘর থেকে বের হবার সময় প্রবীন মার হাতে মাস্ক তুলে বলে, মাস্কটা সব সময় পড়ে থাকবে। জানি তোমার পড়তে ইচ্ছে করেনা তবুও সুস্থ থাকতে হলে পড়তেই হবে। আর রঞ্জু মাকে খেয়াল রাখিস।

- একদম টেনশন করোনা। আমি পৌঁছেই কল দেব।

বাসের ভিতরে জানালার কাছে বসালো মাকে। আশেপাশে অনেক মানুষ, সবাই মাস্ক পরেনি। বাস চালু হলে এক ফাঁকে মাও মুখের মাস্ক সরালেন। আনমনে অনেক কিছু ভাবছেন, পুরনো সুখের স্মৃতিতে তার মন ডুবে গেছে। যার অদৃশ্য উজ্জ্বল আভাতে চেহারায় নির্মল খুশির ছাপ ফুটে উঠেছে। বিয়ের পর এতগুলো বছর স্বামীর ভিটেতে তার জীবন যাপন, সন্তান লালন পালন তাদের বেড়ে ওঠা। তাকে কি ভুলে থাকা যায়? যেখানেই যান, রাজপালঙ্কে ঘুমালেও সেই সুখ নেই, যে সুখ তার স্বামীর ভাঙ্গা ডেরায় তিনি অনুভব করেন। আজ হয়ত সেই ভাঙ্গা ঘর, পুরনো ঘর নেই। ছেলেরা নতুন দালান তুলেছে কিন্তু মাটি, গাছপালা, আলো-বাতাস তো বদলাতে পারেনি কেউ। চোখ বন্ধ করলেই মা সবকিছু দেখতে পান। তার অতীতের দিনগুলো চোখের সামনে জীবন্ত হয়ে ওঠে। তিনি কাউকে তার সেই অনুভূতিটা প্রকাশ করতে পারেন না, বোঝাতে পারেন না। হয়ত তার বয়সে পৌঁছলে এক এক করে এই বোধ সবার ভেতরেই তৈরী হয়। মা চলছেন তার নিজের বাড়িতে নিজের অস্তিত্বের কাছে। যেখানে তার মন খারাপের অবকাশ থাকবেনা, বিষাদের জানালা থাকবেনা। যেখানে আমৃত্যু তিনি সুখানুভূতিতে বাঁচবেন, আর ভাবছেন, এ আমার ঠিকানা একান্তই আমার॥

শিক্ষায় প্রগতি ও শান্তি

৫০ বছর পূর্তির সুবর্ণ জয়ন্তী

দড়িপাড়া সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ার প্রাথমিক বিদ্যালয়

গ্রাম: দড়িপাড়া, পো: অ: কালীগঞ্জ, জেলা: গাজীপুর।

জুবিলী লটারী ফলাফল

সংশ্লিষ্ট সকলের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে দড়িপাড়া সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ার প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ৫০ বছর পূর্তির সুবর্ণজয়ন্তী মহোৎসবের লটারি ড্র ফলাফল নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

পুরস্কার	কূপন নং
১ম পুরস্কার (১টি) ৫০,০০০ টাকা	১৫৮২০
২য় পুরস্কার (১টি) ২০,০০০ টাকা	১৫৬৭৫
৩য় পুরস্কার (১টি) ১৫,০০০ টাকা	১৪৫১৪
৪র্থ পুরস্কার (১টি) ১০,০০০ টাকা	১৫৮৮২
৫ম পুরস্কার (১টি) ৫০০০ টাকা	৬৪৯৫
৬ষ্ঠ থেকে ১১তম পুরস্কার (৬টি) প্রতিটি ২,০০০ টাকা	১৩১৪, ৮৫৫২, ১০৯৫৭, ১১৪১২, ১২৪৭৭, ১৫০৩০
১২ থেকে ১৮ তম পুরস্কার (মোট ৭ টি) প্রতিটি ১,৫০০ টাকা	৩২৪৯, ৭৬৫৬, ৭৬৮২, ৯৫৭৫, ১৬২৬৭, ১৮০৭২, ১৯৩৬৭
১৯ থেকে ২৬তম পুরস্কার (মোট ৮ টি) প্রতিটি ১,০০০ টাকা	৩১১৮, ৪৯৫৩, ৭৩১৫, ৮২৭৯, ৯৯০২, ১৩৫২৫, ১৯৫০৭, ১৯৭৬০
২৭ থেকে ৩৫ তম পুরস্কার (মোট ৯ টি) প্রতিটি ৭০০ টাকা	৫৬৭, ৮২৭, ৪৬৭৯, ১০৭২৫, ১৫০৭১, ১৫৬৬৭, ১৬৬৯৮, ১৭০৯৪, ১৮৩৬৪,
৩৬ থেকে ৫০তম পুরস্কার (মোট ১৫ টি) প্রতিটি ৫০০ টাকা	০৯৩, ১৫৭৭, ২৬৬৬, ৫৬৭৫, ৬৪৭৪, ১০২৪৬, ১০৪০৪, ১০৮৬৯, ১১১৪৫, ১২৪২৬, ১২৫৪০, ১২৭৮১, ১৫৫৪১, ১৭৫০৮, ১৯৩৫৭

১। পুরস্কার বিজয়ীদের পুরস্কার গ্রহণের সময় অবশ্যই নিজ কপি সাথে আনতে হবে।
২। কোন প্রকার কাটা বা ছেঁরা লটারী কূপন গ্রহণযোগ্য নয়।
৩। পুরস্কার বিজয়ীদের কূপন নম্বর ইতোমধ্যে জুবিলী নিজস্ব ফেইজবুক পেইজে প্রকাশ করা হয়েছে।
৪। পরবর্তী ৩০ দিনের মধ্যে পুরস্কার গ্রহণ করতে হবে।
৫। পুরস্কার গ্রহণের জন্য স্কুল ম্যানেজিং কমিটি বা নিম্নোক্ত মোবাইল নাম্বারে যোগাযোগ করতে হবে।

ধন্যবাদান্তে,

রঞ্জন এ রোজারিও — আহ্বায়ক, লটারী কমিটি
উৎপল এ রোজারিও — ট্রেজারার, লটারী কমিটি
অজিত এল রোজারিও — সদস্য সচিব, লটারী কমিটি

যোগাযোগে ও প্রয়োজনে : ফোন : ০১৭১৬৪৬০৬১১, ০১৭৫৪২৪৭২৮৯, ০১৭০১২১৩৫৯৯
ফেসবুক : সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ার প্রাথমিক বিদ্যালয়, দড়িপাড়া (সুবর্ণ জয়ন্তী ২০২২)

বিজ্ঞ/২৬/২২

নটর ডেম বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ
নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

ক্রমিক নং	পদের নাম	সংখ্যা	শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও বয়স
১	গ্রন্থাগার সহকারি	১	যে কোন বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি। গ্রন্থাগার বিষয়ে ডিপ্লোমা/সার্টিফিকেট থাকতে হবে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অন্তত ২ বছর কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
২	জুনিয়র আইটি টেকনিক্যাল সাপোর্ট অফিসার	১	কমপক্ষে এইচএসসি পাস। PC Hardware, software applications, LAN, WAN, router, switch, network সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকতে হবে। সংশ্লিষ্ট কাজে কমপক্ষে ১ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
৩	ইলেকট্রিশিয়ান (পুরুষ)	১	ABC লাইসেন্সধারী হতে হবে। কমপক্ষে ১ বছরের ইলেকট্রিশিয়ান কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বয়স সর্বোচ্চ ৩৫ বছর।
৪	গার্ডেনার/সাপোর্টিভ স্টাফ (পুরুষ)	১	কমপক্ষে জেএসসি/অষ্টম শ্রেণি পাস। প্রয়োজন অনুসারে যে কোন কাজ করার মনমানসিকতা থাকতে হবে। সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে হবে। বয়স সর্বোচ্চ ৩০ বছর।
৫	পরিচ্ছন্নতা কর্মী (পুরুষ)	১	কমপক্ষে জেএসসি/অষ্টম শ্রেণি পাস। পরিচ্ছন্নতা বিষয়ক যে কোন কাজের মনমানসিকতা থাকতে হবে। সংশ্লিষ্ট কাজে অভিজ্ঞকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে হবে। বয়স সর্বোচ্চ ৩০ বছর।

আগ্রহী প্রার্থীগণকে পরীক্ষায় পাশের প্রাপ্ত বিভাগ, জিপিএ ও পাশের সন উল্লেখপূর্বক পূর্ণাঙ্গ জীবনবৃত্তান্ত, সম্প্রতি তোলা ২ কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি, শিক্ষাগত যোগ্যতার সকল সনদপত্রের কপি, নাগরিকত্ব সনদ ও অন্যান্য অভিজ্ঞতার সনদের কপিসহ **আগামী ২৯ জানুয়ারি ২০২২** তারিখের মধ্যে **ডিরেক্টর, হিউম্যান রিসোর্সেস ডিভিশন, নটর ডেম বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ, ২/এ, আরামবাগ, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০** এই ঠিকানায় পৌঁছাতে হবে।

বিজ্ঞ/২৯/২২

মৃত্যু
সাগর জে তপ্ন

কেউ করে সাজগোজ
কেউ বা দেয় ভোজ,
কেউ করে না আমায় গ্রহণ
গ্রহণ করি আমি রোজ।
কেউ করে অপেক্ষা
কারও জন্য নিরাশা,
ওপারে যাবার এটাই পথ
এটাই আমার আশা।
সর্বজীবে করে যে দয়া
আপনজনে মায়া,
দয়ার জন করে গ্রহণ
মায়ার জন করে না।
তোমাদের মধ্যে যত বাছ-বিচার
আমার কাছে এ কোন ছার,
ধনী-গরীব নেই ভেদাভেদ
নেই আমার কাছে কোন আকার।
কেউ দেখে, কেউ দেখে না
কেউ হয় স্তব্ধ,
আমি নীতিবান, আমি নিষ্ঠাবান
আমি মৃত্যু আমি অন্ধ।

ধর্মশহীদ পল
মার্সেল কান্টা

ধর্মশহীদ পল, তুমি বিশ্বাসে অটল--
তোমার দীক্ষামন্ত্রে মোরা যিশুর
সেনাদল।।

প্রভুর নিঃস্ব পালক বেশে,
মুক্তির বাণী দেশে দেশে,
দুঃখ কষ্ট বাঁধা বিঘ্নে, অসীম মনোবল।।

তুমি শ্রেষ্ঠ প্রচার গুরু,
মঙ্গলবার্তার বর্ষণ শুরু,
কলম ধরে যুদ্ধ করে জগত দখল।।

সাক্ষ্যমরের রক্তের কণা,
অমর বীজের লক্ষ দানা,
যুগে যুগে নিত্য ফুটে আলোর শতদল।।

তোমার দীপ্ত জীবন জ্ঞানে,
ত্যাগের মশাল জ্বালাও প্রাণে,
নম্র পথে করি যেন জগতের মঙ্গল।।

যদি প্রসন্ন হও
ডেভিড পিটার পালমা

ভালবেসে এসেছিলে তাই
ফিরবার পথ পেলে
ত্যাগের মন্ত্র শিখেছিলে বলে
নিজেকে প্লাবিত করলে।
কুয়াশা বিধৌত সকাল
রৌদ্র চুম্বনে সখ্যতা গড়ে
সব আয়োজন হলো সারা
পরে রইলো স্মৃতি পুষে রাখবার।
পুরোহিত,
তোমার আছে চন্দন, প্রদীপ, ধূপ-ধূনো
আছে জবা, দূর্বা, সিঁদুর
রুটি, দ্রাক্ষারস, পানপাত্র
তোমার বেদীপীঠে আমিও আছি
২৬টি পদ্ম
কৃপা করে, তোমার যজ্ঞে
আমাকে খোয়াতে দিও।

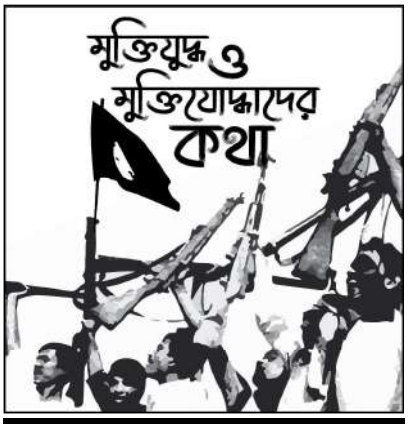

হিউবার্ট অরুন রোজারিও

মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ ছিল ৯ মাসের জন্য অত্যন্ত বিপদসংকুল ও বেদনাদায়ক। বাংলাদেশের সেনাবাহিনী ও যুবক যুবতীদের সমন্বয়ে যোদ্ধারা হানাদার পাকিস্তানী বাহিনীর চতুর্মুখী আক্রমনে নাস্তানাবুদ হয়ে পিছু হাঁটতে বাধ্য হয়েছিল। হানাদার পাকিস্তানী সশস্ত্র বাহিনীর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এক লক্ষ সৈন্যদলের বিরুদ্ধে ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের মাত্র পাঁচটি ইউনিটের, স্বল্প সংখ্যক বাঙালি অফিসারদের নেতৃত্বে যুদ্ধ করে দেশ শত্রুমুক্ত করা ছিল এক দুরূহ স্বপ্ন।

তারপরও প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসী দুর্দম্য চৌকস স্বল্প সংখ্যক বাঙালি অফিসার ও সৈনিকগণ, ইপিআর, পুলিশ ও সাধারণ যুবক-ছাত্রের দল, পৃথিবীর সমস্ত মায়া-মমতা ত্যাগ করে, প্রায় শূন্য হাতে, গোলন্দাজ সাহায্য ছাড়া অপরিসীম সাহস ও ত্যাগে যুদ্ধ করে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে শুধু দেশকে শত্রুমুক্ত করার জন্য। এই বাহিনীতে যোগ দিয়েছে, অনেক ছাত্র-ছাত্রী, কৃষক-মজুর, বাঙালি যুবসমাজ।

এত অধিক সংখ্যক যোদ্ধাদের ট্রেনিং, অস্ত্র সংগ্রহ ও নেতৃত্ব দেয়ার জন্য প্রয়োজন হয়ে পড়ে সুশিক্ষিত কমিশন্ড অফিসারের। বাংলার প্রধান সেনাপতি কর্নেল আতাউল গণি ওসমানীর সমন্বয়ে "ওয়ার ফোর্স" চালু করেন ৪ এপ্রিল তেলিয়াপাড়া চা বাগানে ঐতিহাসিক সভায় সমগ্র বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে বিভক্ত করা হয়। নেতৃত্ব দেয়া হয় কমাণ্ডারদের অধীনে। সেই সভায় মুক্তিযুদ্ধকালীন একটি জাতীয় সরকার গঠনের জন্য সুপারিশ করা হয়। সেই সিদ্ধান্ত অনুসারে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন রাজনৈতিক নেতাগণ সৈয়দ নজরুল ইসলামকে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি করে প্রথম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গঠন করা হয়। ১৭ এপ্রিল এই সরকারের মন্ত্রীপরিষদের সদস্যগণ মুজিব নগরের বৈদ্যনাথ তলায় শপথ গ্রহণ করেন, বাঙালি, পুলিশ, আনসার ও ইষ্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈন্যগণ অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট নজরুল ইসলাম ও প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদকে গার্ড অব অনার সেলুট দেন, বাংলাদেশের সেনাধ্যক্ষ জেনারেল ওসমানী। কোলকাতায় প্রথম ক্যাবিনেট সভায়, তেলিয়াপাড়ার সভার সকল সিদ্ধান্তকে অনুমোদন করা হয়। অপ্রতিরোধ্য যুদ্ধ পরিচালনার জন্য; অস্ত্র ও গোলা বারুদের সহজ প্রাপ্তির জন্য, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সমর্থন ও সাহায্য আদায় করার জন্য এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সহায়তাকারী দেশ ভারতের সাথে সমন্বয় রাখার জন্য এই নতুন বাংলাদেশ সরকার অপরিসীম অবদান ও ত্যাগ তিতিক্ষা করে গেছেন।

ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে আরও ব্যাটেলিয়ান ও ব্রিগেডের গঠন করা অত্যন্ত জরুরী হয়ে ওঠে। মুজিবনগর সরকার একটি নিয়মিত বাংলাদেশ সেনাবাহিনী গঠনের উদ্দেশে অফিসার তৈরীর প্রশিক্ষণের জন্য একটি মিলিটারি একাডেমী গঠন করেন। ভুটান সীমান্তে মূর্তি নদীর পাড়ে। বাংলাদেশ ওয়ার ফোর্স চালু করা হয় মাত্র ১৪ সপ্তাহ প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে। এই প্রশিক্ষণের সার্বিক দায়িত্ব গ্রহণ করেন ভারতের সরকার এবং ভারতের বিশাল সামরিক বাহিনীর অফিসারগণ। ভারতীয় সামরিক অফিসার ব্রিগেডিয়ার আরপি সিংহ এর দায়িত্ব পালন করেন। এই ১৪ সপ্তাহ ওয়ার ফোর্স ছিল খুবই কষ্টদায়ক এবং ক্যাডেটদের জন্য বিরাট চ্যালেঞ্জ।

মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্য থেকে মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে সেনাবাহিনীতে যোগদানে ইচ্ছুক যোদ্ধাদের বাছাই করে সূর্তি সেনা একাডেমিতে প্রেরণ করা হয়। এটাই বাংলাদেশ অফিসারদের প্রথম ব্যাচ। ৯ আগস্ট ৬১ জন দুর্ধর্ষ তরুণ অফিসার কমিশন প্রাপ্ত হন। একটি সুশৃঙ্খল কুচকাওয়াজের বার্টমেন্ট মাধ্যমে ৬১জন প্রথম ব্যাচের অফিসারদের সার্টিফিকেট বার্চমেন্ট দেয়া হয়। সালাম গ্রহণ করেন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমেদ এবং সেনাধ্যক্ষ জেনারেল এজিএম ওসমানী। বিশ্বের সামরিক ইতিহাসে এত দ্রুত ও সাধারণ বাচিং আউট প্যারেড আর কোথাও দেখা যায় না। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের আওয়ামী লীগের নিউজলেটার "জয় বাংলা" পত্রিকায় ফটোসহ এই রিপোর্ট প্রকাশিত হয়।

পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর সাথে সম্মুখ যুদ্ধে এই প্রথম ব্যাচের তিনজন অফিসার শাহাদাৎ বরণ করেন। স্বাধীনতা যুদ্ধে অসামান্য অবদানের জন্য একজনকে "বীর উত্তম" দুজনকে "বীর বিক্রম" এবং ১৭ জনকে "বীর প্রতীক" খেতাবে ভূষিত করা হয়। তারা সকলেই ছিলেন আমাদের সেনাবাহিনীর গৌরব ও দেশের উজ্জ্বল নক্ষত্র। তারা একটি নতুন দেশ সৃষ্টির মাধ্যমে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন॥

সূত্র: কর্ণেল আব্দুল হকের লেখা পুস্তক।

বিক্রয় হচ্ছে! বিক্রয় হচ্ছে!! বিক্রয় হচ্ছে!!!

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি'র

জীবন-চরিত

সকলকে আনন্দের সাথে জানাতে চাই যে কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি'র **"জীবন-চরিত"** গ্রন্থটি বিগত ১ জানুয়ারি ২০২২ খ্রিস্টবর্ষে প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থটির পর্যাপ্ত কপি বিক্রয়ের জন্যে প্রস্তুত আছে। এই গ্রন্থটিতে আপনারা তাঁর জীবনের প্রথম থেকে অদ্যাবধি ঘটে যাওয়া সকল বিষয়ে যেমন অবহিত হতে পারবেন তেমনি ভক্তজনগণ তাঁকে কিভাবে দেখেন তারও প্রতিফলন দেখতে পাবেন। সেই সাথে পরম পিতা ঈশ্বরের মহান কৃপা তাঁর জীবনে কত বিচিত্রভাবেই না প্রকাশ পেয়েছে তাও বিবৃত আছে। গ্রন্থটি হতে পারে তাঁকে নিয়ে গবেষণা করার অন্যতম একটি উপাদান। সেই সাথে কার্ডিনাল মহোদয়ের বংশাবলী সম্পর্কেও সবিশেষ তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে। তাই আপনার কপিটি আজই সংগ্রহ করুন। শুভেচ্ছা **মূল্য মাত্র ২০০ টাকা**।

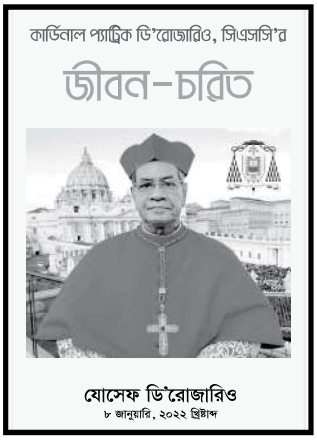

প্রাপ্তিস্থান: ১. সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর সকল বিক্রয় কেন্দ্র ২. সিবিসিবি সেন্টার, ৯২ আসাদ এভিনিউ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা

এ্যাঞ্জেল

ছনি মজেছ

এলার্ম ঘরিটা বেজেই চলছে। একরাশ বিরক্তি আর ঘুমে জড়ানো অলসতায় কম্বলের ভেতর থেকে হাত বাড়িয়ে খুঁজে ফিরছে ঘড়িটা। হাতে লাগতেই শব্দটা থেমে গেল। উহু আর না এবার উঠতে হবে। ওঠো সোনা, আমার লক্ষ্মীবাবা এবার ওঠে পড়ো নানা আদরমাখা বিশেষণ। ঘুমে জড়ানো ছোট চোখদুটো ঘষে নিয়ে ভুবন মায়ের কাছে আকুতি জানায় উম..মা! আরেকটু ঘুমিয়ে নিই! ওরে আমার পাখিরে, আর ঘুমুতে হবেনা; আজ স্কুলের শেষদিন কাল থেকে যত খুশি ঘুমিয়ে নিয়ো বলেই ছেলেকে কোলে তুলে বুকে জড়িয়ে সোজা ওয়াশরুমের সামনে নামিয়ে দেয়, যাও বাবা ওয়াশ রুম থেকে একেবারে ফ্রেশ হয়ে জামা পড়ে সোজা ডাইনিং টেবিলে চলে এসো। সপ্তাহে পাঁচ দিনই ভূবন সোনার "স্বপ্নের ভূবনের" প্রতি প্রত্যুষের এই গল্প। ভূবন ক্লাশে খুবই ভাল। শিক্ষকমণ্ডলী ভূবনের প্রতি যথেষ্ট যত্নশীল কারণ প্রতিবছর ওর কাছ থেকে নতুন কোন চমকের অপেক্ষায় থাকে সবাই। ক্লাশে শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ যখন ছোট ছোট প্রশ্নগুলো ছুড়ে দেয়, ভূবন অবলীলায় জবাবগুলো নিজের মত করে উপস্থাপন করে প্রতিবারই। ভূবন জানে, মা যা শিখিয়ে দিয়েছে তাতে ভুল হবার কোন সুযোগই নেই। মার কথাগুলো ভূবন ঠিক ঠিক মেনে চলত। মার প্রথম কথা "শুধু মুখস্ত করলে ভুলে যেতে পারো। তাই আগে বুঝে নাও দেখবে সব মুখস্ত হয়ে গেছে আর ভুলে যাবার কোন কারণ থাকবেনা।" বাবার কথাও ভূবন মেনে চলে আর তাইতো ক্লাশের শিক্ষকদের কোন একটা কথা মোটেও ভুলে যায়না। বাসায় ফিরে ঠিক মাকে আর বাবাকে পুরো বিষয়টাকে শিক্ষকের মত করে বুঝিয়ে দেয় এতে বেশ মজাও লাগে ভূবনের নিজেকে কেমন টিচার টিচার লাগে তখন। বাবার কথাটা ওর মনে ঠিক গেঁথেই গেছে বাবা বলে ছিলো "ক্লাশে এমন ভাবে মনোযোগ দিবে যেন ব্ল্যাকবোর্ডে একটা দাগ দিলেও সেটা মনে থাকে।

ছুটির পর মাঠের পাশে সিমেন্টের লম্বা লম্বা বেঞ্চপাতা তাতে ব্যাগটা নামিয়ে পানির ফ্লাক্স থেকে একঢোক জল মুখে নেয়। পুনরায় ব্যাগের পাশের অংশে ফ্লাক্সটা রেখে চোখ ঘুরাতেই তার খুব প্রিয় শ্রেণি শিক্ষিকা কথিকা সামনে দাঁড়ায়। কি ভূবন বসে আছো কেন মা আসেনি? না ম্যাম! ম্যাম কাছে এসে বেঞ্চে বসেন স্নেহের চোখে। আচ্ছা ভূবন আজতো আমি কোন বই থেকে পড়াইনি, তুমি কি কি মনে রেখেছো? ভূবন এক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকে ম্যামের দিকে। আপনি বলেছেন "ছোট শিশুরা স্বর্গদূতের মত মানে এ্যাঞ্জেল! কারণ শিশুরা পবিত্র কোন পাপ তাদের ছুঁতে পারে না, তারা মিথ্যে বলে না, বাবা-মা গুরুজনদের কথা শোনে, সবাইকে সম্মান করে। আপনি আরো বলেছেন আমাদের প্রত্যেকের সাথে একজন করে এ্যাঞ্জেল আছে যারা আমাদের সবসময় পরিচালিত করে, যারা আমাদের মনের ভিতর সৎবুদ্ধি দেয়, ভালো কাজে অংশগ্রহণ করায় আর সব সময় আমাদের মাথার ওপর ছায়ার মত থাকেন আমাদেরকে বিপদ থেকেও রক্ষা করেন।"

বাহ্ তুমিতো সম্পূর্ণ ক্লাশে মনোযোগি ছিলে বাবা; আশীর্বাদ করি তুমি অনেক বড় হবে। ম্যাম ওঠে দাঁড়ায় একটা তৃপ্তি আর প্রশান্তিভরা নিশ্বাস ছেড়ে ভূবনের দিকে তাকায়। বাবা তুমি কি তোমার এ্যাঞ্জেলকে দেখেছো? ভূবন বোকার মত তাকিয়ে থেকে মাথা নেড়ে বলে, না ম্যাম। ম্যাম হেসে বলেন আমি তোমার জীবনের দুজন এ্যাঞ্জেলকে দেখেছি.. একটু খুঁজে দেখার চেষ্টা কর ঠিক খুঁজে পাবে; তারা দুজনেই তোমাকে খুব ভালবাসেন, তোমাকে চোখে চোখে রাখেন, যত্ন নেন, সব সময় তোমার সকাল থেকে ঘুমোনো পর্যন্ত তোমাকে সুরক্ষিত রাখেন! আশা করি এইবার চেষ্টা করলে তুমি ঠিকই তাদেরকে দেখতে পাবে বলে স্কুলের গেটের দিকে এগুতে থাকেন। ভূবন ম্যামের চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে থাকে। ম্যামের কথাগুলো ভূবনকে বারবার প্রশ্ন করছে। সত্যিইতো আমার সাথে দুজন এ্যাঞ্জেল আছে অথচ আমি তাদের দেখতে পাচ্ছিনা কেন? তারা রোজ আমার পাশে থাকে, যত্ন নেয়, সুরক্ষা দেয় সব বিপদ থেকে আমাকে আগলে রাখে।

ভূবন.. সোনা আমার, বাবা আমার, যাদু আমার!" ডাকটা কানে লাগতেই গোটা শরীরে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল- ভূবন চোখ মেলে দেখলো মা এবং পেছনে বাবা হাতে ছোট একটা প্যাকেট নিয়ে। সহসাই সমস্ত আবেগ জুড়ে আনন্দের ঢেউ ওঠে ভূবনের। আবারও ম্যামের কথাটা মাথায় বেজে ওঠে "একটু চেষ্টা কর তুমি ঠিকই তোমার এ্যাঞ্জেল দুজনকে দেখতে পাবে।"

ভূবন সিমেন্টের বেঞ্চে বসে তাকিয়ে দেখে স্কুলের গেটের দিকে দুজন এ্যাঞ্জেল হাত বাড়িয়ে তার দিকে আসছে । এ দু'জন আর কেউ নয়, তারই মা ও বাবা॥

লেখা আহ্বান

সুপ্রিয় লেখক- লেখিকাবৃন্দ,

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র পত্রবিতানের জন্য পাঠিয়ে দিন আপনার সুচিন্তিত মতামত, বস্তুনিষ্ঠ ও বিশ্লেষণধর্মী লেখা।

ছোটদের আসরের জন্য শিক্ষণীয় গল্প, ছড়া, কবিতা এবং ছোটদের আঁকা ছবিও পাঠিয়ে দিতে পারেন।

লেখা পাঠাবার ঠিকানা

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫
E-mail : wklypratibeshi@gmail.com

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

খ্রিস্টীয় একতার জন্য প্রার্থনার সপ্তাহ: মহামারি থেকে সিনড পর্যন্ত খ্রিস্টীয় ঐক্য প্রচেষ্টা

বার্ষিক ঐক্য অষ্টাহের শুরু হয়েছে গত মঙ্গলবার (১৮ জানুয়ারি) এবং তা চলমান থাকবে ২৫ জানুয়ারি পর্যন্ত। এ বছর ঐক্য অষ্টাহ পালনের মূলভাব বেছে নেওয়া হয়েছে- "আমরা তাঁরই তারাটি উদিত হতে দেখেছি এবং আমরা এসেছি তাঁর চরণে প্রণাম জানাতে"- যার মধ্যদিয়ে জ্যোতির্বিদ পণ্ডিতদের ঘটনার কথা স্মরণ আনা হয় যারা পূর্ব দেশ থেকে বেথলেহেমে গিয়েছিল প্রতিশ্রুত রাজাকে প্রণাম জানাতে। গত রবিবারের দূত সংবাদ প্রার্থনার পর তীর্থযাত্রীদের পোপ মাহোদয় বলেন, বিভিন্ন পটভূমি ও ঐতিহ্যের খ্রিস্টানগণও একইভাবে পূর্ণ ঐক্যের পথে তীর্থযাত্রী যারা যিশুর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে কাছাকাছি আসতে পারে। মূলভাব সম্পর্কে বলতে গিয়ে খ্রিস্টীয় ঐক্য বিষয়ক পোপীয় কাউন্সিলের সেক্রেটারী বিশপ ব্রায়েন ফেরুরেল বলেন, এ বছরের মূলভাবটি আমাদের সকল খ্রিস্টানকে আমন্ত্রণ জানায় নিজেদের শিকড়ের দিকে ফিরে যেতে, যে শিকড় খ্রিস্ট যিশুতে প্রোথিত। বিশপ মহোদয় ব্যাখ্যা করে বলেন, শিশু যিশুকে প্রণাম জানাতে পূর্ব দেশ থেকে আগত তিনজন পণ্ডিতের বেথলেহেমে আগমন খ্রিস্টীয় একতার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এ বোধের কারণে যে, আমাদের খ্রিস্টানদের মধ্যে কখনোই একতা হবে না যদি না আমাদের একই বিশ্বাস ও পন্থা না থাকে, একই মুক্তি ইতিহাসকে গ্রহণ করা না যায়; যা শুরু হয়েছে যিশুর জন্ম সময় থেকে। একতার বার্ষিক প্রার্থনা সপ্তাহে সকল খ্রিস্টীয় মণ্ডলীর জন্য প্রার্থনার মধ্যদিয়ে কাথলিক মণ্ডলী সকল মণ্ডলীর সাথে পুনর্মিলনের উদ্যোগটিকে আরো সুদৃঢ় করে।

পোপ ফ্রান্সিস ও গ্রীক অর্থডক্স চার্চের আর্চবিশপ ২য় খ্রিসোস্তোমস, ডিসেম্বর ২০২১ খ্রিস্টাব্দে সাইপ্রাসে

খ্রিস্টীয় একতা ও পোপীয় যাত্রা: সম্প্রতি ভাতিকান নিউজের সাথে এক সাক্ষাৎকারে বিশপ ফেরুরেল খ্রিস্টীয় ঐক্যের বিভিন্ন দিকগুলো সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে জানান, এই মুহূর্তে পোপ মহোদয়ের বিভিন্ন দেশে প্রৈরিতিক যাত্রাগুলো খ্রিস্টীয় একতা বৃদ্ধিতে বিশেষ সহায়কের ভূমিকা পালন করছে। স্বাভাবিকভাবেই খ্রিস্টীয় একতা আনয়ন করা একটি দীর্ঘ যাত্রাপথ। শুধু একটি যাত্রা বা এক বছরের যাত্রার মধ্যদিয়েই তা শেষ তা নয়। বরং প্রতিটি যাত্রাই একতার একটি ব্লক তৈরি করে। পোপ মহোদয় যখন কোন দেশ ভ্রমণে যান ও সেদেশের অন্য খ্রিস্টমণ্ডলীগুলোর সাথে সাক্ষাৎ করে তাদের প্রতি তার দরদ, সম্মান ও গ্রহণীয়তা প্রকাশ করেন তা পারস্পরিক একতা ও পুনর্মিলনের একটি বড় পদক্ষেপ সৃষ্টি করতে পারে। করোনার সময় বিগত বছরগুলোতে পোপ মহোদয়ের ইরাক, গ্রীস, সাইপ্রাস, বুদাপেস্ট এবং স্লোভাকিয়া সফরগুলো খ্রিস্টমণ্ডলীগুলোর মধ্যে গভীর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক সৃষ্টি করেছে।

খ্রিস্টীয় একতা ও মহামারি: ঐক্য যাত্রায় আরেকটি প্রাসঙ্গিক বিষয় হলো কোভিড-১৯ মহামারি যা খ্রিস্টীয় ঐক্য গড়তে ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় প্রভাবই ফেলেছে বলে মনে করেন বিশপ ফেরুরেল। মহামারি একদিকে বিভিন্ন খ্রিস্টমণ্ডলীর খ্রিস্টানদের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি করেছে কেননা আমরা সকলেই একই মহামারিতে যন্ত্রণাদগ্ধ হচ্ছি। সেই সাথে মণ্ডলীসমূহ তাদের জনগণ ও সমাজকে মহামারির পরিণতি মোকাবেলা করে জীবনমানের উত্তরণ ঘটাতে কাজ করতে সহায়তা করছে। অপরদিকে বিভিন্ন চুক্তি সম্পাদন এবং খ্রিস্টীয় সংলাপের জন্য কাজ করতে প্রতিকূলতা সৃষ্টি হয়েছে। ইন্টারনেট বা অনলাইন মিটিং ভাল কিন্তু সেগুলো বিশ্বাসযোগ্যতা ও বোধগম্যতা সৃষ্টি করতে পারে না যা ঐশতাত্ত্বিক সংলাপের জন্য আবশ্যক। মহামারিতে সাড়া দিতে গিয়ে জীবনের বিভিন্ন স্তরে খ্রিস্টীয় একতার প্রভূত উন্নতি হয়েছে যদিও ঐশতাত্ত্বিক বিষয়ে মণ্ডলীর নেতৃবর্গের সাথে সংলাপ কার্যক্রম এগিয়ে নেওয়া সম্ভব হয়নি।

খ্রিস্টীয় একতা ও সিনডালিটি (সহযাত্রিকতা): বিশপ ফেরুরেল জানান, কাউন্সিল খুব শিঘ্রই বিশ্বের সকল বিশপ সম্মিলনীতে আমন্ত্রণ জানাতে যাচ্ছে, যাতে যখন ধর্মপ্রদেশ বা স্থানীয় মণ্ডলীগুলো সিনডের জন্য ধারাবাহিক প্রস্তুতি গ্রহণ করবে তখন তারা যেন তাদের সাথে সম্পর্কযুক্ত অন্য মণ্ডলীর সদস্যদের আহ্বান জানায় যাতে করে তারা তাদের চিন্তার প্রকাশ ঘটাতে পারে। এটি অত্যাবশ্যক কেননা সিনডাল প্রক্রিয়ায় আমরা যা করতে যাচ্ছি তা হলো মণ্ডলী ও পবিত্র আত্মা আমাদেরকে কি বলছেন। এটি প্রত্যেকটি ধর্মপ্রদেশ ও স্থানীয় মণ্ডলীর জন্য একটি অপূর্ব সুযোগ তাদের নিজেদের এলাকায় নতুন ও গভীর খ্রিস্টীয় একতাময় সম্পর্কের দ্বার উন্মুক্তকরণের। সর্বোপরি বিশপ মহোদয় সকলকে আহ্বান করেন যেন সকলে প্রার্থনা অব্যাহত রাখে যাতে একদিন সকল খ্রিস্টানদের মাঝে পরিপূর্ণ একতা আসে।

আশার তীর্থযাত্রা: ২০২৫ খ্রিস্টাব্দে জয়ন্তী বর্ষের মটো

মঙ্গলবাণী ঘোষণায় পোপীয় কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট জানান, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া জয়ন্তীকে সর্বোত্তমভাবে প্রস্তুত করার জন্য পোপ মহোদয় নির্দেশনা দিয়েছেন। ৩ জানুয়ারি সাধারণ অধিবেশনে পোপ মহোদয়ের সাথে সাক্ষাতের পর আর্চবিশপ ফিসিচেল্লা জানান যে, মিটিং এর সময় পোপ মহোদয় আসন্ন জয়ন্তীর প্রস্তাবিত মটো অনুমোদন দিয়েছেন। আর তা হলো- আশার তীর্থযাত্রা। আর্চবিশপ ফিসিচেল্লা ব্যাখ্যা করে বলেন, অন্যান্য মটোর মতো এটিও সমগ্র জয়ন্তী যাত্রার অর্থকে একদিকে চালিত করবে। মটোর নির্ধারিত শব্দ দু'টো তীর্থ ও আশা- দু'টোই পোপ ফ্রান্সিসের পোপীয় শাসনামলের কেন্দ্রিক বিষয়। যদিও প্রস্তুতি ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে তথাপি সামনের দু'টি বছরে জয়ন্তী প্রস্তুতিকল্পে অনেক কাজ রয়েছে। কাজগুলোর মধ্যে প্রাধান্যের ভিত্তিতে অন্যতম একটি হলো- তীর্থযাত্রী ও বিশ্বাসীদের যথাযথ স্বাগত জানানো। পুণ্যবর্ষে বিশাল সংখ্যক তীর্থযাত্রীকে রোম প্রত্যাশা করছে এ আশা নিয়ে যে সময়ের পরিক্রমায় স্বাস্থ্য ঝুঁকি কমে যাবে।

আটককৃত ৭ জন সিস্টারকে মুক্তি দিল ইথিওপিয়া

গত বছর নভেম্বরে ইথিওপিয়ার নিরাপত্তা বাহিনী দ্বারা আটককৃত টাইগ্রিয়ান জাতিগোষ্ঠীর সাতজন কাথলিক সিস্টারকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে এবং তারা সুস্থ আছে বলে জানানো হয়েছে। তাদের মধ্যে ৬জন হলেন সাধু ভিনসেন্টের ডটার্স অফ চ্যারিটি এবং ১জন উরস্যুলিন ধর্মসংঘের। ভাতিকানের ফিদেস নিউজ এজেন্সী জানায় সিস্টার লেতেমেরীয়ান সিভাত, তিবলেতটস তেউম, আবেবা তেজফা, আবেবা হাগোস এবং আবেবা ফিতভি সাধু ভিনসেন্টের ডটার্স অফ চ্যারিটি ধর্মসংঘের এবং সিস্টার আবরাহেট তেরেসমা উরস্যুলিন সংঘের। সিস্টারগণ গত ৩০ নভেম্বর ২০২১ খ্রিস্টাব্দে অপহৃত হন। তাদেরকে তিগ্রে পিপলস্ লিবারেশন ফ্রন্টকে সমর্থন করার অভিযোগে অপহরণ করে আটক করা হয়। এখনো ২ জন ডিকন ও কবোর ২জন সিস্টার আটক আছেন।

- তথ্যসূত্র : *news.va*

নবাই বটতলা ধর্মপল্লীতে রক্ষাকারিণী মা মারীয়ার তীর্থ উৎসব উদ্‌যাপন

বরেন্দ্রদূত রিপোর্টার ▯ প্রতিবারের ন্যায় এবারও ১৬ জানুয়ারি, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ রক্ষাকারিণী মা মারীয়ার তীর্থস্থানে ভাব-গাম্ভীর্য পরিবেশে ও স্বাস্থ্য বিধি মেনে তীর্থ উৎসব উদ্‌যাপন করা হয়। এই তীর্থ উৎসবকে কেন্দ্র করে গত ৭ জানুয়ারি থেকে ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে ১টা পর্যন্ত এবং বিকাল ৪:৩০ মিনিট থেকে ৫:৩০ মিনিট পর্যন্ত নভেনা, পাপস্বীকার সংস্কারগ্রহণ ও খ্রিস্টযাগের মাধ্যমে খ্রিস্টভক্তগণ তাদের আধ্যাত্মিক প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। এ নভেনা অনুষ্ঠানে আশেপাশের বিভিন্ন ধর্মপল্লী থেকে প্রতিদিন ভিন্ন ভিন্ন দল এসে তাদের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন।

১৬ জানুয়ারি খ্রিস্টযাগের আগে অনুষ্ঠিত হয় পবিত্র ক্রুশের পথ। ক্রুশের পথের পরপরই পবিত্র খ্রিস্টযাগের মধ্যদিয়ে তীর্থের মূল অনুষ্ঠান শুরু হয়। সকাল ৯:৩০ মিনিটে শোভাযাত্রা সহযোগে পবিত্র খ্রিস্টযাগ শুরু হয়। পবিত্র খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন শ্রদ্ধেয় বিশপ জের্ভাস রোজারিও। এছাড়াও ১৮জন যাজক, ৩৫জন সিস্টার ও প্রায় ৭০০০ খ্রিস্টভক্ত খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করেন।

বিশপ মহোদয় তার উপদেশে বলেন, আজ আমরা এই নবাই বটতলায় এ তীর্থস্থানে এসেছি রক্ষাকারিণী মা মারীয়ার মধ্যদিয়ে ঈশ্বরের আশীর্বাদ ও কৃপা লাভ করতে। সেই সাথে আমরা যে মানত করেছি তা পূরণ করতে কিংবা কেউ এসেছি নতুনভাবে মানত করতে। 'আমরা জানি ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে আশ্চর্যজনকভাবে রক্ষাকারিণী কুমারী মারীয়ার মধ্যস্থতায় পাক হানাদার বাহিনীর হাত থেকে এই নবাই বটতলার গ্রামবাসীগণ রক্ষা পেয়েছিলেন। সে দিনকে বা রক্ষাকারিণী মা মারীয়ার সেই আশীর্বাদের কথা স্মরণ করেই এই তীর্থস্থান গড়ে উঠেছে। বর্তমানে, বিশ্বে আবারও করোনা ভাইরাস বেড়ে চলেছে এবং এর হাত থেকেও মা মারীয়াই আমাদের রক্ষা করবেন। তাই আসুন আজ আমরা মায়ের কাছে প্রার্থনা করি যেন তিনি ঈশ্বরের কৃপা আশীর্বাদদানে আমাদের এ বিশ্ববাসীকে সমস্ত বিপদ আপদ ও ভয়-ভীতি থেকে মুক্ত করেন।' রক্ষাকারিণী মারীয়ার তীর্থের খ্রিস্টযাগের পর তানোর, কাকন হাট ও গোদাগাড়ী অঞ্চলের মাননীয় সংসদ সদস্য আলহাজ ওমর ফারুক চৌধুরী রক্ষাকারিণী মা মারীয়ার তীর্থস্থান পরিদর্শন করতে এসে সকলকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। সবশেষে নবাই বটতলা ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার মাইকেল কোড়াইয়া সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও সবার মঙ্গল কামনা করে এর সমাপ্তি ঘোষণা করেন॥

কাফরুলে "আগমনকালীন নির্জন ধ্যান"

হেলেন সমদ্দার ▯ বিগত ১৭ ডিসেম্বর ২০২১ খ্রিস্টাব্দ সকাল ৯:৩০ মিনিটে কাফরুল ধর্মপল্লীতে আগমনকালীন অধ্যাত্মিক প্রস্তুতিমূলক **"নির্জন ধ্যানসভার"** আয়োজন করা হয়। শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন ফাদার পিটার শ্যানেল গমেজ ও সেই সাথে তিনি অত্যন্ত সহজ ও সুন্দরভাবে বড়দিনের তাৎপর্য তুলে ধরেন। তিনি বলেন, "পরিবারই হলো আধ্যাত্মিক জীবন গঠনের মূলভিত্তি। তিনি সকলের উদ্দেশে খ্রিস্টীয় আদর্শে জীবন-যাপনের আহ্বান জানান। নির্জন ধ্যান সভায় আরও ছিল পাপস্বীকার, পবিত্র আরাধ্য সংস্কারের আরাধনা এবং পবিত্র খ্রিস্টযাগ।

এরপর যিশুর জন্মকাহিনীর উপর বাস্তবধর্মী একটি নাটিকা উপস্থাপন করা হয়। প্রায় ৪০ জন খ্রিস্টভক্ত উপস্থিত ছিলেন। পরিশেষে টিফিনের মধ্যদিয়ে ধ্যানসভা শেষ করা হয়। এর পরের দিন ১৮ ডিসেম্বর শিশুমঙ্গল সংঘের সকল শিশু ও এনিমেটর নিয়ে আগমনকালীন নির্জন ধ্যানসভা অনুষ্ঠিত হয়। "হবে তাঁর আগমন" এই গানের মাধ্যমে নির্জন ধ্যান শুরু হয়, শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন সিস্টার মেরী ভায়া এসএমআরএ। শিশুমঙ্গল সংঘের পরিচালক ফাদার রোদন হাদিমা শিশুদের নিয়ে শিশুমঙ্গল বিষয়ে আলোকপাত করেন। এরপর পবিত্র শিশুমঙ্গল সংঘের টুপি পরিধানের মাধ্যমে র‍্যালি করে শ্লোগান দিয়ে শিশুদের নিয়ে গির্জা ঘরে প্রবেশ করেন। সিস্টার ঝুমা ও সিস্টার মারীয়া পিএমএস-এর দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং ফাদার রোদন হাদিমা শিশুদের পাপস্বীকার শোনার পর খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন। খ্রিস্টযাগ শেষে শিশুরা ফাদার ও দুইজন সিস্টারকে ফুলের শুভেচ্ছা জানিয়ে একটি সমবেত সঙ্গীত ও নাচ পরিবেশন করে। এরপর সকল শিশুদের নিয়ে বাইবেল কুইজ আয়োজিত হয় "যিশুর জন্মকাহিনীর উপর"। প্রতিযোগিতায় শিশুদের একটি কলম ও চকলেট উপহার দিয়ে উৎসাহিত করা হয়। পরিশেষে শিশুরা যিশুর জন্মের উপর ছোট একটি নাটিকা উপস্থাপন করে ও শিক্ষিকা মাধবী অনিতা রোজারিও উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন॥

সেন্ট্ মেরীস ক্যাথিড্রাল রমনা ধর্মপল্লীতে ফাদারদের বরণ ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন অনুষ্ঠান

ফাদার সমীর ফ্রান্সিস রোজারিও ▯ বিগত ০৯ জানুয়ারি ২০২২ খ্রিস্টবর্ষ রোজ রবিবার সেন্ট্ মেরীস ক্যাথিড্রাল রমনা ধর্মপল্লীতে নতুন পাল-পুরোহিত ফাদার প্যাট্রিক শিমোন গমেজ এবং সহকারী পাল-পুরোহিত ফাদার সমীর ফ্রান্সিস রোজারিও-কে ধর্মপল্লীর পক্ষ থেকে বরণ এবং প্রাক্তন পাল-পুরোহিত ফাদার বিমল ফ্রান্সিস গমেজ এবং ফাদার রিপন আন্তনী রোজারিওকে তাদের সুন্দর পালকীয় কাজের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। এই বিশেষ দিনে বিকেল ৫:৩০ টায় রবিবাসরীয় খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ফাদার রিপন আন্তনী রোজারিও। খ্রিস্টযাগের পর ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের ভিকার জেনারেল ফাদার গাব্রিয়েল কোড়াইয়া ভক্তজনগণের উদ্দেশে আর্চবিশপের প্রতিনিধি হিসেবে প্রাক্তন ফাদারদের বদলি এবং নতুন ফাদারদের দায়িত্বগ্রহণের ঘোষণা প্রদান করেন। তিনি বলেন, আমরা ফাদারগণ এক জায়গায় সব সময় থাকি না। তাই আর্চবিশপের বাধ্য থেকে ধর্মপ্রদেশের কথা চিন্তা করে ভক্তজনগণের সেবার্থে আমাদের বিভিন্ন ধর্মপল্লীতে পালকীয় দায়িত্ব পালনের জন্য যেতে হয়। ফাদার বিমল এবং রিপন এই ধর্মপল্লীতে অনেক সুন্দরভাবে তাদের পালকীয় দায়িত্ব পালন করেছেন। ফাদার রিপন নাগরী ধর্মপল্লীতে যাবেন এবং ফাদার বিমল আর্চবিশপস' হাউজে থাকবেন এবং ওনার বিশেষ পালকীয় কাজ হচ্ছে হাসপাতালের চ্যাপলেইন এবং আর্চবিশপ'স হাউজে প্রশাসনিক কাজ করবেন। ধর্মপল্লীর পক্ষ থেকে প্যারিস কাউন্সিলের সেক্রেটারী ফেবিয়ান গমেজ ফাদারদের বরণ ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন। তিনি তার উপস্থাপনায় ফাদার বিমল ও ফাদার রিপনের আন্তরিক ও কঠোর পরিশ্রমী পালকীয় কাজের প্রশংসা করেন। এরপর প্রাক্তন ও নুতন ফাদারদেরকে ধর্মপল্লীর পক্ষ থেকে ফুলের তোড়া এবং গানের মধ্যদিয়ে শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ দেওয়া হয়। অতঃপর ফাদার বিমল ও ফাদার রিপন তাদের অনুভূতি ব্যক্ত করেন এবং ঈশ্বরকে, আর্চবিশপকে, ধর্মপল্লী খ্রিস্টভক্তদেরকে এবং অন্যান্যদের তাদের আন্তরিক অংশগ্রহণ, সমর্থন এবং সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। ১৫ তারিখে ফাদার রিপন নাগরী ধর্মপল্লীতে এবং ফাদার সমীর এই ধর্মপল্লীতে দায়িত্ব গ্রহণ করবেন এবং ফাদার প্যাট্রিক শিমোন গমেজ আগামী ফেব্রুয়ারী মাসের ১ তারিখে ফাদার বিমলের কাছ থেকে দায়িত্ব বুঝে নিবেন। ফাদার বিমল একই দিনে তার নতুন দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। পরিশেষে নতুন পাল-পুরোহিত ফাদার প্যাট্রিক শিমোন গমেজ ওনার অনুভূতি ব্যক্ত করতে গিয়ে সকলের সহযোগিতা, সমর্থন এবং প্রার্থনা কামনা করেন। ৭:১৮ মিনিটে ফটোসেশনের মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠানটি সমাপ্ত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ৬ জন ফাদার, বেশ কিছু সেমিনারীয়ান এবং খ্রিস্টভক্তগণ উপস্থিত ছিলেন॥

গৌরনদীতে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী, স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী ও মানবাধিকার দিবস পালন

ফাদার সৈকত লরেন্স বিশ্বাস ▯ গত ১০ ডিসেম্বর বরিশাল ডাইওসিসের গৌরনদী ধর্মপল্লীতে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী, স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস উপলক্ষে খ্রিস্টযাগ, আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সকাল ৯:৩০ মিনিটে পালপুরোহিত ফাদার রিংকু জেরম গোমেজ পবিত্র খ্রিস্টযাগের মধ্যদিয়ে এই বিশেষ দিবসটি আরম্ভ করেন এবং তাকে সহযোগিতা করেন সহকারি পাল-পুরোহিত ফাদার সৈকত লরেন্স বিশ্বাস। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন গৌরনদী ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত এবং অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন পৌর মেয়র জনাব মো: হারিছুর রহমান, বিশেষ অতিথি ছিলেন গৌরনদী উপজেলার নির্বাহী অফিসার বাবু বিপিন চন্দ্র বিশ্বাস। গৌরনদী ধর্মপল্লীর-সিস্টারগণ, গ্রাম-সভাপতি ও নিমন্ত্রিত অতিথি বর্গ। অনুষ্ঠানের শুরুতেই ছিল বরণ নৃত্য এবং ফুলের মধ্যদিয়ে প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথিদের বরণ, বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য ও প্রদীপ প্রজ্বলন॥

কারিতাস রাজশাহীর নতুন অফিস ভবন উদ্বোধন

অসীম ক্রুশ ▯ ১৬ ডিসেম্বর ২০২১ খ্রিস্টাব্দ রোজ বৃহস্পতিবার কারিতাস বাংলাদেশ রাজশাহীর আঞ্চলিক অফিস ভবনের শুভ উদ্বোধন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশপ জের্ভাস রোজারিও এসটিডি, ডিডি। এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সেবাষ্টিয়ান রোজারিও, নির্বাহী পরিচালক, কারিতাস বাংলাদেশ; রেভা. ফাদার ইম্মানুয়েল কানন রোজারিও, চ্যাপলেইন ও সদস্য, আঞ্চলিক পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন কমিটি। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সুক্লেশ জর্জ কস্তা, আঞ্চলিক পরিচালক, কারিতাস রাজশাহী অঞ্চল। উক্ত অনুষ্ঠানে অতিথিদের অভ্যর্থনা ও ফুল দিয়ে বরণ, প্রাক্তন পরিচালক স্বর্গীয় পল রোজারিও'র নামে কারিতাস রাজশাহী অঞ্চলের গেস্ট হাউজ উদ্বোধন, জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও জাতীয় সংগীত এবং কারিতাস পতাকা উত্তোলন ও কারিতাস সংগীত পরিবেশন। এছাড়াও প্রাক্তন আঞ্চলিক পরিচালক গাব্রিয়েল কস্তার নামে নতুন অফিস ভবনের কনফারেন্স হল উদ্বোধন, নতুন অফিস ভবনের ফলক উন্মোচন, ফিতা কর্তন করে নতুন অফিস ভবনে প্রবেশ, পেট্রন সেন্ট স্বর্গীয় মাদার তেরেজার ফলক উন্মোচন। অতঃপর অতিথিগণ তাদের বক্তব্য প্রদান করেন এবং আঞ্চলিক পরিচালক সুক্লেশ জর্জ কস্তা নতুন ভবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন এবং কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন॥

চির বিদায়ের একটি বছর

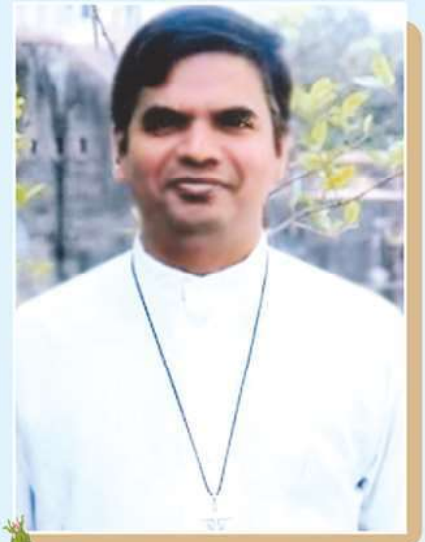

প্রয়াত ব্রাদার লিটন জেরম রোজারিও সিএসসি
জন্ম: ৬ মার্চ ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ২৬ জানুয়ারি ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

'পিতা ডাকিল তোমারে, মৃত্যু আসিল দ্বারে
চলে গেলে উপরে পিতারই দরবারে
তুমি ছিলে তুমি থাকিবে স্বশরীরে অন্তরে।'

সময় খুব দ্রুত চলে যায়। দেখতে দেখতে একটি বছর হয়ে এল, তুমি আমাদের ছেড়ে চলে গেছ না ফেরার দেশে। এসেছিলে পরিবারে সাত ভাই-বোনের সপ্তম তারা হয়ে। সেই তারার আলো বিকিরণ করতে নিজেকে ব্রতীয় জীবনে উৎসর্গ করেছিলে। নীরব সাধনার মধ্যদিয়ে গঠনগৃহে অনেক প্রার্থীকে ও সাধারণ মানুষকে প্রভুর আলোর পথ দেখাচ্ছিলে। কিন্তু হঠাৎ মরণব্যাধি ক্যান্সার তোমাকে নিয়ে গেল আমাদের কাছ থেকে। তোমার এ চলে যাওয়া আমাদের জন্য খুবই কষ্টদায়ক। প্রার্থনা করি, পিতা যেন তোমাকে তার অনন্ত শান্তির রাজ্যে স্থান দেন।

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে
মা: মিলন আগ্নেশ রোজারিও
দড়িপাড়া, কালীগঞ্জ

বিজ্ঞ/২৪/২০২২

আর.এন.ডি.এম. সিস্টারদের পক্ষ থেকে বিশেষ আমন্ত্রণ

"তোমরা জগতের সর্বত্র যাও বিশ্বসৃষ্টির কাছে ঘোষণা কর মঙ্গলসমাচার"। (মার্ক - ১৬: ১৫)

স্নেহের বোনেরা,

তোমাদের প্রতি রইলো শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ। তোমরা নিশ্চয় নিজেদের জীবন আহ্বান নিয়ে ভাবছো? যিশুর সেই ঐশ ভালবাসার নিমন্ত্রণে সাড়া দিতে আর.এন.ডি.এম. সম্প্রদায় থেকে তোমাদের প্রত্যেকের প্রতি রইল বিশেষ নিমন্ত্রণ। আর.এন.ডি.এম. সিস্টার সম্প্রদায় হল একটি আন্তর্জাতিক মিশনারী সম্প্রদায়। আমাদের সিস্টারগণ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মঙ্গলবাণী প্রচার ও বিভিন্ন সেবাকাজের মধ্যদিয়ে সবার কাছে মঙ্গলবাণীর সাক্ষ্য বহন করে যাচ্ছেন। স্নেহের বোনেরা তোমরা বিশেষ করে যারা ২০২১ খ্রিস্টাব্দে এইচ.এস.সি পরীক্ষা দিয়েছ এবং ব্রতীয় জীবনে যোগদান করতে ইচ্ছুক সে সকল আগ্রহী বোনদের নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করার জন্য আহ্বান করছি।

যোগাযোগের ঠিকানা

সিস্টার সাথী ফ্লোরেন্স কস্তা, আর.এন.ডি.এম. (০১৭২২৭৫১২৬৫)
প্রযত্নে: ট্রিনিটি ফরমেশন হাউজ
গ্রীন হেরাল্ড ইন্টারন্যশনাল স্কুল
২৪, আসাদ এভিনিউ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা- ১২০৭

সিস্টার সুর্বনা লুসিয়া ক্রুশ আর.এন.ডি.এম. (০১৬২০৫১৪৮৮৪)
সেন্ট স্কালাসটিকাস্ কনভেন্ট, ৪১, ব্যান্ডেল রোড-৪০০০
পাথরঘাটা, চট্টগ্রাম

বিজ্ঞ/২৫/২০২২

বর্ষ ৮২ ❖ সংখ্যা - ০৩
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 03
বর্ষ ৮২ ❖ সংখ্যা - ০৩
Regd. No. DA-33
❖ 23 - 29 January, 2022, ৯ - ১৫ মাঘ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

অনন্তধামে যাত্রার দ্বিতীয় বৎসর

প্রয়াত ডেনিস পালমা

পিতা: প্রয়াত গ্যাব্রিয়েল পালমা (কালা)
মাতা: প্রয়াত মেগদেলিনা পালমা
জন্ম: ১ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ২৫ জানুয়ারি, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ
গ্রাম: রাঙ্গামাটিয়া পশ্চিমপাড়া
রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লী , কালীগঞ্জ, গাজীপুর

তুমি ছিলে পিতা ঈশ্বরের দান। পিতা হয়ে এসেছিলে।
পিতার কাছেই চলে গেলে তাঁরই প্রয়োজনে।
স্বর্গীয় পিতাকে দেখা হয়নি কখনও,
কিন্তু তোমার সন্তানগণ আমরা তোমাতেই পেয়েছি
স্বর্গীয় পিতার ভালোবাসা! তোমাতেই দেখতে পেয়েছি স্বর্গীয় পিতা ঈশ্বরকে!

স্বর্গীয়ধামে, স্বর্গীয় পিতার কাছে চলে যাওয়ার ও তাঁরই ডাকে সাড়া দেবার দ্বিতীয় বছর। তুমি বেঁচে আছো আমাদের সকলের অন্তরে। সকলের অস্তিত্বে। তোমার রেখে যাওয়া আদর্শ, আমাদের জীবনপথের পাথেয়।

তোমার রেখে যাওয়া আদর্শে আমরা যেন, অগ্রসর হই তোমারই স্বপ্নের পথে। আশীর্বাদ করো আমাদের প্রতি।

তোমারই ভালোবাসায় আপ্লুত ও স্নেহধন্য,

মমতা কৈলু (স্ত্রী)
বৃষ্টি ব্রিজেট কনি পালমা (কন্যা)
সনি কেনেথ পালমা (বড় ছেলে)
মেরীয়ান জয়া (বড় পুত্রবধূ)
ফিভেল কেভিন পালমা (নাতি)
বনি লিওনার্ড পালমা (ছোট ছেলে)
শবনম তেরেসা পিউরীফিকেশন (ছোট পুত্রবধূ)
লায়না মেরী পালমা (নাতনি)
এবং সকল গুণগ্রাহী ও আত্মীয়স্বজন।

বিজ্ঞ/২২/২০২২

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org